সর্ব-মঙ্গলা-বিদ্যা-পীঠ

শ্রীতারাপদ রাহা

মডার্ণ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক :
মডার্ণ পাব্লিশার্স-এর পক্ষে
শ্রীশরৎ দাস
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৫
দাম—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
স্নেহাংশু আচার্য্য
গণশক্তি প্রেস
৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

সর্ব-মঙ্গলা-বিদ্যা-পীঠ

স্কুলের নাম সর্ব-মঙ্গলা-বিদ্যা-পীঠ।

স্কুলের নতুন মাষ্টার অনুপমের নিকট সম্পর্কের এক ঠাকুরমা—তীর্থ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এই বিদ্যাপীঠের সম্মুখে দুই দিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। অনুপম বড়দিনে বাড়ী গিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া তাহার চাক্‌রির খবর দিলেই তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই জগন্নাথ ক্ষেত্রের ইস্কুল?

অনুপম কিছু না বুঝিয়া ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, তোর ইস্কুলের সামনে দুইদিন কাটিয়ে এসেছি আমি?

তারপর?

তারপর—চোখের দুই পাতা এক করতে পারিনি, ভাই,—চোখ বুজি—আর সমুদ্রের গর্জন শুনি—

অনুপম প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—সে কি?

তুই গেলেই জানতে পারবি—মাঝে মাঝে আবার বন্যা আসে।

সে আবার কখন?

একবার দুপুরে একবার বিকালে।

এইবার অনুপম বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উঠেঃ একটায় আর চারটেয় বুঝি?

ঠাকুরমা মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, আরে ভাই, আর বলিসনে—এই একটু তন্দ্রা আসি, আর চমকে উঠি—ভাবি আরতি হচ্ছে—ঢন্ ঢন্ করে এমনি ঘণ্টা বাজতে থাকে।

অনুপম নতুন চাকরি পাইয়াছে, ঠাকুরমার অদ্ভুত কথা শুনিয়া আবার হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠেঃ তবে এবার আর তোমায় কষ্ট করে পুরী যেতে হবেনা বলো?

ঠাকুরমা মালায় মনোনিবেশ করিতে করিতে বলিলেন, এক রকম তাই।

নিরুপমা তখন কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে গ্রামের উচ্চপ্রাইমারী স্কুল হইতে বৃত্তিপরীক্ষায় পাশ দিয়াছে,—বিদ্যা তাহার কম নয়, সে বলিল—বিদ্যাপীঠ নাম হয়েছে কেন—এ জন্যই না?—পীঠ মানে কি?

নিরুপমার ফাজলামির জন্য অনুপম তাহাকে একটা ধমক দিতে যাইতেছিল,—কিন্তু না—সে অত্যন্ত খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অনুপম আর ধমক দিতে পারিল না। এত দিন তার চাকরি হয় নাই বলিয়া সে বোনকে পড়াইতে পারে নাই, আগে পড়াইতে পারিলে তার বৃত্তির টাকাগুলিও আদায় হইত। কতদিন তারা দু'জন মা বাপ হারাইয়াছে, অনুপমের রাগের পরিবর্তে বোনের উপর কেমন মায়া বোধ হইতে লাগিল।

নিরু, তুই আবার পড়বি—কেমন?—আমার কাছে থেকে পড়বি আমি মেসে না থেকে না হয় বাসা করেই থাকবো।

নিরুপমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে,—চৌদ্দ ছাড়াইয়া পনেরয় পা দিয়াছে, উত্তরে সে হাঁ, না,—কিছুই করিলনা,—সম্মতিতে তাহার মুখখানা একটু রাঙা হইয়া উঠিল মাত্র।

দাদার চাকরিতে এমন আশাতীত আনন্দের কথা সে ভাবিতে পারে নাই। দাদার চাকরি হইয়াছে—কিছুদিন পরে দাদাকে বিয়ে করিতে রাজী করানো যাইবে—তাহার বৌদি আসিবে—একটা কথা কহিবার সাথী মিলিবে। ইহার পর—নিরুপমারও বয়স হইতেছে—আর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার গোপন আশাও মনে ঘনাইয়া আসে—দাদার চাকরিতে এই ছিল নিরুপমার আনন্দের কারণ।

কিন্তু দাদা—একি শুনাইল! সে কলিকাতায় যাইবে, লেখা পড়া করিবে, সহরের মেয়ে হইবে সে।—এযে একেবারে স্বপ্নের অতীত!

কথাটা যথা সময়ে পিসীমার কানে গেল। তিনিই এখন গৃহের কর্ত্রী। ভাইয়ের সংসারে ভাই ও ভাই-বৌয়ের মৃত্যুর পর তিনিই সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা তিনি একেবারে পছন্দ করিলেন না। অনুপমকে ডাকিয়া তিনি ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, একি মতি-বুদ্ধি তোর অনু,—ভারী ত কয়টা টাকার মাষ্টারি।—তাতে নিরুকে নিয়ে যাওয়ার নাচন্ উঠেছে কেন?—নিরুকে আর লেখা পড়া শিখানো কেন—ওকে বিয়ে দিতে হবেনা?—তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন তা'হলে তোমার সকল বায়নাই শোভা পেত, আমি ও সবে মত দিতে পারবো না। তোমার ত

টাকা চাই নে—তুমি সন্ন্যেসী, কিন্তু আমার চাই—মেয়ে ত আমি সন্ন্যেসিনী করে রাখতে পারবো না।

পিসীমার কাণ্ড দেখিয়া অনুপম ছেলে মানুষের মত হাসিয়া উঠিল ঃ তুমি ভাবছ কেন, পি-মা, নিরুকে ত আমি এখুনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না!

নিরুপমার জন্মের - চার পাচ বৎসর আগে হইতে অনুপম পিসীমার কাছে মানুষ হয়। রাত্রে সে বিধবা পিসীমার কোলে শুইত, তার হাতেই নাইত খাইত, তাই তাহাকে একটু বেশী করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়াছিল। তখন সে পিসীমাকে আদর করিয়া পি-মা বলিয়া ডাকিত; সেই ভালবাসার ডাক আজও রহিয়া গিয়াছে। নিরুপমা অনুপমের দেখাদেখি সেই ডাকই শিখিয়াছে।

পিসীমা রাঁধিতেছিলেন, অনুপমের কথা শুনিতে শুনিতে উনানে ফুঁ দিতে লাগিলেন। অনুপম বলিল, তুই একটা টিউসন্ পেলে—নিরুকে নিয়ে গেলে ক্ষতি কি, বরং সেখানে গেলে বিয়ে টিয়ের একটা সুবিধাও হয়ে যেতে পারে।

উনানে ফুঁ দিয়া পিসীমার চোখ ছল্ ছল্ করিতেছিল,—মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, বেশ, তোমার বোন—তুমি বিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। বাড়ীতে আমার আর টাকা নেই, যা ছিল তা সব উজাড় করে তোমার লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন টাকার দরকার—তোমার,—না থাকে—সেও তোমার।

অনুপম টাকার অসারতা—এবং মাষ্টারি জীবনের মধ্যে তার জীবনের আদর্শের আংশিক সফলতার সম্ভাবনা কোথায় রহিয়াছে সেই সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন

সময় পিসীমা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন— কালীশঙ্কর শুনেছে তোর চাকরির কথা ?

না।

কালীশঙ্করের সাথে অনুপম দিন পনের আর দেখা করে নাই। জানুয়ারী মাসে চাকরি আরম্ভ করিয়া একবার দেখা করিবে—ইচ্ছা আছে। কিন্তু পিসীমার মনোভাব অনুপম একবার বুঝিতে পারিয়াছে। কালীশঙ্কর অনুপমকে তাহার সহিত টুপির ব্যবসায় করিতে সাধিয়াছিল, তাহাতে মাসে শতাবধি করিয়া টাকা এখনই ঘরে আসিত। হাত খরচ বলিয়াই কালীশঙ্কর তাহাকে মাসিক একশত টাকা দিতে চাইয়াছিল—তা ছাড়া বৎসরান্তে ছ-আনা ভাগ দেবে। অনুপম রাজী হয় নাই। প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিয়া সে বন্ধুর কাজে সাহায্য করিয়াছে। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে চীনের ও আফ্রিকার বড় বড় অর্ডার লইয়া—বন্ধুর কয়েকবার দুই তিন হাজার করিয়া লাভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু নিজে কপর্দক লয় নাই। কালীশঙ্করের শরীর তত ভাল নয়, সম্প্রতি প্লুরেসী হইতে উঠিয়াছে। অনুপম বিশ্বাসী কালীশঙ্কর অন্ত-প্রাণ—তাই ছ-আনা অংশ দিতে চাহিয়া কালীশঙ্কর ডাকিয়াছিল। অনুপম 'না' করিয়া দিয়াছে। কালীশঙ্করের অসুস্থাবস্থায় ব্যবসা দেখা শুনা—সেবা শুশ্রূষা সবই সে করিয়াছে। এখন সে সুস্থ হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে বন্ধুর ব্যবসায় দেখাশুনা করিবে সে, কিন্তু এক সঙ্গে কারবার করিতে রাজী নয়।

পিসীমা বলিয়াছিলেন, তুই নিজে কারবার কর না—টুপীর ব্যবসায় ত তুই শিখে গেছিস ?

অনুপম একটু থমকিয়া বলিয়াছিল, তা হয় না পি-মা, টুপীর ব্যবসার আৎ-ঘাৎ আমি সব জানি, কোথায় ওর খদ্দের, কোথায়

মালাকর, কোথায় দর্জি, কোথায় চামড়া-ওয়ালা—সব আমার জানা হয়ে গেছে। কালীশঙ্কর প্রাণ গেলেও একটা বিদেশী খদ্দেরের নাম বলতে চায় না, আমি ব্যবসা করলে ওর ক্ষতি হবে—এও এক রকম বিশ্বাস-ঘাতকতা—এ পারবো না আমি।'

পিসীমা সে কথা জানেন, শুধু তিনি অতটা ভাবিয়া দেখেন নাই।

টাকা রোজগারের আর একটা সুযোগও অনুপমের আসিয়াছিল—বছর তিনেক আগে। বি, এ পরীক্ষা দিয়াই অনুপম টাটা নগরে গিয়াছিল—বন্ধু শৈলেশের কাছে। বি, এ পরীক্ষার আগে অনুপমের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট মিটিলে মনটা একটু বেশি খারাপ বোধ হইতে লাগিল। একটু বাইরে বেড়াইয়া আসিলে বুঝি ভাল-লাগে মনে করিয়া অনুপম টাটা-নগরে গিয়াছিল। শৈলেশ ওখানে আছে পয়সা ত লাগিবে না। শৈলেশ অনুপমের কৈশোরের বন্ধু—যে বয়সে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব হয়—অথচ কোন মেয়েকে ভালবাসিবার সাহস থাকে না—যৌন-সম্পর্কহীন অনাবিল ভালবাসার স্বপ্ন দেখে—আর নিরাপদে—সে পথ চলিবার দুরাশায়—পুরুষ সঙ্গীকে নিজের প্রেমাস্পদ করে। শৈলেশ ভিন-গ্রাম হইতে পড়িতে আসিয়াছিল। অনুপমদের গ্রাম দেবদাসপুর থাকিয়া সে আবাইপুর পড়িত। অনুপম ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলে, ভাল গান গায়—তাহার সহিত মিশিতে শৈলেশের বড় ইচ্ছা করিত, কিন্তু কি জানি কেন যেন লজ্জা করিত। অবশেষে চিঠি লিখিয়া সে তাহার সহিত বন্ধুত্ব করে। যতদিন সে দেবদাসপুর থাকিয়া আবাইপুর পড়িয়াছে—প্রায় প্রতিদিনই সে একখানা করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, মুখে সে অনুপমের সাথে তেমন কথা বলিতে পারিত না,—কিন্তু চিঠিতে তাহার কথার

শেষ ছিল না। যে বাড়ীতে থাকিয়া সে লেখাপড়া করিত—সেখানে অসুবিধা হওয়ায় দেড় বছর পর সে নিজের গ্রামে চলিয়া যায়। যাইবার সময় গ্রামের শেষে ভাঙ্গাকুঠীর ধারে—খেয়াঘাট পর্যন্ত অনুপম তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। বিদায়ের সময় তাহার মুখে অনুপম যে করুণ ছবি দেখিয়াছিল—আজ পর্যন্ত তাহা সে ভুলিতে পারে নাই।

সেইদিন শুধু শৈলেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল,—তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, চিঠি লেখা বন্ধ করো না যেন। বিদায়ের বেদনা দুই চোখ ভরিয়া আসিয়া আর কথা বলিতে দেয় নাই।

কৈশোরের সেই স্মৃতিই অনুপমকে বি, এ পরীক্ষার পর টাটায় শৈলেশের কাছে কিছুদিন বাস করিবার সাহস দিয়াছিল।

অনুপম টাটায় গেলে শৈলেশ কত খুশি। কৈশোরের লাজুকতা শুধু গিয়াছে—আন্তরিকতা একটুও কমে নাই। শৈলেশের অত্যধিক আদর যত্নে অনুপম অস্বস্তি বোধ করিত। প্রায় দুই মাস সে ওখানে ছিল। শৈলেশ তাহাকে ছাড়িতে চায় না, বলে, তোকে আর যেতে দেবনা—এক সঙ্গে কাজ করব আমরা।

অনুপম হাসিয়া বলিয়াছিল—হাঁ।

ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি আমি। তুই থাকলে কাজের কত সুবিধা হয় আমার! এখন যে কাজ পাচ্ছি—একা আর আমি পেরে উঠবো না। মাইনে করে যে লোক রেখেছি—তাকে দিয়ে সব কাজ হয় না, তা ছাড়া ফাঁকি দেয়; তুই থাকলে কাজও বেশি হাতে নিতে পারি।

অনুপম কোন উত্তর দেয় না, ভাবিতে থাকে।

শৈলেশ বলে লেখাপড়া তোমার ভাল লাগে—করো না কেন

রাত্রি জেগে—কেউ তোমার বিঘ্ন করবে না। পাশ আর না-ই বা দিলে? টাকাও ত রোজগার করা চাই. বাবা এখন নাই, বোনের ত তোমার বিয়ে দিতে হবে।

অনুপম হাসিয়া বলিয়াছিল, বোন ত তোরও—তুই দিবি।

শৈলেশ রাগিয়া উঠিয়াছিল,—আমি দেবো,—কিন্তু তার চেয়ে এমন কাজ কর না কেন—যাতে বলতে পারো—আমাদের বোন—আমাদের টাকা। বিয়ে আমি করি নি—কিন্তু যখন করবো—তখন আমার নিজের রোজগার করা টাকা—খরচের জন্যও জবাবদিহি করতে হবে—আর একজনের কাছে—তার আগেই এমন কাজ করো না যাতে জগতের সকলের কাছে বলতে পারি—আমাদের কাজ আমাদের টাকা—

অনুপম আরও হাসিয়া বলিয়াছিল, দিদি এখনও আসেন নি তার ভয়েই এত অস্থির তুমি?

শৈলেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল, ঠাট্টা নয় ভাই, তুই আয়। এই বিদেশে একা পড়ে আছি, তুই কাছে থাকলে মনে কত জোর পাব—আর কত বেশি কাজ নিতে পারব।

সেইদিনই কথায় কথায় শৈলেশ বলে, গত মাসে সে এক হাজারেরও বেশি আয় করিয়াছে। অথচ এ কাজ সে বেশি দিন আরম্ভ করে নাই, মাত্র চার পাঁচ মাস হইবে। প্রথমে ইলেক্‌ট্রিক কারখানায় একটা কাজ লইয়া সে এখানে আসে। কয়েক মাস কাজ করিবার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় সে ইলেক্‌ট্রিকের কাজ ছাড়িয়া দেয়, তার পরই এই কাজ আরম্ভ করে। খড়্গপুর থাকিবার সময় একজন ওভার-সিয়ারের স্ত্রীকে সে দিদি বলিয়া

ডাকিত। তাহারা—এখন টাটায় আছেন। ওভার-সিয়ার মিঃ দত্তের সহিত এখানে অনেকের জানা শুনা—তিনিই এ কাজ ঠিক করিয়া দিয়াছেন। কাজটা হইতেছে সাব-কনট্রাক্ট—অর্থাৎ ঠিকাদারী। অধিকাংশ ঠিকা মাটী কাটার।

প্রথম সপ্তাহে শৈলেশ কিছু লাভ করিতে পারে নাই, দ্বিতীয় সপ্তাহে আট টাকা লাভ করিয়াছে। তাহার পরের সপ্তাহে ৪০৲, পরে ১০০৲, ১৫০৲ করিয়া বাড়িয়া আজকাল প্রতি সপ্তাহে ২৫০৲, ৩০০৲ করিয়া লাভ করে। একা কাজ করিতে পারে না বলিয়া—গ্রাম হইতে একটী ছেলেকে আনিয়াছে, তাহাকে ২০৲ টাকা করিয়া বেতন দেয়।

শৈলেশ এই ব্যবসায়ে অনুপমকে ডাকিয়াছিল। সে ডাকার মাঝে আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু অনুপম তাহা সহজেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। টাকা হইতে শৈলেশের বন্ধুত্বের মূল্য তখন তার কাছে অনেক বেশি,—এবং একসঙ্গে কারবার করিলে সে বন্ধুত্বে—আজই হ'ক-কালই হ'ক ঘুণ ধরিবেই। তা' ছাড়া অনুপমের মনে হইত—শুধু টাকা আয় করা তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা যে বাস্তবিক কি তাহাও তাহার মনে তখন স্পষ্ট করিয়া রূপ লয় নাই।

যাহা হউক এমনি করিয়া উল্লেখযোগ্য টাকা রোজগারের দুইটি পন্থা অনুপম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে। পিসীমা ইহাতে খুশি ছিলেন না। ইহার চেয়ে অধিকতর কাম্য কোন জীবিকা অনুপম কবে লাভ করে—তাহাই দেখিবার জন্য পিসীমা নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এতদিন পরে—পঞ্চাশ টাকার এক মাষ্টারি ঠিক করিয়া যখন সে খুশি হইয়া বাড়ী আসিল, তখন পিসীমা মনে মনে একেবারে দমিয়া

গেলেন ঃ শৈলেশ ও কালীশঙ্করের আহ্বানের কথা তখনও তাহার মনে জ্বলজ্বল করিতেছে।

কিন্তু খুশি হইল নিরুপমা—সে কলিকাতা যাইবে, কলিকাতায় গিয়া লেখাপড়া করিবে।

আর খুশি হইলেন পিসীর পিসী—অর্থাৎ অনুপমের বাপের পিসী রাঙা-ঠাকুরমা। অনুপম কলিকাতায় স্থায়ী আস্তানা করিলে তিনি গঙ্গা-তীরে থাকিয়া হরিনাম করিবেন—

তিনি মুখেই সে কথা প্রকাশ করিলেন। অনুপম বলিল,—আর ? আর—পীঠের সামনে তোমার জায়ের বাড়ী গিয়ে মাঝে মাঝে—সমুদ্র দর্শন—আর আরতির বাজনা শুনে এস।

নিরুপমা শুনিয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ঠাকু'মা'ও মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গম্ভীর হাসি হাসিয়া—মাথা দুলাইয়া বলিলেন, তাই !

বড়দিনের পর স্কুল খুলিলে—২রা জানুয়ারী অনুপম স্কুলে যোগদান করিল, স্কুল বসে ১০-৪৫এ। সহরতলীতে স্কুল, ট্রামে বা বাসে আসিয়া অনেকটা হাঁটিতে হয়। অনুপম প্রথম দিন ৯টায়ই মেস হইতে রওনা হইল। কে জানে কত সময় লাগে !

অনেক পথ ট্রামে আসিয়া, অনেক পথ হাঁটিয়া অনুপম প্রায় সাড়ে দশটায় স্কুলে আসিয়া হাজির হইল।

মস্তবড় বাড়ী নূতন তৈরী—ওপরে ধনুকাকারে লেখা—সর্ব-মঙ্গলা-বিদ্যা-পীঠ। লেখার উপরে বীণাপাণি সরস্বতীর মুর্তি—সম্মুখে কয়েকখানা সজ্জিত বইয়ের উপরে একখানা খোলা বই ও দোয়াত কলম। অনুপমের হঠাৎ মনে হইল সরস্বতীর পড়িতে পড়িতে আর ভাল না লাগার

এখন একটু বাজনা লইয়া বসিয়াছেন। অনুপম নিজের মনে একটু হাসিল—ইহা ঠিকই—হইয়াছে—অনুপমও কতদিন সন্ধ্যায় পড়িতে পড়িতে 'রেডিও' শুনিয়া—পড়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছে—এবং লেখা বই সম্মুখে রাখিয়া—রেডিওর সঙ্গে গলা মিলাইয়া তানের পর তান সাধিয়া চলিয়াছে।

লেখার দুইপাশে দুইজন মল্লের মূর্তি। একজন এক কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে সজোরে ঘুসি তুলিয়াছে, আর একজন পরম আদরে একটা ফুটবল ধরিয়া—পদাঘাতে তাহাকে অনেক দূরে দিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিয়া অনুপম বড় খুশি হইল,—ঠিক এমনই একটা প্রতিষ্ঠানই সে খুঁজিতেছিল—যেখানে জ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে—স্বাস্থ্য ও শিল্পকে লোকে যোগ্য সমাদর দিতে ভোলে না। অনুপম আবিষ্কার করিল—স্কুলের নাম এই জন্যই সর্ব-মঙ্গলা-বিদ্যা-পীঠ।

মস্তবড় লোহার গেটের খানিকটা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারই ভিতর দিয়া দলে দলে ছেলে ঢুকিতেছে, হল্লা করিতেছে, বাহিরে বারান্দায় ছুটাছুটি খেলা করিতেছে। সকল মিলিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে—যাহা একটু দূর হইতে শুনিলে সমুদ্রের গর্জন বলিয়া ভ্রম হওয়া—একেবারে আশ্চর্য নয়।

দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুপম হেড মাষ্টারের ঘর জানিয়া লইল। প্রবেশ করিয়া দেখিল একজন নাতিস্থূল—গৌরবর্ণ গম্ভীর-মূর্তি প্রৌঢ়—একখানা রিভল্‌বিং চেয়ারে বসিয়া চোখে চসমা আঁটিয়া—কি সকল কাগজ পত্র দেখাশুনা করিতেছেন। অনুপম নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সামনের একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন।

হেডমাষ্টারের চেয়ারের সামনে কয়েক খানা চেয়ার পাতা ছিল,

অনুপম তাহার একখানায় বসিল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হেডমাষ্টার হাতের কাজ রাখিয়া চসমা খুলিয়া,—পুছিয়া—আবার চোখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি চাই ?

অনুপম মৃদু হাসিয়া পকেট হইতে নিয়োগ-পত্র ও সেক্রেটারীর চিঠিখানা বাহির করিয়া হেড্‌মাষ্টারের দিকে আগাইতে আগাইতে বলিল, আমি অনুপম রায়,—এই যে চিঠি! হেডমাষ্টার নিয়োগপত্রের সঙ্গে সেক্রেটারীর চিঠিখানা হাতে লইতে লইতে বলিলেন, আপনিই অনুপমবাবু ?

আজ্ঞে হাঁ।

তা' ভালই হ'ল আপনি—এসেছেন।

চিঠিখানার উপর দ্রুত চোখ বুলাইয়া তিনি বলিলেন, আপনি সেক্রেটারী ম'শায়ের ছাত্র—আপনাকে তিনি ভালো করে জানেন বলে আর 'ইনটারভিউ' দেওয়া হয় নি। হ'লে আগেই চেনা হয়ে যেত।

হুঁ—বলিয়া মৃদু হাসিয়া অনুপম তাহাতে সায় দিল।

এ লাইনে আপনার আগেকার কোন অভিজ্ঞতা আছে ?

আরও স্পষ্ট করিয়া জানিবার জন্য অনুপমকে উত্তর দিবার সুযোগ না দিয়াই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—এর আগে আর কোথাও মাষ্টারি করেছেন আপনি ?

কোনও স্কুলে পড়াই নি—তবে—

টিউসনি—করেছেন!

আজ্ঞে হাঁ।

কি কি সাবজেক্ট—কোন ক্লাসের ছাত্র ?

মুহূর্তের জন্য অনুপমের মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠিল, সে সংযত কণ্ঠে বলিল,—পড়িয়েছি শুধু বাংলা—আর—

অবিশ্বাসের মৃদু হাসিতে মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিয়া হেডমাষ্টার বলিলেন,—শুধু বাংলা পড়ানোর আবার টিউসন্ মেলে না কি ?—কই এমন ত শুনি নি !

অনুপম বলিল, আমার ভাগ্য-গুণে তাই মিলেছিল,—আর সে কোন স্কুলের ছাত্র নয়।

আশ্চর্য্য হইয়া হেড্-মাষ্টার বলিলেন, তবে ?

কয়েকজন বিদেশী মহিলা—মেম্ সাহেব—মিশনারী—তাঁরা বাংলা পড়তেন আমার কাছে।

ওঃ ! বলিয়া মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া হেড-মাষ্টার তাহার সামনের কাগজ-পত্রের দিকে চোখ ফিরাইলেন।

অনুপম বুঝিল,—বলিল, ও গুলি মিঃ বোস্—আপনাদের সেক্রেটারী মশায়—উনিই দিয়েছিলেন।

অনুপম লক্ষ্য করিল হেড-মাষ্টারের মুখের রেখা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া গেল—তিনি আবার অনুপমের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

অনুপম বলিয়া চলিল, ব্যাপটিষ্ট্ মিশান্'এর সেক্রেটারী মিঃ ডিকেন্সের সঙ্গে—মিঃ বোসের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। বিলেত থেকে নতুন যে সব মিশনারী সাহেব মেম এদেশে আসেন—তারা কেউ বাংলা পড়তে চাইলে—অনেক সময় তিনি মিঃ বোসের কাছে লোক চা'ন। এমনি করেই যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। তবে বেশি দিন আবার ওদের পাওয়া যায় না—দার্জিলিং-এ ওদের আবার একটা বাংলা শিখবার স্কুল আছে—সেসান্ আরম্ভ হ'লে সবাই সেখানে চ'লে যায় !

হেড্মাষ্টার বিশেষ আগ্রহ লইয়া শুনিতেছিলেন—এমন সময় কয়েক জন শিক্ষক নাম সই করিতে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাম সই করিয়া নবাগত অনুপমের দিকে

চাহিয়া চোখের ইঙ্গিতে কি যেন বলাবলি করিয়া—তাহারা চলিয়া গেলেন।

হেড্-মাষ্টার অনুপমের দিকে খাতা আগাইয়া দিয়া ৯নং ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে সই করুন আপনি! 'নাইন্থ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচার' আপনি—তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—অবশ্য মাইনে হয়ত 'ইলেভেন্থ' —'টুয়েলভথ্ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট' থেকে কমই হ'বে—তবু—'পোস্ট' টা—

অনুপমও আর একটা হাসি দিয়াই হেড্-মাষ্টারের কথায় সায় দিয়া প্রথম দাস-খতের খাতায় সই দিল।

তখন দলে দলে আরও শিক্ষক আসিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই—প্রায় অনুপমকে দেখিয়া চোখের ইসারায়—কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। অনুপমও তাহাদের উপর একবার করিয়া দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইল: তাহাদের কেহ নবীন—কেহ বা প্রবীণ, কেহ দীর্ঘ—কেহ খর্ব—কাহারও বা মাথায় বিস্তৃত টাক্—কাহারও ঘন-কুঞ্চিত-সুসজ্জিত কেশ-দাম—কাহারও মুখ অতিশয় গম্ভীর—কেহ বা হাস্যোজ্জ্বল—কাহারও গায়ে আধ্ময়লা নিজের কোটের উপর—জার্মাণী আলোয়ান, কাহারও খদ্দরের রঙ্গীন চাদর—কাহারও বা শার্টের উপর ওপ্ন্-ব্রেষ্ট কোট্।

ইহাদের কাহার সহিত তাহার ভাব হইবে—কাহার সহিত তার মনের অমিল চিরকাল রহিয়া যাইবে—অনুপম মনে মনে তাহাই একবার দ্রুত ভাবিয়া লইতেছিল—এমন সময় হেড্মাষ্টার বলিলেন—আপনি ত ইংলিশের এম্ এ?

অনুপম চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ।

তাহলে 'হায়ার ক্লাস' এ আপনি ইংরেজী পড়াতে পারবেন?

অনুপম মাথা একটু নীচু করিয়া বলিল, আপনি যেমন হুকুম করবেন।

ড্মাষ্টার সেক্রেটারীর চিঠিখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, সেক্রেটারী-মশায় ত লিখেছেন আপনি ইংরেজী, অঙ্ক আর বাংলা পড়াতে রবেন।

আজ্ঞে হাঁ।

হেড্মাষ্টার একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া বলিলেন, কিছু মনে করবেন না আপনি—আপাতত থার্ডক্লাসের উপরে কিন্তু ক্লাস দিতে পারব না আপনাকে—কোন নতুন টিচারকে আমরা—ফাষ্ট-সেকেন্ ক্লাস দিই না—তা যত বড় পণ্ডিত ব্যক্তিই হ'ন না তিনি।

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল, দেবেন যা খুশি আপনার, আমি কোন অসুবিধা—বোধ করব না।

হেড্ মাষ্টার বোধ হয় খুশি হইলেন। একখানা বড় পিস্‌বোর্ডের উপরে আঁটা রুটিন খানা হাতে করিয়া তিনি বলিলেন, এই রুটিনটা—আপাতত টুকে নিন, পরে আপনার সুবিধা মত খানিকটা পরিবর্তন করে দেব—

বলিয়া তিনি নিজেই পড়িয়া বলিলেন,—'লাস্ট পিরিয়ড অফ' আছে—আপনার। ফার্ষ্ট পিরিয়ড্—থার্ড-ক্লাস ইংলিশ—

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। অনুপম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি ঘণ্টা পড়ে গেল এর মধ্যে?

না, এটা 'ওয়ার্নিং বেল্'—আর পাঁচ মিনিট পরে ঘণ্টা পড়বে ক্লাস বসবার, নিন্ চটপট্ করে লিখে নিন্,—বলিয়া হেড্মাষ্টার রুটিন্‌খানা অনুপমের দিকে আগাইয়া দিলেন।

আর কয়েক জন টিচার সই করিতে হেড্ মাষ্টারের ঘরে আসিলেন। অনুপম রুটিন লিখিয়া লইল।

লেখা শেষ হইলে হেড্-মাষ্টার দেখাইয়া দিলেন—পাশেই—টিচার কমন্-রুম ঃ অর্থাৎ আপনি এখন ঐ ঘরে যেতে পারেন।

লেখা রুটিন খানা পকেটে লইয়া অনুপম উঠিল। হেড্মাষ্টারের ঘর ও টিচার্স কমন-রুমের ভিতরে একটা দরজা আছে—সেটা হেড্-মাষ্টারের ঘর হইতে বন্ধ থাকে। অনুপম সেটা খুলিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল,—হেড্মাষ্টার বারণ করিলেন—এদিক্ দিয়ে নয়—, ওদিক্ দিয়ে-আর-একটা পথ আছে—।

অনুপম কথাটা শুনিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর সেই আর একটা পথের সন্ধানে হেড মাষ্টারের ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

অনুপম টিচার্স কমন্-রুমে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা পড়িয়া গেল, সকলেই প্রায় হাতে বই ডাষ্টার লইয়া ক্লাসে রওনা হইলেন, যাইবার আগে অনুপমের দিকে একবার সকলেই তাকাইয়া গেলেন।

অনুপমের ক্লাস আছে, রুটিন খুলিয়া দেখিল,— 'এইট্ সি'। তিন চার জন শিক্ষকের যেন উঠিবার তাড়া ছিল না,—তাহাদের ভিতরে একজন—অতি শীর্ণ-কায় অদ্ভুত ধরণের, বেঞ্চের উপর উবু হইয়া বসিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অনুপম তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন; আচ্ছা দেখুন— 'ক্লাস্ এইট সি' টা হ'বে কোন দিকে ?

খবরের কাগজ হইতে মুখ ভাল করিয়া না উঠাইয়াই তিনি বলিলেন,—উপরে গিয়ে—পূবের দিকে দেখুন।

কথাটা শুনিয়াই অনুপম বাহির হইতেছিল। বাটার-ফ্লাই-গোঁফ-ছাঁটা যে ভদ্রলোক বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া—বিড়ী টানিতে ছিলেন,

তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এইট্ সি'তে বোধ হয় ছেলে হয় নি, থার্ড ক্লাসের ছেলেরা দুই সেক্সানেই বসছে, ছেলে ভর্তি হলে—আরও কিছুদিন পরে তিন সেক্সান করে দেওয়া হ'বে—তবু যা'ন একবার উপরে দেখে আসুন—স্কুলটা কেমন—তাও অন্তত একবার দেখে আসুন—এলেন যখন তীর্থক্ষেত্রে—হা—হা—

বলিয়া ভদ্রলোক নিজের রসিকতায়-নিজেই-হাসিয়া উঠিলেন, তাহার ঈষদুন্নত—তাম্বূলরঞ্জিত কয়েকটা দাঁত খুশিতে একেবারে বাহির হইয়া পড়িল।

লোকটিকে অনুপমের বড় ভাল লাগিল। মৃদু হাসিয়া অনুপম কহিল, হাঁ—একবার দেখে আসাই ভাল। —বলিয়াই ঘরের বাহির হইতেই শুনিল—ভদ্রলোক আর-এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, এই সব—'ইয়ং ম্যান্, কেন যে আসে এ সব লাইনে বুঝি না!

আপনি কোন বয়সে ঢুকেছিলেন ?

অনুপম মনে মনে হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেল, উত্তরটা আর শোনা হইল না।

প্রায় সব ক্লাসেই গোলযোগ ; আজ নূতন ক্লাস বসিল, পড়া দেওয়া নাই, হয়ত অনেকের বই-ই কেনা হয় নাই, গোলমাল আংশিক সে জন্যও বটে। কত ছেলে বারন্দায় তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনুপম শুনিল—তাহাকে দেখিয়া কে বলিতেছে,—আমাদের এক নতুন মাষ্টার, জানিস? একজন কে যেন অনুচ্চে বলিল,—ইস্—ঠিক যেন জামাই বাবু!

এমন পোষাক সে কি করিয়াছে,—অতি সাধারণ—শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! কথাটা কিছুই নয়, তবু অনুপম কেন যেন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

উপরে পূবের দিকে ঘুরিয়া ‘এইট্ সি’ সে বাহির করিল, কিন্তু বাহির হইতে উহার তালা বন্ধ। যা’ক ফার্ষ্ট পিরিয়ডের জন্য সে নিশ্চিন্ত। অনুপম নীচে কমন-রুমে ফিরিয়া আসিল।

সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মশায়, দেখে এলেন?

আজ্ঞে হাঁ।

আচ্ছা বসুন, বসুন—বলিয়া ভদ্রলোক নিজের পাশে—জায়গা দেখাইয়া দিলেন; তারপর একটা বিড়ী বাহির করিয়া—বলিলেন, বিড়ী খেয়ে থাকেন?—ধরুন।

অনুপম বিড়ী সিগারেট খায়—কিন্তু প্রথম দিন আসিয়াই—নিজের চেয়ে অত বড় লোকের সামনে বিড়ী খাওয়া তেমন পছন্দ করিল না? হাসিয়া বলিল, না।

বেশ, বেশ, ভালই—আমার কি অভ্যাস যে করেছি মশাই,—ভাত একবেলা না হ’লেও চলবে—কিন্তু পান আর বিড়ী না হ’লে—উঁহুঁঃ—

অনুপম মৃদু হাসিতে লাগিল।

যা’ক—বাজে কথা যা’ক—আপনার পরিচয় কিছু জানা হয় নি আমাদের—

অনুপম বুঝিল, বলিল,—অনুপম রায়।

বেশ—বেশ—!—ইংলিশের এম্ এ?

আজ্ঞে হাঁ।

কোন সনের?—

গেল বছরের আগের বছর।

বেশ বেশ—আপনাদের দেখে আনন্দ হয়। আমিও মশায় একবার এম, এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম—ইংলিশেরই, ভাগ্যে হ’ল না। প্রাইভেট—য়ুনিভার্সিটীর টাচ্-এ না থাকলে—ও সব তেমন সুবিধে হয় না।

তা'ছাড়া মাষ্টারি ক'রে আর এঁনার্জি থাকে না...কি বলেন গুণেন বাবু ?

গুণেন বাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভদ্রলোককে আগে থেকেই ঘাবড়ে দিচ্ছেন কেন ? ছেলে মানুষ—ওঁর বয়স আছে—এর পরে ভালো একটা কিছু বেছে নিলেই পারবেন।

কিন্তু জানেন ত গুণেন বাবু, দশবছর মাষ্টারি করলে—জার্মানীতে কি ব্যবস্থা আছে ?

গুণেন বাবু মৃদু হাসিয়া খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিলেন—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, হরেন বাবু !

হরেন বাবু বাটার-ফ্লাই গোঁফের ভিতর দিয়া কায়দা করিয়া বিড়ির ধূম উদ্গীরন করিতেছিলেন, চোখের ভঙ্গীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কি। গুণেন বাবু হরেন বাবুর দিকে একবার চোখ টিপিয়া নিজের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভদ্দর লোককে একবার সমঝিয়ে দেবেন স্কুলের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে !

হরেন বাবু কথাটা ভালো বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। গুণেন বাবু বেঞ্চের উপর হইতে না উঠিয়াই সরিয়া সরিয়া হরেন বাবুর কাছে আগাইয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া বলিলেন, ল-কলেজের ব্যাপারটা।

ওঃ !

আমি কিন্তু আপনাদের কোন কথাই বুঝলাম না,—অনুপম হরেন বাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল।

ও বিশেষ কিছু নয়,—ল-কলেজে নাম টাম আছে আপনার ?

কেন, বলুন দেখি ?

থাকলে বলবেন না,—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, নেই,—চুকে গেল, ব্যাস্!

অনুপম বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন এ কথা বলতে হবে কেন ?

বল্‌লে চাকরি থাকবে না, আপনি বলতে চান বলুন।

আমার ল-কলেজে নাম নেই-ই, আমি বলতে যাব কেন ?

হরেন বাবু ও গুণেন বাবু সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। হরেন বাবু গুণেন বাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম, গুণেন বাবু,—এ সেয়ানা ছেলে, কিছু শেখাতে হবে না,—দেখলেন ত!

অনুপম এই ইঙ্গিতে মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল,—সত্যি আমার নাম নেই!

হরেন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমরা সে কথা জানি। আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনার বয়সের অনেকেই এখানে ল পড়ে থাকেন, শুধু জিজ্ঞাসা করলে 'না' বলিলেই হ'ল। কে আর য়ুনিভার্সিটী বা রিপন কলেজে গিয়ে খোঁজ করছেন বলুন। আমরা আপনার কথা কারো কাছে বলব না, ভয় নেই। শুধু কমিটির মেম্বারদের কাছে কথাটা না গেলেই হ'ল আর কি ?

অনুপম ইহাদের অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছে। সুতরাং সে যে ল পড়ে না—এ কথা বুঝাইবার জন্য ইহাদের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করা প্রয়োজন বোধ করিল না, গুণেন বাবুর পরিত্যক্ত—খবরের কাগজের একখানা শীট টানিয়া লইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কিন্তু এ রকম নিয়ম এখানে করা হয়েছে কেন—আপনারা বলতে পারেন ?

হরেন বাবু বলিলেন, আপনি বুদ্ধিমান—এর কারণ ত আপনিও জানেন!

জানিনে বলেই ত জিজ্ঞেস্ করছি।

একটা টানে বিড়িটার শেষ অংশটুকু নিঃশেষ করিয়া একটু ভালো হইয়া বসিয়া হরেন বাবু বলিলেন,—এই ধরুন না আপনার মত সব 'ইয়ং ম্যান্ বি, এ, এম্, এ' পাশ করে যারা মাষ্টারি করতে আসেন তাদের অনেকেরই স্কুলে পচে মরতে ইচ্ছা যায় না। এটাকে হাতে রেখে তারা অন্য চেষ্টা করতে চান, অনেকে 'ল ক্লাস এ্যাটেণ্ড' করেন; পাশ করলেই বেরিয়ে যান।

তা'তে স্কুলের ক্ষতি কি?

ক্ষতি?—তা' একটু আছে বই কি—যাদের গোড়া থেকেই অন্য লাইনে যাবার ইচ্ছা থাকে, তাদের আর স্কুলের কাজে তেমন মন বসে না, তা না না না করে কোন রকমে কাটিয়ে দেন। নতুন লোকের চেয়ে 'একস্‌পেরিয়েন্সড্' লোকের দাম বেশি, দু'তিন বছর পরে যখন তারা 'একস্‌পেরিয়েন্সড্' হয়ে ওঠেন তখনই তারা ছেড়ে দেন—আবার কমিটির নতুন লোক নিতে হয়,—সে কি কম হাঙ্গামা আপনি মনে করেন?

অনুপম কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল—কিন্তু তাহা আর হইল না, সহসা ঢন্‌ঢন্ করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল কলরব উত্থিত হইল। অনুপমের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল: তাহার বোধ হয় ঠাকুরমার কথা মনে পড়িয়াছে।

ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সকল মাষ্টারই—একবার কমন্-রুমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মাঝে কয়েকজন অনুপমের প্রায় সমবয়সী, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে অনুপমের বড় ইচ্ছা করিতে

লাগিল। তাহারাও আকার ইঙ্গিতে নিজেদের মাঝে অনুপমের কথা কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল। একজন প্রৌঢ় শিক্ষক বিশেষ করিয়া অনুপমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—বিশেষ করিয়া তাহার পোষাক পরিচ্ছদ—হাব-ভাব। কিন্তু ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিল না,—সেকেণ্ড পিরিয়ডে তার ক্লাস আছে, তার মাষ্টারি জীবনে আজ সবে প্রথম দিন।

ভয় যে একটু না করিল তা নয়,—তবে কলেজে পড়িবার সময় খেলার মাঠে, ডিবেটিং ক্লাবে,—ফাইন্ আর্ট্স সোসাইটীতে অনেক জায়গাতেই সে পাণ্ডাগিরি করিয়া আসিয়াছে, ছেলেদের মন বুঝিয়া—তাহাদের খুশি করিয়া কি করিয়া নিজের কাজ হাসিল করা যায় সে কৌশল তাহার জানা আছে। অনুপমের বিশ্বাস—যাহাদের লইয়া কাজ করিতে হইবে—তাহাদের প্রতি যদি সত্যিকার ভাল-বাসা থাকে, সঙ্কটকালে নিজের মাথা যদি ঠাণ্ডা থাকে—নিজের বক্তব্য যদি গুছাইয়া সুন্দর করিয়া বলিতে পারা যায়—তাহা হইলে অনেক অবুঝ লইয়াও কারবার করিতে অসুবিধা হয় না। নিজের জীবনে ইহা সে বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। তাই শিক্ষক জীবনেও সে সেই কৌশলই প্রয়োগ করিল। অনুপম দেখিল—কলেজের সমবয়সী যুবকদের লইয়া কাজ করার চেয়ে এই সুকুমার—মতি বালকদের লইয়া কাজ করা অনেক সহজ। ক্লাসে যাহাকে লইয়া চলা সবচেয়ে কঠিন—অনুপমের সস্নেহ ব্যবহারে সেই হইল সকলের চেয়ে সহজ। প্রথম দিন—অনেকে বই কেনে নাই,—আনে নাই, তাই পড়াটা একটু বুঝাইয়া দিয়া—সেই সম্বন্ধে একটু গল্প করিয়া—সেই সম্পর্কে দেশ বিদেশের দশটা কথা বলিয়া সে একদিনেই ছেলেদের অনেকটা প্রিয় হইয়া উঠিল। মোট্ কথা ছেলেদের লইয়া এ জীবন অনুপমের ভালই লাগিবে।

হেড্-মাষ্টার একবার ক্লাসের সমুখ দিয়া হাঁটিয়া গেলেন। ছেলেরা তখন গোলমাল করিতেছিল না। অনুপম তখন ঈশপের গল্পের সহিত আমাদের দেশের হিতোপদেশের গল্পের তুলনা করিতেছিল। অনুপমের একবার মনে হইল—হেড্মাষ্টার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন।

সেকেণ্ড পিরিয়ড্ শেষ হইল। ক্লাস হইতে যাইবার সময় অনুপম দেখিল—যেখানে ব্লাক-বোর্ড রহিয়াছে তাহারই পাশে দেয়ালে আনাড়ি হাতে একটা দুর্বোধ্য ছবি আঁকা—এবং তাহারই মাঝে—ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—

বোকেন চন্দ্র রায়—
মাষ্টারি করে খায়—
পড়াতে না পেরে রায়—
তেড়ে মারতে যায়—

অনুপমের ঠোঁটের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত একটু হাসি খেলিয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সে ছেলেদের দুষ্টবুদ্ধি, শিক্ষক বিশেষের প্রতি ছাত্রদের মনোভাব, মাষ্টারি জীবনের দুর্দশার কথা বোধ হয় এক সঙ্গে ভাবিয়া লইল।

ক্লাস হইতে মাষ্টার বাহির হওয়ায়—আবার সেই সমুদ্রগর্জন সুরু হইল। এইরূপ শব্দ শুনিলেই অনুপমের ঠাকুরমার কথা মনে পড়ে। বারান্দায় ছেলেদের ভিড়ে চলা হয় ভার—ঠাকুরমার তীর্থক্ষেত্রের উপমাটা অনুপম প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করে।

সিড়ী দিয়া নীচে নামিতে নামিতে অনুপম শুনিতে পাইল হেড্-মাষ্টারের ঘর ও আফিসের সামনে একটা ভীষণ গোলমাল সুরু হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহা ভীষণতর হইয়া উঠিল। প্রতি

ঘণ্টার শেষে স্কুলে ছেলেদের মধ্যে যে একটানা—একটা গোলমালের সুর শুনিতে পাওয়া যায়—ইহা সে ধরণের নহে। হেড্-মাষ্টার তাহার আফিস ছাড়িয়া—কয়েকজন মাষ্টার লইয়া সেই জনতার মাঝে দাঁড়াইয়াছেন, বাহির হইতে কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর এবং তাহাদের সহিত লাঠি হাতে কয়েকজন—দারোয়ান—বা ভৃত্য-শ্রেণীর লোক আসিয়া অত্যধিক আস্ফালন সুরু করিয়াছে। সেই জনতার ভিতর কি হইতেছে—তাহা চোখে দেখা বিশেষ কষ্টসাধ্য। অনুপম দূর হইতেই শুনিতে পাইল—কে একজন হেডমাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, —আপনি এর বিহিত করতে পারবেন কি না স্পষ্ট বলে দিন—নইলে আমরা এর ব্যবস্থা করছি—আপনার স্কুলের জন্যে ভদ্রলোকের বাড়ীর মান-ইজ্জত বজায় থাকবে না—এ কি মগের মুলুক না কি?

হেড্-মাষ্টার তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য লইয়া কি যেন বলিলেন। যে প্রৌঢ় মাষ্টারটি তাহার অসাধারণত্ব দিয়া অনুপমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—তিনি বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে—মুরুব্বিয়ানার ভাব লইয়া স্কুলের পক্ষ সমর্থনের জন্য বিপক্ষ-দলের প্রতি কি যেন অভিযোগ দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

সেখানে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা কি—বেশ ভাল করিয়া জানিতে অনুপমের যে ইচ্ছা করিল না তাহা নয়—কিন্তু আরও কয়েক জন মাষ্টারের সঙ্গে ছেলেরাও সেখানে আসিয়া ভিড় করিতেছিল—হেড্মাষ্টার সকলকেই নিজের নিজের ক্লাসে যাইতে বলিলেন। মাষ্টারেরা হয়ত চাকরি যাইবার ভয়েই নিজের নিজের ক্লাসে গিয়া ঢুকিলেন—কিন্তু ছাত্রদের অনেকেই সেখানে তখনও ভিড় করিয়া রহিল।

অনুপম সেখানে না দাঁড়াইয়া ক্লাসেই গেল, কিন্তু মনটা পড়িয়া

রহিল, সেই জনতার দিকে। ছেলেরাও কি হয় জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়াছিল। অনুপম বেঞ্চে না বসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল, ছেলেদের পড়া দেখাইয়া—বুঝাইয়া দিবার ফাঁকে ফাঁকে—কিছু কিছু দেখিয়া লইতে লাগিল।

আরও অনেক ভদ্রলোক আসিতেছেন—সঙ্গে ছোট বড় ছেলে। বোধ হয় নতুন ভর্তি করিবার ব্যাপার।...এইবার হেড মাষ্টার বিনীত ভাবে যেন কি বলিতেছেন। যাহারা গোলমাল করিতে আসিয়াছিল তাহারা একটা ঢেঙ্গা ছেলের দিকে তর্জনী হেলাইয়া কি যেন বলিল। ছেলেটা গর্জন করিয়া উঠিল। হেড়-মাষ্টার তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। বিপক্ষ দল চলিয়া গেল। হেড-মাষ্টার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার আফিস ঘরে ঢুকিলেন, সঙ্গে চলিলেন সেই প্রৌঢ় শিক্ষকটি।

থার্ড পিরিয়ডের শেষেই টিফিন্। টিফিনে অনুপম যখন টিচারস্ কমন-রুমে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সকলের মুখেই—জানিবার আকুল আগ্রহ: কি ব্যাপার কি? থার্ড পিরিয়ডে যাহাদের অবসর ছিল—তাহাদেরই শুনাইবার কথা। একজন কে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—একজন দীর্ঘকায় তাহাকে থামাইয়া বলিলেন,—বড় এলোমেলো—বোঝা যায় না, মনস্কান্ত বাবু বলুন।

মনস্কান্ত বাবু—প্রথমে না না করিলেন—একজনের কথা বন্ধ করিয়া নিজে বলা—বোধ হয় তিনি ভদ্রোচিত মনে করিলেন না, কিন্তু সকলের অনুরোধে তিনিই বলিতে বাধ্য হইলেন।

লম্বা টেবিলের একপাশে বসিয়া তিনি বলিতে সুরু করিলেন—ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

আমাদের স্কুল থেকে যে সব ছেলে এবার ম্যাট্রিক্ দেবে তাদের 'কোচিং'-এর জন্য পশ্চিমের যে ঘরটা নির্দিষ্ট হয়েছে সেখান থেকে আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে রায় বাড়ীর অনেকগুলি ঘরের অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায়—বিশেষ করে—মনস্কান্তবাবু স্বরটা একটু নীচু করিয়া বলিলেন—বিশেষ করে আমাদের আরতি রায়ের ঘরের। আরতি-র গান গাওয়া—পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে গানের মহলা, তার কাপড় পরা, তার কায়দা করে শোওয়া,—তার টেবিলের উপর অনাবশ্যক পা তুলে চা খাওয়া সিগারেট খাওয়া—সব।

আমাদের 'সেণ্ট আপ বয়েজ'এর ভিতর কতকগুলি বেশ পাখোয়াজ ধরণের ছেলে আছে, সেটা অবশ্য আপনাদের অজানা নেই, তারা একটু সকাল সকালেই স্কুলে আসে। যদিও তাদের ক্লাস আরম্ভ হয় টিফিনের পরে—তবু তাদের কেউ কেউ আসে একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা আগে—অবশ্য সেটা পড়বার উদ্দেশ্যে নয়—তা বুঝতেই পারছেন।

আরতি রায়—খাওয়া দাওয়া করে নিজে হাতে না কি পান সাজছিল—

একজন কে বলিয়া উঠিলেন,—আরতি রায় আবার পান খায় না কি—'আপ টু ডেট' মেয়ে!

মনস্কান্ত বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—পঞ্চ মকারের আর কোনটাই বাদ নেই—আর কি।

আচ্ছা, আচ্ছা—তার পর?

আরতি পান সাজছিল—আর—আর আপনাদের শিবেন তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

তারপর—তারপর ?

পান সাজতে সাজতে আরতি যেই এদিকে চেয়েছে—অমনি আপনাদের শিবেন না কি বলে উঠেছে,—রাণি, রাণি, পান সাজছো সাজো, সাজো, দুটি বেশি করে সাজো—একটি পানের আশায় আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

—কথাটা শুনিয়া কাহারও একটু রাগ করিতে দেখা গেল না। সকলেই যেন বিশেষ কৌতুক বোধ করিলেন। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কেহ বলিয়া উঠিলেন,—বটে, বটে! কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল—আচ্ছা, আচ্ছা,—তারপর ?—তারপর শিবেনকে হেড্ মাষ্টার জিজ্ঞেস করেছেন কিছু ?—সে কি বলে ?

জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। হেডমাষ্টারের ঘরে তখন আমি ছিলাম।

অমনি এক মুহূর্তে ত্রিশজোড়া চোখের ভিতর দিয়া ত্রিশটা মনের ব্যাকুল আগ্রহ যেন শিশুর মত মনস্কান্তের চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সে ত বলে, দোষ আরতি রায়ের।

যথা ?

আরতি রায়—কোচিং ক্লাসের সামনের ঘরটায় এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচের মহলা দেয়, গান গায়, কৌচে বসে, আমাদের স্কুলের দিকে পা তুলে দিয়ে সিগারেট খায়, হাসে। ছেলেরা সব তাকে একদিন জব্দ করবে বলে ঠিক করেছিল,—তাই শিবেন ও কথা বলেছে।

পান সাজতে বলে খুব জব্দ করা হয়েছে বটে!

সমজদারেরা—এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

একজন দীর্ঘাকৃতি মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি শাস্তি দেওয়া হ'ল—শিবেনের ?

হরেন বাবু প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে যে অন্যায় করেছে তাই প্রতিপন্ন হ'ল না,—তার শাস্তি কি, মশাই!

মনস্কান্ত বাবু বলিলেন,—না, না, সে কি,—ছেলেটি অন্যায় করেছে বই কি,—হেড্‌মাষ্টার রায় বাড়ীর লোককে বলে দিয়েছেন তিনি বিচার করে ছেলেটাকে যথোচিত শাস্তি দেবেন।

দীর্ঘাকৃতি মাষ্টারটী বলিয়া উঠিলেন,—আর শাস্তি! শাস্তি কি কিছু এ স্কুলে আছে না কি, শাস্তি দিতে আমরা ভয় পাই,—আমাদের মারবার অধিকার নেই,—কিন্তু হেড্‌-মাষ্টারের ত আছে—আচ্ছা করে একটিকে বেত লাগিয়ে দিলেই এ সব ছেলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়,—কিন্তু সে সাহস কি আছে নাকি? আপনারা দেখে নেবেন—ঐ শিবেনের কোন শাস্তি দেওয়া হবে না,—কলে কৌশলে ওকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে—তারপর হয়ে গেল,—বাস্। ছেলেরা মাষ্টারদের ভয় করে চলবে কি—আমরাই যে তাদের ভয় করে চলি।

সকলেই তাহার কথায় সায় দিলেন। ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে আরও দশটি কথা আরম্ভ হইল। আলোচনা করিতে করিতে ঘণ্টা পড়িয়া গেল। অনুপম রুটিন লেখা কাগজখানি খুলিয়া দেখিল 'ক্লাস সেভেন এ'। ক্লাসটা কোথায় জানিয়া অনুপম সেই দিকেই যাইতেছিল। সকল ছেলে তখনও ক্লাসে ঢোকে নাই,—বাহিরে বারান্দায় হল্লা করিতে করিতে নিজের নিজের ক্লাসের দিকে যাইতেছিল,—হঠাৎ একটা ছোট ছেলে তার হাত ধরিয়া বলিল,—সার্, আপনি আমাদের ক্লাসে আসুন সার্—আপনি নতুন এসেছেন—সার্,—আসুন সার্ আমাদের ক্লাসে আসুন!

অনুপমের মনটা সহসা হাল্‌কা হইয়া উঠিল। এমনি ছেলেদের লইয়া কাজ করিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। বয়স্কদের কথায়

তাঁহাদের হালচালে তাহার দম এতক্ষণ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটার পিঠে হাত বুলাইয়া অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি খোকা?

চন্দন ব্যানার্জি।

কোন ক্লাসে পড় তুমি?

এই ত, সার, ক্লাস ফোর্ এ, আসুন না সার!

অনুপম তার মাথায় হাত দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, আমার এখন অন্য ক্লাস আছে,—আর একদিন তোমাদের ক্লাসে আসব—কেমন?

চন্দন মাথা নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা, তাহার পর ক্লাসে ছুটিল ঃ তাহাদের ক্লাসে ললিত বাবু আসিবেন, বড় কড়া লোক।

এতক্ষণ স্কুলের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অনুপমের মনে যে তিক্ততার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল,—চন্দনের সহজ সরল ব্যবহারে তাহা কাটিয়া গেল। মন তাহার আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল : ছাত্রেরা এইরূপ হইলে তাহাদের লইয়া সে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিবে।

স্কুলে কাজ আরম্ভ করিবার পর কয়েক দিন পর্যন্ত অনুপমের কাহারও সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। কাহার সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইবে এবং কাহার সহিত তাহার চিরকাল কেবল ভদ্রতা রক্ষা করিয়াই কাটাইতে হইবে—শিক্ষকগণের কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া মনে মনে তাহারই একটা হিসাব করিয়া লইতেছিল—এমন সময় অযাচিত ভাবে একজনের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

অনুপম নূতন আসিয়াছে সুতরাং তাহার নামটা জানা কাহারো পক্ষে তেমন অসুবিধা নয়, কিন্তু সে সকলের নাম এখনও জানিয়া উঠিতে পারে নাই। মুখে মুখে শিক্ষকদের সকলের নামই হয়ত সে দু'একবার শুনিয়াছে—সামনাসামনি ডাকিতে শুনিয়া দু'একজনকে সে এর মাঝে চিনিয়াও ফেলিয়াছে, কিন্তু সকলকে জানা তার এখনও হয় নাই। এমনি সময় একদিন তাহারই সমবয়সী প্রভাত কমল মিত্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

স্কুলে যেদিন যোগদান করিয়াছে সেই দিন হইতে অনুপম দেখিতেছে—একজন তরুণ শিক্ষক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার হাবভাব তাহার কথাবার্তা চলাফেরা কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বৈষ্ণব যুগের ভক্ত কবির মত ভাবময় দুটি চোখ, পায়ে ব্রাশকরা অক্সফোর্ড সু, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবীর উপর একখানা শাদা কারুকার্য্যহীন র‍্যাপার। অনুপমের দু'একবার ইচ্ছা হইয়াছিল—নামটা সে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিন্তু একটু বাধোবাধো লাগিয়াছে। মাত্র দুই তিন দিন সে স্কুলে আসিয়াছে—প্রায় ত্রিশজন শিক্ষকের প্রত্যেকের নামই ত বহুবার উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছে, কিন্তু কাহাকে সে কোন্ নামে ডাকিবে সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়।

টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে টিচার্স কমন-রুমে অন্যদিনের মত শিক্ষকদের সোরগোল সুরু হইল। কেহ আসিয়া কাৎ হইয়া বিড়ি ধরাইলেন, কেহ আসিরা নস্যের ডিবী হইতে এক টিপ নস্য লইয়া রাজনীতি আলোচনা আরম্ভ করিলেন, কেহ বা বুদ্ধিমানের মত বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন, কেহ খবরের কাগজ খুলিয়া বসিলেন, কেহ বা নারায়ণ নারায়ণ উচ্চারণ করিতে করিতে আসিয়া অনায়াসে

দেশের খবর জানিবার জন্য সংবাদপত্রে দৃষ্টি-নিবদ্ধ—শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এনি থিং সেনসেশেনাল' অনুপম ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল ষ্টীমারের সহিত টিচার্স কমন-রুমের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই: আগে আসিয়া শুইয়া বসিয়া যে যতখানি জায়গা অধিকার করিয়া লইতে পারে, গল্পগুজবের ধারারও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। অনুপম বাইরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেরা ছুটাছুটি হল্লা করিতেছে,—দূরে বড় রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া আর শিরীষ গাছের বীথি, কোথাও বা কারখানার সুদীর্ঘ চিমনি, আশেপাশে ছোট বড় বিচিত্র বর্ণের বাড়ী। অনুপম বিশেষ কিছু দেখিতেছিল না, কিছু করিবার না থাকায় সবার উপর দ্রুত চোখ বুলাইয়া যাইতেছিল,—এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, স্যার, প্রভাত বাবু আপনাকে ডাকছেন।

অনুপমের বুকের ভিতর একটা মৃদু কম্পন হইয়া গেল: প্রভাত বাবুকে সে ঠিক চেনে ত!

প্রভাত বাবু?

আজ্ঞে হাঁ।

কোথায়, কোথায় তিনি?

আজ্ঞে তিনি মৌলবী সাহেবের ঘরের সামনে।

পার্শিয়ান্ ক্লাস?

আজ্ঞে হাঁ।

অনুপম ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া দেখিল সেই মাষ্টারটি। একটা মৃদু হাসির ভিতর দিয়া অনুপম অভ্যর্থিত হইল:

কি—জায়গা হ'ল না বুঝি?

অনুপম প্রথমে বুঝিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

টিচাস কমন-রুমে জায়গা পেলেন না বুঝি?

না, ঠিক তা' নয়, এমনি একটু ঘুরে দেখছিলাম।

সত্যি কথা আর লুকিয়ে লাভ কি—ওখানে জায়গা বড় পাবেন না, আমরা সব এই—ঘরে—এই পার্শিয়ান্ ক্লাসে বসি, টিফিনের ছুটী হ'লেই এখানে চলে আসবেন।

দুই জন ধীরে ধীরে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

আমার নামই যে প্রভাত বাবু—বুঝতে—?

না বুঝিতে অনুপমের কিছু অসুবিধা হয় নাই—শুধু একটুখানি হাসির ভিতর দিয়া অনুপম জানাইয়া দিল। ইহাতে আর কি অসুবিধা হইতে পারে: প্রভাত বাবু তাহাকে ডাকিয়াছে, পার্শিয়ান্ ক্লাসের সমুখে প্রভাত বাবু,—পার্শিয়ান্ ক্লাসের সমুখে আসিয়া অনুপম যাহাকে দেখিল—সে প্রভাত বাবু না হইয়া আর উপায় কি?

মাস্টারি এই প্রথম না কি—প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল।

হাঁ, একরকম প্রথম বই কি!

কেমন লাগছে?

মন্দ কি!

এই নিয়েই জীবন কাটাবেন—বলে' ঠিক করেছেন?

তাই ত ইচ্ছা, দেখি কি হয়!

কিন্তু এখানে যারা কাজ করছেন তাদের কেউই এ লাইন পছন্দ করেন না।

অনুপম শুনিয়া আশ্চর্য না হইয়া পারিল না, সে নিজে একটা আদর্শের খাতিরে এই লাইন নির্বাচন করিয়াছে, তাহার ধারণা আর সবারও জীবিকা নির্বাচনের মূলে এরূপ একটা কিছু আছে;

তাই প্রভাতের কথার উত্তরে সে জিজ্ঞাসা করিল, পছন্দ হয় না তবে তারা এ লাইনে এলেন কেন?

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুদক্ষ অভিনেতার মত প্রভাত বলিয়া উঠিল, কারণ অন্য কোথাও তারা স্থান পান নি।

অনুপম কিছুক্ষণ প্রভাতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, থিয়েটার করেন না কি—আপনি?

প্রভাত হাসিয়া উঠিল: কেন,—এ প্রশ্ন কেন?

আপনার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে তাই মনে হয়।

প্রভাত হাসিতে লাগিল: আপনি? ষ্টেজে নামা হয়েছে ত দু'চার বার!

অনুপমও হাসিল: তা' দু'একবার হয়েছে বই কি।

গ্রামে থিয়েটার হয় বুঝি?

অনুপম কৌতুক বোধ করিল: আমার যে পাড়াগাঁয়ে বাড়ী আপনাকে কে বললে?

কেন আমার অনুমান কি ঠিক নয়?

অনুপম হাসিয়া বলিল, সে আমি পরে বলবো, কিন্তু আমার যে পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—এমন সন্দেহ আপনার আগে আর কেউ ত করে নি! কলেজে পড়বার সময় ত অনেককে জিজ্ঞাসা করেই জেনে নিতে হয়েছে কোথায় আমার বাড়ী।

ধরুন না আমিও জিজ্ঞাসাই করছি!

কিন্তু এ ত জিজ্ঞাসা নয়, এ যে—

একেবারে ফাঁসির হুকুম!—প্রভাত হাসিল,—বাড়ী আপনার বোধ হয় যশোর—কেমন ঠিক কি—না?

হাঁ, বাড়ী আমার যশোরেই, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

কথায় একটু টান আছে। তা'ছাড়া অন্য কারণও আছে।

আপনি যে একেবারে হেঁয়ালি করে তুললেন, মশাই,—এ টানের কথা ত আগে কেউ কোনও দিন বলে নি, আর অন্য কারণই বা কি থাকতে পারে?

সেটা আপনাকে এখন বলা হবে না, সময় হ'লে আপনিই জানতে পারবেন।

অনুপম প্রভাতের কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। শুধু দুই জনে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল। একটু পরে অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দেশ কোথায়?

আমার দেশ?—প্রভাত পানের কৌটা হইতে একটা পান লইয়া মুখে পুরিতেছিল, সেটা মুখের মাঝে লইয়া সে বলিল, আমার দেশ এইখানেই।

এইখানে—কোথা?—কল্‌কাতা!

না কলকাতায় নয়, কলকাতার কাছেই—শ্রীরামপুর।

সেইখান থেকে যাতায়াত করেন না কি?

না থাকি শ্যামবাজার—মামার বাড়ী।

অনুপমের একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে—মামার বাড়ী থাকেন কেন—কিন্তু প্রথম পরিচয়েই ঘরের খবর জানিবার এমন কৌতূহল ভালো নয়, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

এতক্ষণ দুই জনে মৌলভী সাহেবের ঘরের সামনেই পায়চারি করিতেছিল, ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। প্রভাত এইবার ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া অনুপমকে ডাকিল, আসুন, ভিতরে আসুন।

অনুপম প্রভাতের সহিত ভিতরে গিয়া দেখিল সেখানে রীতিমত আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। চার পাঁচ খানা বেঞ্চ ও তাহার সহিত হাই-

বেঞ্চ টেবল চেয়ার—তাহারই উপর নিজেদের ইচ্ছামত বসিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পাঁচ ছয় জন তরুণ শিক্ষক আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। প্রভাতের সহিত অনুপম ঘরে ঢুকিতেই তাহারই সমবয়সী ব্যাক্‌ব্রাশ-করা-চুল একজন বলিয়া উঠিল, আসুন অনুপম বাবু, আসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের আজ!

অনুপম মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কি দিয়ে অভ্যর্থনা করা যায় আপনাকে,—সিগারেট খেয়ে থাকেন ত!

অনুপম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

আহা! দাদা আমার একেবারে বিয়ের ক'নে, লজ্জা কি! এখানে আপনি স্বচ্ছন্দে ধূম্রপান করতে পারেন, নাচ্‌তে পারেন গাইতে পারেন, যা খুশি তাই করতে পারেন, কেউ কিছু বলবার নেই।

সিগারেট আছে ত, অশোক বাবু?—প্রভাত বলিল।

ব্যাকব্রাশ-করা অশোক বাবু দুই পকেট হাতড়াইয়া দুইটা বিড়ি বাহির করিয়া একটা অনুপমের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, আজ আর দেখি সিগারেট নেই, বিড়িই ইচ্ছে করুন।

অনুপম হাত পাতিয়া বিড়ি লইল।

বাঁ হাতে মাথা রাখিয়া পাশেই বেঞ্চের উপর যে শিক্ষক কাৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি বলিয়া উঠিলেন. কি অশোক বাবু, 'ক্যান্ উই নট্ গেট্ এ কেন্?'

এই যে ললিত বাবু! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।—অশোক দ্বিতীয় বিড়িটা ললিত বাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া নিজের জন্য আর একটি পকেট হইতে বাহির করিল।

ললিত বিড়ি ধরাইয়া অনুপমের দিকে চাহিয়া বলিল, এতে আর

লজ্জা কি বলুন, অশোক বাবু আপনাকে সিগারেট দিতে না পেরে—এতে লজ্জা কি, যে চাকরি আমরা করি, যা মাইনে পাই তাতে বিড়ি খাওয়াই চলে না—তা সিগারেট !...বিয়ে করেছেন আপনি ?

অনুপম হাসিয়া বলিল, না।

তা হ'লে আপনি পারবেন।

অশোক কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনি বলতে চা'ন আমরা সিগারেট খেতে পারি না ?—এই কালও আপনাকে সিগারেট খাইয়েছি আমি, ভুলে গেলেন ললিত বাবু ?

বিড়িতে একটা টান দিয়া ললিত বলিল, এ কোন ব্যক্তি-বিশেষের কথা হচ্ছে না, অশোক, তুমি পারো তোমার মাথার উপর তোমার বাবা রয়েছেন, কলকাতায় বাড়ী রয়েছে দেশে জায়গা-জমি রয়েছে,—মাইনের টাকা তুমি সব খরচ করলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সব মাষ্টাররাই কি সিগারেট খেতে পারে, কি আয় তাদের ? 'এ্যাজ এ রুল্' তারা সিগারেট খাওয়ার বিলাস করতে পারে না,—প্রভাত কি বলো ?

তুমি বলছো—তুমিই বলো না !

ললিত অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা—রোজ তোমার ক'টা বিড়ি লাগে ঠিক করে বল ত ?

তা ২০।২৫টা হ'বে।

এরপর বন্ধুবান্ধবের দু'একটা দেওয়া আছে,—ধরো তিরিশটা। যদি বিড়ি না খেয়ে শুধু সিগারেটই খেতে তা'হ'লেও এই ত্রিশটাই লাগত ত ?

তা, লাগত বৈ কি !

তা' এই তিন প্যাকেট সিগারেটের দাম কত ?—খুব কম হ'লেও

তিন দশে তিরিশ পয়সা—সাড়ে সাত আনা—অর্থাৎ মাসে ১৪৲ হ'ত সিগারেটের খরচ,—একবার বুঝে ছাখো ব্যাপারটা!...আর তুমি মাইনে পাও যেন কত?

অনুপম এখানে নতুন আসিয়াছে—তাহার সমুখে হঠাৎ নিজের বেতনের কথা বলিতে যেন অশোকের কেমন বাধো বাধো লাগিতেছিল, সে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে তার বেতন কম, তাহার মুখখানা সহসা ম্রিয়মান হইয়া উঠিল। প্রভাত ললিতের দিকে চাহিয়া অনুপমের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, এখন থামো।

ললিত বিড়িতে শেষ টান দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, আরে থামো, থামবার কি আছে এতে! কেউ উনিশ কেউ বিশ—এই ত তফাৎ? এক হেড মাষ্টার আর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার ছাড়া আর সবার প্রায় এক দশা! গ্রাজুয়েট চল্লিশ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট তিরিশ, ম্যাট্রিক কুড়ি, এম, এ বা বি, টি হ'লে পঞ্চাশ,—এই ত আমাদের ঊর্ধ্ব সংখ্যা, এতে আর লুকোচুরি কি আছে!...নিজে চল্লিশে এ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট পেয়েছি—একটা ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে হয়েছে চুয়াল্লিশ, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কেটে নেয় ২৸৹, পাই ৪১৷৹, ঘর ভাড়া দিই ১২৲, স্কুলে আসতে ট্রাম ভাড়া আছে সেও ধরো ৫৲—এ ছাড়া যা রইল তাতে সিগারেট খেতে গেলে আর ভাত খাওয়া চলে না। শুধু সিগারেট খেয়েই থাকতে হয়। সেই কথাই আমি বলছিলাম। তবে অশোকের কথা আলাদা; ওর ত বাড়ীর ভাবনা ভাবতে হয় না!

প্রভাত কৌটা হইতে একটা পান মুখে পুরিয়া বলিল, তোমারই বা এত ভাবনা কি, টিউসন ত আছে!...ক'টা আছে আজকাল, তিনটে বুঝি?

আছে তুটো। সে আর ক'দিন, ম্যাট্রিক হয়ে গেলেই একটা

হয়ে গেল, —থাকবে শুধু একটা,—তার মানে বিশ টাকা, এই আছে বলেই রক্ষে,—নইলে ত না খেয়েই মরতে হ'ত। শ্বশুরবাড়ী থেকে চার চারটি প্রাণী এসে বসে আছেন আজ দু'মাস : শাশুড়ী আর তিনটি ছেলেমেয়ে। মেয়ের চিকিৎসে করতে এসেছেন। তার আগে বোন এসে থেকে গেল। তার আগে পূজোর তত্ত্বতল্লাস গেল। বাড়ীতে বাবার জন্য প্রতিমাসে দশটাকা না পাঠালে চলে না; আর আছ কোথা, দাদা। আমাদের উপর-ওয়ালারা—যারা ছ'সাত শ'—হাজার টাকা কামাই করেন, খরচাটা তাদের চেয়ে যে কোন দিকে কম এত আমি ভেবে পাই না। আমাদের ছেলেমেয়েরাও দুধ খেতে চায়,—কলকাতা আছি বলে আত্মীয় স্বজনেরা এসে আসন পেতে বসে, নড়তে চায় না। বন্ধুবান্ধব এলে জল খাবার আছে। লৌকিকতা করতে আমাদেরও সোনারুপো গরদের জামা কাপড় দেওয়া আছে। আয় নেই অথচ খরচ ওঁদের চেয়ে কোন দিকে আমাদের কম! টিউসনি মাঝে মাঝে দু'একটা পাওয়া যায় তাই রক্ষে।

অশোক পুবের জানালার দিক চাহিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছিল—এ সব কথার দিকে তার খেয়াল ছিল বলিয়াই মনে হয় না,—এইবার সে ললিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনি ত টিউসনের ডিপো,—আমায় একটা টিউসন দিতে পারেন, ললিত বাবু?

তুমি আবার টিউসন কি করবে,—বাপের পয়সা আছে, এ সব উঞ্ছবৃত্তি কেন করবে তুমি?

আমার দরকার আছে।

প্রভাত বলিল, আপনার ত টিউসন রয়েছে, অশোক বাবু!

সে টিউসন ছেড়ে দেবো আমি,—ওরকম টিউসন করতে চাই নে আমি।

তবে ?

একটা মেয়ে টিউসন চাই আমি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। অনুপম অশোকের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল ঃ তাহার মনে হইল সে যেন তার হোষ্টেল বা মেসের বন্ধুদের মাঝে রহিয়াছে, প্রভাতের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আবার হাসিল। প্রভাতও হাসিতে তাহার জবাব দিল। প্রভাত অশোককে বলিল, আচ্ছা অশোক বাবু, ঐ রকম একটা টিউসন পেলে আপনি টাকা না পেলেও করতে রাজী আছেন—বোধ হয় ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়—অবশ্য যুগ্যিমান্ মেয়ে হওয়া চাই।......আছে, ললিত বাবু,—দিতে পারেন এমন টিউসন্ ?

ললিত গম্ভীর হইয়া বলিল, কোন মেয়ের বাপ তোমাকে রাখবে বলো ? অমনি ব্যাক্‌ব্রাশ-করা ভ্রমরকৃষ্ণ চুল,—নব্য ছোকরা—এত বুকের পাটা কার যে তোমাকে মেয়ে পড়াতে ডাক্‌বে ? তবে কন্যা-দায়গ্রস্ত স্বজাতির কোন ভদ্রলোক বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমায় ডাক্‌তে পারেন।

অর্থাৎ মেয়েকে বিয়ে করতে ডাকবেন—পড়াতে ডাকবেন না—এই ত আপনি বলতে চান ?

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। ললিত একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,...না, একটু বয়স না হ'লে, চেহারা ভারিক্কে না হ'লে মেয়ে টিউসন সহজে পাওয়া যায় না—এই কথাই আমি বলতে চাই।

হাঁ,—সহজে পাওয়া যায় না,—সহজে—এই কথাটা বলবেন।

ললিত উত্তেজিত হইয়া বলিল, মেয়ে পড়াবেন কারা ?—এই ধরো নন্দবাবু, সত্যবাবু কি ধীরেনবাবু এরাই সব।

অশোক বলিয়া উঠিল, এদের মেয়ে পড়ানোর কোন অর্থই হয় না।

কেন ?

মেয়েদের উপর এদের কোন ইনটারেষ্টই থাকতে পারে না, ছেলে মেয়ে দুইই—এদের কাছে সমান।

সেই জন্যই ত এদের দিয়ে মেয়েদের পড়ানো উচিত।

সেই জন্যই ত এদের দিয়ে পড়ানো উচিত নয়; 'ইণ্টারে'স্ট না-থাকলে পড়ানো ভালো হ'বে কেন ?

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

একজন অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি শিক্ষক এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন, এইবার তিনি চোখ মিটমিট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যবাবুর মেয়েদের উপর ইণ্টারেস্ট নেই—বলতে চান আপনারা ?

প্রৌঢ় সত্যবাবুর নামে এখনই রসনার তৃপ্তিকর কোন যৌন-সম্পর্কিত কাহিনী সুরু হইয়া যাইবে। অনুপম এখানে নবাগত, তাহার সমুখে প্রথম দিনেই একজন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া কোন রুচি-বিগর্হিত আলোচনা হয়—প্রভাত সেটা পছন্দ করিল না, বিশেষ করিয়া—প্রভাত ও অশোক দুই জনই সত্যবাবুর ছাত্র। প্রভাত চোখের ইঙ্গিতে ধীরেনবাবু ও ললিতকে এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে অনুরোধ জানাইল। ধীরেনবাবুর ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রভাতের অনুরোধে এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে রাজী ন'ন,—কিন্তু ললিত আর উচ্চবাচ্য না করিয়া একবার ধীরেনবাবু একবার প্রভাতের দিকে তাকাইতে লাগিল।

প্রভাত অনুপমকে বলিল, এইবার চলুন।

চলুন—বলিয়া অনুপম প্রভাতের পিছু পিছু অগ্রসর হইল।

অমনি অশোক বলিয়া উঠিল—কোথায় চল্‌লেন, দাদা, এখনও যে ঘণ্টা পড়ে নি।

ঠিক সেই সময় নীচে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ওই শুনুন ঘণ্টা পড়লো।

ও ত বড় ঘণ্টা,—ছোট ঘণ্টা পড়তে আরও পাঁচ মিনিট দেরী আছে।

প্রভাত বলিল,—না ওঁকে নিয়ে একবার নীচে যেতে হ'বে—'এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্‌-মাষ্টার'-এর কাছে, উনি এখনও ওঁর ড্রয়ারের চাবি পান নি।

অনুপম অবাক্ হইয়া প্রভাতের পিছু পিছু আসিয়া বলিল ঃ

আচ্ছা লোক ত আপনি!

প্রভাত হাসিয়া বলিল, কেন মিথ্যে বলেছি আমি?···ড্রয়ারের চাবি পেয়েছেন আপনি?

না, পাই নি। সবাইকে ড্রয়ার খুলতে দেখে দু'একবার মনে হয়েছে বটে—আমারও একটা ড্রয়ার থাকবার কথা, কিন্তু আমি যে এখনও পাই নি তা' আপনি জানলেন কেমন করে?

এ জানতে কি আর বেশি বুদ্ধির দরকার হয়, অনুপমবাবু?··· সবাই ড্রয়ার খুলছে, কিন্তু আপনি খোলেন না,—ছেলেদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়ান।

প্রভাত যে তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে এত খোঁজ রাখিয়াছে—তাহা ভাবিয়া অনুপম খুশিই হইল।

নীচে নামিতে নামিতে প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগলো এদের?

ভালোই লাগলো। সব চেয়ে ভালো লাগলো একজনকে।

তাকেই শুধু আপনার ভালো লেগেছে—আর সবার সম্বন্ধে আপনার সত্যিকার মনোভাব শুধু গোপন রাখতে চা'ন—এই ত!

এত শীগগির আমি কারো সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে চাই না।

কিন্তু একজন সম্বন্ধে ত স্পষ্টই বলে ফেললেন।

সে যে নিজেই স্পষ্ট।

কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট করে প্রকাশ হ'ল—সেইটাই কি তার সত্যিকার রূপ?

ভালো লেগেছে তার অন্তরের মানুষটিকে।

প্রভাত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল: আমরা সত্যিই এবার থিয়েটার করে চলেছি যে!

অনুপমের মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল: আমি সত্যি কথাই বলছি, প্রভাতবাবু।

প্রভাত মৃদু হাসিয়া বলিল, তা আমি জানি,—কিন্তু আর প্রভাত বাবু নয়—এবার থেকে প্রভাত,—আর 'আপনি' নয় 'তুমি': অনুপম আর বাবু নয়—এবার থেকে শুধু অনুপম।

অনুপম বিস্মিত হইয়া প্রভাতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রভাত বলিল, যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়—তার সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই 'আপনা আপনি' বন্ধ করে দিই; অভ্যাস এমনি জিনিস যে শেষে অন্তরটা ভরে উঠলেও এই বাইরের খোলসটা কিছুতে ছাড়ানো যায় না।

অনুপম কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া পূর্বের মতই প্রভাতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টারের নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া যখন তাহারা উপরে আসিল তখনও ছোট ঘণ্টা পড়ে নাই;—টিচার্স কমন রুমে তখনও পূর্ণোদ্যমে মুখরোচক আলোচনা চলিয়াছে। ঘরের

বাহির হইতে শুনিয়াই প্রভাত অনুপমকে ঘরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যাও, তিন নম্বর ড্রয়ার তোমার,—ড্রয়ার খুলতে খুলতে সত্যবাবুর বক্তৃতা শোন,—বলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া কৌটা হইতে একটা পান বাহির করিল।

অনুপম ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল যে প্রৌঢ় শিক্ষকটি এ কয়েক দিন বিশেস করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—তিনিই কথা বলিতেছেন, আর নানা বয়সের শিক্ষকেরা নানা ভঙ্গীতে বসিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছেন আর প্রশংসমান্ দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সত্যবাবু বলিয়া চলিয়াছেন—

......আপনারা কি মনে করেন মেয়ের গার্জেনেরা এসব জানেন না? তাঁরা ইচ্ছে করেই অনেক সময় মেয়েদের পাঠান, পঞ্চাশ ষাট টাকার কেরাণী নিজের আয়ের হয়ত অর্ধেক খরচ করেই মেয়েকে বিবি সাজিয়ে স্কুল কলেজে পাঠিয়েছেন, মেয়েরা লেখা পড়া শিখে এখন আর তার বাবার মত আয়ের গরিব কেরাণীকে বিয়ে করতে চায় না, সকলের ইচ্ছে একটা অফিসার বা কোন বড় লোকের ছেলেকে বিয়ে করা,—তাই তারা হাণ্টিংএ বেরোয়—

গুণেনবাবু উবু হইয়া টেবিলের পাশে বেঞ্চেতে বসিয়াছিলেন,—তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাণ্টিংএ বেরোয়,—হা হা।

সত্যবাবু বলিয়া চলিলেন, আমায় বিশ্বাস করুন—আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে এই মেলাতে ইচ্ছে ক'রে 'ষ্টল-কি'পার' করে দিয়েছেন। আমি তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন, আরে মশাই জানেন ত—কত মাইনে পাই? মাত্র আশীটি মুদ্রা—মেয়েটি আই,এ পাশ করেছে—বিয়ে দেব তার বর পছন্দ হয় না, বুঝলেন না! পঞ্চাশ ষাট টাকার কেরাণীকে সে বিয়ে করতে

রাজী নয়—তার চেয়ে সে নাকি আইবুড়ো থাকবে,—আর তার মনের মত বর আনবার টাকা কোথায় বলুন—তাই যখন যেতে চাইলো তখন আর 'না' করলাম না। যা'ক-না—পারে যদি ত নিজের মনোমত পাত্র নিজেই যোগাড় করে নিক। কত বড় লোকের ছেলেরা ত এই সব মেলায় পাণ্ডাগিরি করছে—কত সব ভালো ভালো ছেলে ভলেণ্টিয়ার হয়েছে!—পারে ত একটা যোগাড় করে নি'ক, বাপের মস্তবড় একটা ভার থেকে মুক্তি দিক।

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সত্যবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, এই হচ্ছে সব অভিভাবকের মনোভাব। যে সব মেয়েরা 'ষ্টল কিপার' বা স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছে—তারা সব্বাই অমনি নির্বিঘ্নে ফিরে যাবে আপনারা মনে করেন? যে সব ছেলেরা এসে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে স্ফূর্তি করে চলে যাচ্ছে তারা সবাই বুঝি প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে মনে করেন?

মনস্কান্তবাবু বলিলেন, আপনি শুধু 'ডার্কসাইড্'টাই দেখছেন কেন? সত্যিকার সৎ-উদ্দেশ্য নিয়েও ত তারা দেশের কাজ করতে আসতে পারে?

আরে মশায় রেখে দিন আপনার দেশের কাজ, চোখের উপর দেখছি, দলে দলে ছেলে মেয়ে তাদের মেলার কাজে অবহেলা করে—এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে,—হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে,—ষ্টলে বসে কোন কোন 'পেয়ার' বা ফিস্ ফিস্ করে—কত কি গোপন কথা বলে চলেছে,—ওদিকে 'কাষ্টমার' হয়ত জিজ্ঞাসা করেও কথার জবাব পাচ্ছেন না—এ সব আপনি কি বলতে চা'ন?

খর্বকায় আর একজন প্রৌঢ় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'একজিবিশন'এ সব ছেলেমেয়েরাই যে এমনি করে বেড়াচ্ছে—এ ত আমার মনে হয়

না,—আর যে মেয়েরা এ সব করছে তাদের সকলের অভিভাবকেরই যে এতে ইসারা আছে এও মনে হয় না।

সত্যবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, নন্দবাবু, আপনি এবার 'একজিবিশন'এ গিয়েছেন ?

বিনীত ভাবে নন্দবাবু জানাইলেন, না, আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি।

আমি অন্তত দশদিন গিয়েছি—'অ্যালাস্—মাই ফ্রেণ্ড, উই আর পাষ্ট দ্যাট্ এজ', আর বিশটা বছর পিছিয়ে জন্মাতাম—তাহ'লে একবার দেখে নিতাম।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

মনস্কান্তবাবু বলিলেন, অনেক মেয়ের সাথেই কিন্তু 'এসকর্ট' থাকে, বেদাড়ায় পড়লে তাদের হাতের দু' একটা ঘা গুঁতো খেতে হয়—তা'ও খেতে রাজী ছিলেন ত ?

সত্যবাবু এইবার রাগিয়া উঠিলেন, এইবার তা'হ'লে আপনারা আমায় মাপ করবেন, কাসন্দির হাঁড়িতে এবার হাত ডুবায়,—'এসকর্ট' ! —'এসকর্ট' বলেন আপনারা কাকে ?—যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। আমি এমন সব কেস্ও জানি—যা শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন ঃ দুই বন্ধুই যুক্তি করে মেলাতে এসেছেন—দুই জনেই সঙ্গে এনেছে তাদের উপযুক্ত বোন, নিজের বোনকে বন্ধুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে নিজে বন্ধুর বোনকে নিয়ে ডুব দিলেন।

কে একজন বলিয়া উঠিলেন, বলেন কি মশায় ?

আর আপনারা আছেন কোথায় ?—লেকে বেড়াতে গিয়ে পর্যন্ত এ সব হচ্ছে। কেন—আপনাদের স্কুলের কাছেই এক বাড়ীতে ত এমনি এক কাণ্ড হ'য়ে গেল !—

এরপর সত্যবাবু গলাটা একটু নীচু করিয়া বলিলেন, এই যে পরেশ মুখুজ্জের বাড়ীর—ঐ নামজাদা ছেলেটা,—কি নাম যেন—হাঁ—নন্তু—পরেশবাবুর ভাই পো—পরেশবাবুর মেয়েকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় লেকে বেড়াতে যেত,—আর ও দিকে টালিগঞ্জ থেকে ওর এক বন্ধু তার বোনকে নিয়ে আসতো।···শেষে ধরা পড়ে গেল,···তাই নিয়ে মারামারির উপক্রম—এ পাড়ার ছেলেরা সব জানতে পেরেছিল। নন্তুকে ত পরেশবাবু বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন! কোন দিক আর দেখবেন বলুন।

সত্যবাবুর বক্তৃতা অনুপম অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। এই বয়সের লোকের 'সেক্স সাইকোলজী' সম্বন্ধে এমন কৌতূহল সে ইহার পূর্বে আর দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। বিশেষ করিয়া ভদ্রলোক একজন প্রবীণ শিক্ষক। কিন্তু অনুপম তখনই বুঝিল যারা শিক্ষক তারাও মানুষ! ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে গিয়া তারা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ত্রুটী বিচ্যুতি এড়াইয়া আসিতে পারেন নাই,—'আফটার অল দে আর হিউম্যান্'। ইহার পর সত্যবাবুর মুখে হয়ত আরও কিছু শোনা চলিত,—কিন্তু টিফিনের ঘণ্টা শেষ হইবার সঙ্কেতধ্বনি পড়িল। অনুপম ড্রয়ার হইতে প্রয়োজনীয় বই-পত্র বাহির করিতে মনোযোগ দিল। অন্যান্য মাষ্টারেরা উঠিয়া যে যার ক্লাসে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। টিচার্স কমন-রুমে—টিফিনের আসর ভঙ্গ হইল।

জানুয়ারীর শেষ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম পর্যন্ত প্রায় দুই সপ্তাহ কাল স্কুলের কাজে একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। বি, টি, পরীক্ষার্থী শিক্ষক-শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বৎসর এই সময় স্কুলে তাহাদের

শিক্ষকতার পরীক্ষা দিতে আসেন। এটা প্রাকৃটিক্যাল—অর্থাৎ হাতে কলমে। উহারা ক্লাসে পড়াইতে থাকেন—আর অধ্যাপকেরা দেখিয়া যান—কে কেমন পড়াইতেছেন। তাহাদের পড়ানো এবং ক্লাস নিয়ন্ত্রণের উপর মার্ক দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষকগণ এই সময় যথেষ্ট অবসর পান। এই সময়ে অনুপম সকল মাষ্টারের সহিতই পরিচিত হইয়া উঠিল। কখনও টিচার্স কমন-রুমে কখনও মৌলভী সাহেবের ঘরে গিয়া নানা আলোচনায় হাস্য কৌতুকে সে যোগ দেয়। টিচাস কমন-রুমে হরেনবাবু তাম্বুল-সিক্ত মুখে বিড়ি ধরাইয়া বলেন, অনুপমবাবু গানটান গাওয়া অভ্যাস আছে ?

অনুপমের মুখ একটু সলজ্জ হইয়া ওঠে ঃ আছে একটু আধটু।

সে আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি,...হা, হা, হা,—লুকাবেন কোথায় ? ও সব দেখা আমাদের অভ্যাস আছে। বাড়ীতে উনি—মানে আমার স্ত্রীর কথা বলছি—ওঁর এদিকে বড় ঝোঁক।...হাঁ, কি বলছিলাম,—চেহারা দেখে বুঝা যায় কে গান গাইতে পারে,—আর শুধু গান কেন,—যে কোন শিল্পই,—শিল্পীর চেহারা দেখে বুঝা যায়।

অনুপম মাথা নাড়িয়া জানাইল, তা যায় বই কি !

হরেনবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, তবে শুনুন—একবার ষ্টীমারে আসছি ওকে নিয়ে দেশ থেকে, মেয়েরা ত আধ-ঘণ্টার মাঝেই ওর সাথে ভাব জমিয়ে তুললে। স্কুল কলেজের অনেক ছেলেরাও এসে কেউ ডাকে দিদি, কেউ বৌদি, হা, হা, হা,—আর সবার জায়গার কত অনটন, কিন্তু ওর কিছু অসুবিধে হয় নি, কলকাতায় এসে যখন সবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'ল—তখন অনেকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। হা, হা—হা তাই বলছিলাম,...সেবার ষ্টীমারে

আসতে সবাই এসে ধরলে ওকে গান গাইতে হ'বে—ব'লে : একটা গান গাইতে হ'বে আপনাকে !

আমার স্ত্রী ত হেসে বলে, আমি গান গাইতে পারি, কে বললে আপনাদের ?

ওরা বলে, আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে।

ব্যাপার দেখুন, অনুপমবাবু, ধরে ফেলেছে ওরা। আমার স্ত্রী ত আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কি গো, কি করা যায় বলত ?

বল্লাম শুনাও একখানা,—ধরেছেন যখন ওরা।

গান ত শুনাবেন,—কিন্তু হারমোনিয়ম কোথা ?—খোঁজো হারমোনিয়ম। শেষে খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল হারমোনিয়ম।—এক ভদ্রলোক আসামে চা-বাগানে চাকরি করেন, তিনি একটা হারমোনিয়ম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার কাছ থেকে চেয়ে আনা হ'ল। ভদ্রলোক হারমোনিয়ম দিয়ে গান শুনবেন বলে—এগিয়ে এসে বসলেন—আমারই বিছানায়।

জিজ্ঞাসা করেন, কে গান গাইবেন ?

বললাম, আমার পরিবার,···হা, হা।···তাই বলছিলাম অনুপমবাবু, যারা বোদ্ধা তারা চেহারা দেখেই চিনে ফেলতে পারে, হা, হা।

অনুপম বলিল, আমি কিন্তু বৌদির মত অমন গুণী নই,—কোন মতে নিজের খেয়াল মিটাতে কখনও সখনও একটু আধটু গান গাই।

ও সব চালাকি চলছে না, যেতে হ'বে একদিন আমাদের ওখানে। আপনার গল্প করেছি আমি বাড়ীতে, একদিন নিয়ে যেতে বলেছে। এইবার গানের কথা শুনলে আর সবুর সইবে না।

আপনি ত মহাফ্যাসাদে ফেললেন আমাকে।

এইবার সত্যবাবু ও নন্দবাবু টিচার্স কমন-রুমে ঢুকিলেন, হরেনবাবু চোখের ইসারায় অনুপমকে চুপ করিতে অনুরোধ জানাইয়া প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া দিলেন, মেসে কত খরচ পড়ে আপনার?

তা' প্রায় ২২৲।২৩৲ হ'বে।

সীট রেণ্ট কত দিতে হয়?

আট টাকা।

তা হ'বেই ত যে দিনকাল পড়েছে, আমাদের সময় কিন্তু অত সীট্‌রেণ্ট লাগত না।

অনুপম হাসিয়া বলিল, কম রেণ্টের সীট্ এখনও পাওয়া যায়,—কিন্তু তাতে অনেক লোকের সাথে বসবাস করতে হয়, আমি আবার লোকের ঝামেলা তেমন পছন্দ করি না। এখানে বড় স্কোয়ারের সামনে—পুব-দক্ষিণ খোলা—দোতালার ডবল সীটেড্ ঘর,—রুমমেট্‌টি আমারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিয়ে করেন নি নিশ্চয়!

না, সে সৌভাগ্য হয় নি।

হা, হা, হা,—সে আমি কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। বিয়ে করলে—

বিয়ে করলে আর অমন বিলাস করে' মেসে থাকতে পারতাম না, এই ত!—বলিয়া অনুপমও একটু হাসিল,—তা' সত্যই বলেছেন?

বাড়ীতে কে কে আছেন?

পিসীমা, এক বোন, আর এক ঠাকুরমা।

এখানে বাসা করুন না, রেল লাইনের উপরে আমরা যেখানে আছি। বাড়ী ভাড়াও বেশ সস্তা। মেসে ত আপনার কম খরচা

পড়ে না। তা ছাড়া—ট্রেণভাড়া, ট্রামভাড়া আছে।, বাসা করাই ভালো আপনার। তা ছাড়া টিউসন করারও সুবিধা হবে আপনার এদিকে থেকে।

ছোট বোন নিরুপমার কথা অনুপম ভোলে নাই; তাহাকে কলিকাতা আনিয়া লেখাপড়া শিখাইবার কথা। তাই হরেন বাবুর কথার উত্তরে সে বলিল, বাসাই আমি করবো, দিন না দেখে শুনে অল্প ভাড়ার ছোট্ট একখানা বাড়ী,—দু'টো ঘর হ'লেই চলবে।

বেশ ত একদিন আসুনই না আমাদের এ দিকে, বৌদির হাতের এক কাপ চা খেয়ে চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখবেন: ছোট-খাটো অনেক বাড়ী আছে. তা ছাড়া অন্য গৃহস্থের সঙ্গে থাকলে এক খানা দুখানা ঘর, খোলার বাড়ী, গোলপাতায় ছাওয়া ছোট মেটে-বাড়ী—অনেক রকমের কিছু দেখতে পাবেন।

এ দিকে নন্দবাবুর সহিত সত্যবাবুর কথা শেষ হইয়াছে, তিনি হরেনবাবু ও অনুপমকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনারা অনেক রকম কিছু ত দেখতে পাচ্ছেন, একবার আপনাদের নিজেদের স্কুলটাও ঘুরে ফিরে দেখুন,—এখানেও অনেক রকম কিছু দেখতে পাবেন।

হরেনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে বলিলেন, কেন কি হয়েছে, ছেলেরা সব গোলমাল সুরু করে দিয়েছে বুঝি?

কি—নন্দবাবু, বলুন না মশায়।

নন্দ বাবু অদ্ভুত ভাবে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

সত্যবাবু তখন নিজেই বলিলেন, আরে মশায়, আপনাদের ছাত্রেরা যে সব মাষ্টার মশায়দের নতুন করে ব্যাকরণের সূত্র শিখিয়ে দিচ্ছে!

কি রকম!

এইবার নন্দবাবু মুখ খুলিলেন: বলছি শুনুন,—সত্যবাবু আর আমি ক্লাস সুপারভিশন করে বেড়াচ্ছি—এমন সময় ক্লাস সেভেন্ বি থেকে একজন মাষ্টার মশায়, মুসলমান ভদ্রলোক, এসে বললেন একবার অনুগ্রহ করে আমাদের ওদিকে আসবেন। ছেলেরা বড়—। সত্যবাবু আমাকে—চলুন ত নন্দবাবু,—ব'লে ধরে নিয়ে গেলেন—

হরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা'ত গেলেন, কিন্তু কি হ'ল তাই বলুন!

নন্দবাবু আবার সেইরূপ ঠোঁট বুজিয়া অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিলেন, একটু ধৈর্য ধরুন। তারপর ঠোঁট বুজিয়া আবার সেইরূপ হাসিলেন—।

বলুন, বলুন।

নন্দবাবু ঠোঁট খুলিয়া বলিলেন, আমরা ক্লাসের সামনে যেতেই সব চুপ,—যেন কেউ কিছু জানে না।

কিন্তু কি হ'ল তা'ত কিছু বল্‌লেন না?

আপনি বড়ই 'ইম্‌প্যাসাণ্ট'—শুনুন, প্রথমে ভাবলাম মনিটারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যা'ক, কিন্তু ভেবে দেখলাম—সে অনেক কথা লুকাবে। তখন মুসলমান ভদ্রলোকের পার্টনার সুহৃদ্‌বাবুকে ডাকা হ'ল,—সুহৃদ্‌বাবুকে আপনি চেনেন ত—আমাদের—

হাঁ চিনি, আপনি বলুন।

মুসলমান ভদ্রলোক ক্লাসে গিয়ে বসলেন। সুহৃদ্‌বাবু বাইরে এসে বিরক্তির হাসি হেসে বললেন: কি সব ছেলে আপনাদের মশায়, আমরা পাড়াগাঁয়ের ইস্কুল থেকে এসেছি, এমন সব কোনও দিন দেখি নি,... ঐ, ঐ যে ছেলেটা—ফর্সাপানা,—ব্লেজারের কোট পরে

এসেছে—ও উঠে আজগার আলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা সার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—

কি ?

আচ্ছা সবই ত বুঝলাম সার,—কিন্তু,—সার, বিটি শব্দটা 'মাস্‌কুলাইন' না 'ফেমিনাইন্' ?

আলি সাহেবের মুখে ত একেবারে কথা নেই। পাশের ছেলেটা অমনি ওর কোট ধরে টানতে টানতে বল্লে, ওরে বস্ বস্, ও আর মাষ্টারকে কি জিজ্ঞেস করবি—আমি বলে দিচ্ছি—বিটি অর্থাৎ বেটী—স্ত্রীলিঙ্গ,—পুংলিঙ্গে বেটা—জানিস্ নে। অমনি পেছন থেকে মাথা নীচু করে আস্তে কে বলে উঠলে, 'গুড হেভন্‌স্' এমন দাঁড়ী-ওয়ালা বেটীকে কোন বেটা বিয়ে করবে রে! অমনি সারা ক্লাসে কি হাসি! কে একজন আবার—ঠিক ধরতে পারলাম না—সেই গোলমালের মাঝে বলে উঠলো,—আপনাদের বেটাকে পাঠিয়ে দেবেন, সার, আপনারা যান,—বিটিদের কাছে আমরা পড়ি না—।........ এই ত ব্যাপার, এখন কি করা যায় বলুন ত!

হরেনবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, কি করলেন আপনারা?

ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হচ্ছে!—এখনও কিছু হয়নি?—কেন, আপনারা কেউ গিয়ে ছেলেগুলিকে ধরে' আচ্ছা ক'রে বেত লাগাতে পারলেন না?

নন্দবাবু আবার ঠোঁট চাপিয়া হাসিলেন,—তারপর বলিলেন, হরেনবাবু এ স্কুলে আপনার ক'বছর হ'ল ?

তা হ'ল—দশ এগার বছর হবে।

তাহ'লে এমন কথা আপনার মুখ দিয়ে বের হ'ল কি করে? এক হেড মাষ্টার ছাড়া কি কেউ বেত মারতে পারেন ?

ক্রোধে বিরক্তিতে হরেনবাবুর মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল : যাক অধঃপাতে যাক,—এ স্কুল একেবারে গেছে !

নন্দবাবু আবার ঠোঁট চাপিয়া হাসিলেন : এ 'ডিপার্টমেণ্টাল্' হরেনবাবু,—এতদিন মাষ্টারী করেও একথা ভুলে যাচ্ছেন—সব স্কুলেরই এই আইন,—আইনতঃ হেড্‌মাষ্টার ছাড়া আর কেউ বেত মারতে পারেন না।

হরেনবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, বেশ ত হেড্‌মাষ্টারের নোটিশে এনে তাঁকে দিয়েই বেত খাওয়ান।.........তারপর হঠাৎ নিরুৎসাহ হইয়া বিকৃত ভঙ্গীতে বলিলেন, তাঁর ত আবার বেত হাতে করতেই গা কাঁপে,—গত দুই বছরের মাঝে একবার বেত হাতে করতে দেখলাম না তাঁকে........

প্রভাত আসিয়া টিচার্স কমন রুমের সামনে দু'একবার পায়চারি করিতেই অনুপম ইঙ্গিত বুঝিয়া উঠিয়া গেল।

কি কি হচ্ছিল এতক্ষণ এখানে ?

সে অনেক ব্যাপার—এক কথায় কি বলব।

তবুও !

স্কুলের ছেলেদের গুণপনা শুনলাম......

সে ত নিজেও কিছু কিছু দেখছ—আরও দেখবে এ আর নতুন কথা কি ?

হরেন বাবু তার বউয়ের গল্প করলেন—তিনি কেমন গাইতে পারেন।

প্রভাত হাসিতে লাগিল : ভদ্রলোকের ঐ এক রোগ—সুযোগ পেলেই বউয়ের গল্প।

অনুপমও হাসিল, আমি আবার নিমন্ত্রণ পেলাম তার বাড়ীতে যেতে।

প্রভাত একটু যেন চমকাইয়া উঠিল ঃ হঠাৎ !

আমার গল্প করেছেন না কি বাড়ীতে,—তিনি না কি নিয়ে যেতে বলেছেন, আর...অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল, আর আমাকে না কি গান গাইতে হ'বে !

প্রভাত বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি গান গাইতে পারো না কি !—কই আমি ত তা—

তুমি এর মাঝে আমার সম্বন্ধে সবই জেনে ফেলেছ মনে করো—না কি ?

দু জনাই হাসিতে লাগিল।

প্রভাত বলিল, না, তা ত না-ই বরং তার বিপরীত। তোমার বোনের সম্বন্ধে একদিন বলবে বলেছিলে—তাও এ পর্যন্ত বলো নি !

মুখে আর বলবো কি—দেখতেই পাবে এবার তাকে।

তা'লে শীগগিরই বাসা করবে ঠিক করে ফেল্‌লে ?

কি আর করি বলো,—তোমরা সবাই যখন ধরেছ।

সবাই কে ? আমি ত বলেছি, আর কে ?

হরেন বাবুও বলছিলেন। ওঁদের পাড়ায় না কি সস্তায় ভালো বাড়ী পাওয়া যায়।

তুমি লাইনের ওপারে যাবে না কি ?

সস্তায় সুবিধে বাড়ী পাওয়া গেলে—ক্ষতি কি ?

প্রভাত আর কোন জবাব দিল না। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল—অনুপমের এ কাজ সে অনুমোদন করে না।

দুইজন পায়চারি করিয়া কথা বলিতে বলিতে এইবার মৌলভী সাহেবের ঘরে আসিয়া পড়িল। মৌলভীর সহিত অনুপমের নতুন আলাপ, বয়স কাছাকাছি বলিয়া পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া বন্ধুত্ব হইতে

চলিয়াছে। ঘরে ঢুকিতে তফাৎ হইতে অনুপম বলিল, আদাব—মৌলভী সাহেব।

মৌলভী বলিল, আসুন আসুন নমস্কার!···এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আপনারা না এলে সভা জমছেই না!

অশোক অনুপমকে আপ্যায়ন করিয়া কহিল, আসুন দাদা এইদিকে আসুন, জানালা খোলা আছে।

প্রভাত বলিল, জানালা খোলা থাকলে কি হয় অশোক বাবু?

সে সব আপনি বুঝবেন না। ব্রহ্মচারী মানুষ আপনি, দাদা আসুন।

অনুপম অশোকের নিকট গেলে—একটা সিগারেট বাহির করিয়া দিয়া বলিল, আজ আর বিড়ি নয়'—একেবারে সিগারেট—ক্যাভেণ্ডার! তারপর নিজেও একটা বাহির করিল। দিয়াশালাই জ্বালাইয়া অনুপমের সিগারেট ধরাইয়া বলিল, নিন, এবার আইজ্ ফ্রণ্ট।

অনুপম হাসিয়া জানলার দিকে তাকাইতেই দেখিল—অনতি-দূরে একখানা বাড়ীর দোতালার ঘরে বিশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কয়েকটী মেয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করিয়া—পশ্চিমের দুইটি জানালা খুলিয়া রৌদ্রে গা দিয়া গল্প করিতেছে; কেহ বা শুইয়া নভেল পড়িতেছে।

উহাদের কেহ কেহ মাঝে মাঝে এদিকে তাকাইতেছে। অনুপম তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়াই মুখ অন্যদিকে ফিরাইল।

অশোক সবাইকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখেছেন আপনারা দাদা কেমন সেয়ানা?

অনুপম অপ্রতিভ হইয়া অশোকের দিকে তাকাইল।

হাঁ, হাঁ,—ঠিকই করেছেন চোখ ফিরিয়ে নিয়ে।—বেশিক্ষণ একদৃষ্টে

চেয়ে থাকলে ওরা জানালা বন্ধ করে দেবে। বাড়ীতে আবার এক বুড়ী আছে—ভারী কড়া। বোধ হয় এখন নীচে খাওয়াদাওয়া করছে। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের হাল চাল একেবারে বদলে যাবে। একজনও আর এদিকে তাকাবে না,—হয়ত বা একটা জানালা বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

প্রভাত নতুন করিয়া একটা পান মুখে দিতেছিল, অশোকের কথা শুনিয়া তাহার অর্দ্ধেকটা মুখে পুরিয়াই হাসিয়া উঠিল : 'এ রিমার্কেবল স্টাডি,' অশোক বাবু!

নিশ্চয়ই! 'অবজারবেশন' চাই, বুঝলেন।

সবাই হাসিতে লাগিল।

অশোক অনুপমকে হাতের ইঙ্গিতে ডাকিয়া বলিল, আসুন—তাকান দেখি এদিকে।

অনুপম অশোকের নির্দিষ্ট দূরের একখানা বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

কৈ না।

মৌলভী বলিল, ও সব আপনার দৃষ্টিতে পড়বে না অনুপম বাবু,—অশোক বাবুর মত সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা চাই।

অশোক কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, ও সব বাজে কথা অনুপম বাবু, ভালো করে তাকিয়ে বলুন—কি দেখতে পাচ্ছেন?

কৈ কিছুই না, কেবল কয়েকখানা কাপড় ঝুলছে—শুকুতে দেওয়া।

কি কাপড়?

দু' খানা ধুতী,...আর ছ'খানা সাড়ী।

তার মাঝে রঙীন ক' খানা?

পাঁচ খানা।

তা'লে, বুঝুন ছ'জন মেয়ে লোক —ও বাড়ীতে, তার একটা বুড়ী আর পাঁচটা ছুড়ী।

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, শুধু ললিত গম্ভীর হইয়া রহিল। একটু পরে সে বলিল, এতটা ভালো নয়, অশোক বাবু, মাষ্টারি করতে এসে......যাই হ'ক একটা সীমা থাকা উচিত!

অশোক সে সব কথা গায়েই মাখিল না। সে হাসিয়া ললিতকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি একবার সন্ন্যেসী হয়েছিলেন—না ললিত বাবু?

হাঁ, হয়েছিলাম ত!

ডোর কৌপীন পরেছিলেন না?

হাঁ, পরেছিলাম বৈ কি!

তা' লে আপনার এ ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমরা ত কেউ ডোর কৌপীন পরি নি, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের এ আলোচনা ভালোই লাগে।

মৌলভী অশোকের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছাড়ান দিন অশোক বাবু ছাড়ান দিন,—কি সব তুচ্ছ কথা নিয়ে আপনারা গোলমাল করতে লেগেছেন।......ইয়ং ম্যান সব—নিজেদের মাঝে কত সব রসের কথা আলোচনা করেই থাকে। এতে দোষ কি!

অশোক মৌলভীর কথায় জবাব না দিয়া ললিতকেই উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, সারা বছরই ত গাধার খাটুনী, এর মাঝে মাত্র এই কয়টা দিন একটু বিশ্রাম। আপনি কি মনে করেন এ কয়টা দিন আপনি মৌলভীর ঘরে একটা কঠোপনিষদের ক্লাস খুলে বসবেন?

প্রভাত পান চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিতেছিল, এইবার

সে অশোকের পিঠে হাত দিয়া বলিল, থামুন অশোকবাবু, থামুন—একটা সামান্য কথা নিয়ে—।

কিন্তু অশোক থামিলেও ললিত থামিল না। সে বলিল, ঐ রকম একটা কিছু নিয়ে আলোচনাই আমাদের হওয়া উচিত। এত গুলি ছেলের শিক্ষা আর চরিত্র-গঠনের ভার আমাদের উপর। আমরাই যদি সারাদিন এই সব নিয়ে থাকি, তা' হ'লে ছেলেদের কি করে রুখবো আমরা ?

অশোক হাসিয়া উঠিল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ললিতবাবু, এটা কো-এজুকেশানের যুগ। এখনকার রীতি হচ্ছে ছেলেমেয়ে সব এক সাথে বসে লেখাপড়া করবে,—দূরে থেকেই ত যত অনর্থ।...এই দেখুন না,—আপনি বিয়ে করেছেন,—একটা নারীর সাহচর্য আপনি পেয়েছেন, একটি ছেলেও আপনার হয়েছে। মেয়েদের নিয়ে কৌতূহল—আপনার থেমে গেছে, একেবারে থেমে না যা'ক কমে গেছে,—আপনি তাই কঠোপনিষদের ক্লাস খুলতে চাইছেন,—কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নারী রয়েছে এখনও অনেক দূরে—তাই আমাদের এত কৌতূহল।

সবাই হাসিতে লাগিল।

ললিত গম্ভীর হইয়া বলিল, আমাদের বলে' সবাইকে জড়াবেন না, বলুন—আমার।

সবাই বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথা যদি বলেন, তবে দেখবেন আমার কথাই ঠিক। আমাদের কর্তৃপক্ষের কারো সম্বন্ধে বলবার আমার সাহস নেই, তাদের কানে গেলে চাকরি খতম হ'য়ে যেতে পারে,—কিন্তু আমাদের উপরে যারা চাকরি করেন—তা'দের সম্বন্ধেও নানা কথা আমাদের জানা আছে,...শুনতে চা'ন দু' একটা ?

সকলের মুখেই একটা কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্কের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

অশোক কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, আর সবার কথা ছাড়ান দিন....আপনিই এই মৌলভী সাহেবের ঘরে বসে ছ'মাস আগে আপনার নিজের সম্বন্ধে যে কাহিনীটা বলেছিলেন—এর মাঝেই তা' ভুলে গেলে চলবে কেন?......আমরা যে তা এখনও ভুলি নি!... তেতালার ছাদে একখানা মাত্র ঘরে—নিরালায় সেই ম্যাট্রিক ক্যাণ্ডিডেট্—উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েটিকে পড়াতে গিয়ে·····কি, মনে পড়ে না?

ললিত এইবার আর কোন উত্তর দিল না, মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল।

অনুপম কেমন যেন একটা বেদনা বোধ করিতে লাগিল। এখানে যত সব তরুণ এক সঙ্গে কাজ করে—অথচ তাহাদের মাঝে একটা সম্প্রীতি থাকিলে—মিলিয়া মিশিয়া স্কুলের ভালোর জন্য অনেক কিছু কাজ করা সম্ভব হয়,—আজ তাহার প্রথম মনে হইল তাহার তরুণ সহযোগীদের লইয়া সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার যে স্বপ্ন সে এতদিন দেখিতেছিল তাহা হয় ত তাহার সফল হইবে না।

প্রভাত তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, কি হে তুমি অমন মুসড়ে পড়লে কেন? তোমার সঙ্গে ত কেউ ঝগড়া করে নি।

অনুপম একটু ম্লান হাসি হাসিল।

মৌলভী বলিল, না, না—অমন মন-মরা হয়ে থাকলে সব চলবে না, সব আনন্দ করুণ।···অশোক বাবু, আস্তে আস্তে একখানা গান হ'ক, একখানা গজল কি ঠুংরী হ'ক।

হীরেন বাবু এতক্ষণ একপাশে বসিয়া পাণিনি উল্টাইতে-ছিলেন। তিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক। তিনি বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, হাঁ,—এইবার একটা গানই হ'ক, আর ঝগড়ায়—কাজ নেই।

অশোক হাসিয়া বলিল, আচ্ছা লোক ত আপনি, এর মাঝেও পরীক্ষার পড়া পড়ছিলেন আপনি?—ছাত্র বটে!···এবার থেকে নিয়ম করা হ'বে এখানে এসে কেউ বই পড়তে পাবে না।

হীরেন বাবুও হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে,—এইবার একখানা গান হ'ক।

অশোক গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আর গানের মুড্ নেই আমার, আর কেউ গান—।

মৌলভী বলিল, আর আবার কে গান গাইতে পারেন?

প্রভাত বাবু বরং একটা আবৃত্তি শোনান।

প্রভাত হাসিয়া বলিল, তার চেয়ে আপনি একটি ফারসী গজল শোনান না কেন? তারপর অনুপমের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—আপনারা আর এক খবর জানেন না নিশ্চয়, আপনাদের নতুন বন্ধু অনুপম বাবু সুন্দর গান গাইতে পারেন, এর মধ্যে তিনি গান গাইবার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত পেয়েছেন।

চারিদিক হইতে অমনি শব্দ হইল, তাই নাকি, তাই নাকি... আমাদের সৌভাগ্য! তা'লে অনুপম বাবু একখানা মধুর গান গেয়ে —আমাদের আপ্যায়িত করুন, এতক্ষণের বাক্ বিতণ্ডার সমস্ত গ্লানি তিনি সুরের ঝরণা ধারায় একেবারে ধুইয়ে দিন—

শেষের কথাগুলি মৌলভী বলিল। সুযোগ পাইলেই সে একটু কবিতার বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে।

অনুপম বলিল, আপনি যে একেবারে কবি, মৌলভী সাহেব।

মৌলভী হাসিতে লাগিল।

অনুপম গান গাহিতে আরম্ভ করিবে—এমন সময় ললিত কবজী ঘুরাইয়া হাত ঘড়ি দেখাইয়া বলিল, আমার এবার উঠ্‌তে হবে, ক্লাস আছে।

ক্লাস?

হাঁ, বি, টি-রা আবার ক্লাস—নাইন্, টেন্ আর থ্রি নিচ্ছেন না, কি না, —আমার এখন ক্লাস্ নাইন্ আছে।

একটা কথা আছে গানের প্রারম্ভেই কেহ আসর ত্যাগ করিয়া গেলে গান আর তেমন জমে না, কিন্তু অনুপমের ভাগ্য ভালো—মৌলভী সাহেবের ঘরে সেদিন তার নতুন বন্ধুরা তার গান ভালোই শুনিয়াছিল এবং এ তক্ষণের বাক্ বিতণ্ডার তিক্ততা সবার মন হইতে সত্যই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারীর কিছুদিন হইলেই—বি, টি,—পরীক্ষার্থী শিক্ষকেরা চলিয়া গেলেন, আবার কাজের চাপ পড়িল। আগের চেয়ে চাপ আরও বেশি। ক্লাস্ এইটের যে সেক্‌সানটা আগে ছাত্রাভাবে খোলা হয় নাই, ইহার মাঝে অনেক ছাত্র ভর্তি হওয়ায় সে সেক্‌সান খোলা হইল, সুতরাং অনুপমের সে পিরিয়ডের লিজার মারা গেল। তাহা ছাড়া—যে পিরিয়ড তার স্থায়ী ভাবে 'লিজার' ছিল তাহাও সে ভোগ করিতে পারিতেছিল না ঃ সত্যবাবুর অসুখ করিয়াছে, দীর্ঘকাল তিনি স্কুলে আসিতে পারিবেন না—কঠিন বাতব্যাধি। তাহা ছাড়া নিয়মিত ভাবে আরও তিন চারজন অনুপস্থিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং অবসর এক প্রকার নাই-ই। মৌলভীর ঘরে

টিফিনের পিরিয়ড ছাড়া আর অন্য সময়ে আড্ডা দিবার সুযোগ ঘটে না। ললিত আর বড় মৌলভীর ঘরে আসে না, আসিলেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকে এবং হীরেন বাবু—শ্রীরামকৃষ্ণ বড় না স্বামী বিবেকানন্দ বড়, শঙ্করাচার্য ও চৈতন্যের মাঝে সমাজ সংস্কারক হিসাবে কে বড় ছিলেন এই সব আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সব আলোচনাগুলি যদি উপযুক্ত গাম্ভীর্যের সহিত আরম্ভ হইত তাহা হইলে কোন কথাই ছিলনা। প্রসঙ্গ উত্থাপনের ভঙ্গীতেই ললিতের প্রতি এমন একটা কটাক্ষ থাকে যে ললিত যে কোন একটা অজুহাতে ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

ললিত চলিয়া গেলেই তরুণ শিক্ষক মহলে একটা উল্লাসের সাড়া পড়ে, অনুপমের মনটা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু অশোক তাহার সহজ সরল ব্যবহারে তখনই তাহার মনের মেঘ কাটাইয়া দেয় :

প্রেমে পড়েছেন দাদা, ও অনুপমদা, শুনেছেন...এপর্য্যন্ত ক'টা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেন, বলুন। আমাদের এখানে নিয়মই আছে যে···যিনি আমাদের এই সভার সভ্য হবেন নিজের জীবনের কাহিনী অকপটে তাকে বলতে হবে, নইলে এখান থেকে তাকে টিচার্স কমন-রুমে নির্বাসন দেওয়া হবে।

শুনিয়া অনুপম হাসে।

শুধু হেসে কর্তব্য শেষ করলে চলবে না, বলতে হবে।

আচ্ছা সে হবে একদিন, দু' মিনিটে প্রেমের গল্প কি শুনবেন ?

প্রভাত অনুপমের দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া হাসে...অর্থাৎ তোমার জীবনে এও আছে না কি ?

অনুপম বলে, কার জীবনে নেই, ভাই,···কেউ বা বলে কেউ

বলে না,—কারো বা অঙ্কুরেই শেষ হ'য়ে গেছে,—কারো আবার বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে। তুমিই সত্যি করে বলো দেখি, তোমার জীবনে কি কিছুই ঘটে নি?

প্রভাত হাসিতে থাকে।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক নতুন মাষ্টার কয়েক দিন ধরিয়া এখানে বসিতেছে। নাম পরিমল চন্দ্র। ধীরেন বাবুর হাঁপানি বাড়িয়াছে, তিনি এক মাসের ছুটি লইয়াছেন, তাহারই—সাবষ্টিটিউট। বড় শান্ত প্রকৃতির লোক। এইবার আক্রমণ হইল তাহার উপর।

পরিমল বাবু, আপনিই বলুন!

পরিমল বাবু প্রথম প্রথম আমতা আমতা করিল। অশোক বলিল, যদি না বলেন—তা'লে এইত শীর্ণ শরীর আপনার...আমরা সবাই মিলে পিষে মেরে ফেলব আপনাকে।

পরিমলকে বাধ্য হইয়া শেষে আরম্ভ করিতে হয়...

গত বৎসর কলিকাতা হইতে কয়েক ষ্টেশন দূরে এক পাড়াগাঁয়ে পরিমল মাষ্টারি করিতে গিয়াছিল। সেখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পরিমলের থাকার জায়গা হয়, অথচ একেবারে নিঃস্বার্থভাবে নয়। বাড়ীর দশ এগার বছরের একটি ছেলে এবং তার বোন সতেরো বছরের এক দিদিকে পড়াইতে হইত। মেয়েটির নাম অতসী।... পরিমলের কাহিনী এই অতসীকে লইয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া পরিমল আর গুছাইয়া বলিতে পারে না। সে বলিতে চায় অতসী আর তার মাঝে প্রেম ঘনাইয়া আসিতেছিল; অন্তত তাহার এইরূপ বিশ্বাস। অতসী তাহাকে নিজে হাতে চা তৈরী করিয়া খাওয়াইত।

অশোক হাসিয়া বলে, অমনি হয়ে গেল প্রেম,—আর কিছু নয়।

পরিমল বলে, না আরও আছে।

তাই বলুন।

যখন আমি চলে আসি...তখন নিজে হাতে তৈরী করে সে আমাকে দু'খানা রুমাল দিয়েছে।

সবাই হাসিতে থাকে। অশোক বলে, আপনি একেবারেই বাছুর, পরিমলবাবু, আমি হ'লে কি করতাম জানেন?

কি?

তবে শুনুন,...আমিও প্রথমে অমনি বিহারে প্রথমে মাষ্টারি করতে গিয়েছিলাম। সেখানে মাষ্টারদের কেমন ভক্তি করে...আপনারা বাংলাদেশে তার কল্পনাও করতে পারবেন না। সেখানে আমারও জুটলো ঠিক অমনি এক টিউসন, তবে মেয়েটার সঙ্গে ভাই একটা নয়, দুইটা। মেয়েটার নাম সাধনা।

ইহার পর সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া অশোক এমন সব অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী বলিয়া যায় যাহা শুনিতে ভালোই লাগে কিন্তু বিশ্বাস করিতে বাধে। ছেলে মেয়েদের পরস্পর মেলামিশার সুযোগ অবশ্য অনেক হইয়াছে...কিন্তু এতটা গড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কাহিনী শেষ করিয়া অশোক বলে, তার ছবি ও চিঠি আমার বাক্সে এখনও আছে, ইচ্ছে করলে আমার বাড়ীতে গিয়ে আপনারা দেখতে পারেন।...এই হ'ল এক নম্বর।

দুই নম্বর শিমূলতলা। সেবার শিমূলতলা আমাদের বাড়ী তৈরী হচ্ছিল; আমরা তারই পাশে বাড়ী ভাড়া করে ছিলাম। কিছু দিন থাকার পর বাবা মা আর আমার ছোট ভাইকে নিয়ে তাঁর কর্মস্থলেতে চলে গেলেন, বাড়ী সারা করবার জন্য একটা চাকরকে নিয়ে আমিই শুধু রইলাম।...এমনি সময় রেণুর সঙ্গে দেখা...রেণু অর্থাৎ রেণুকা রায়—

তারপর অশোক আরম্ভ করিল—তাহাদের—পূর্বরাগ, মিলন, জোৎস্না রাত্রে ভ্রমণ, প্রভাতে বেড়াইবার ছলে অশোকের নির্জন ঘরে রেণুর অভিসার,...এক নম্বরের চেয়ে আরও বেশি বিস্ময়কর কাহিনী।

সকলেই অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। অনুপম অনেক বন্ধুর কাছেই প্রেমের কাহিনী শুনিয়াছে বটে কিন্তু এমন কুণ্ঠাহীন অকপট বর্ণনা কাহারও মুখে শুনে নাই। প্রভাত বলিল, এমনি আর কত নম্বর আছে, অশোকবাবু ?

ছোট বড় সব রকম নিয়ে—তা' প্রায় দশ এগার নম্বর হবে বই কি !...তার পর শুনুন তিন নম্বর—

কিন্তু তিন নম্বর আর অনুপমের শোনা হইল না, টিফিন শেষ হওয়ার 'ওয়ার্ণিং বেল্' পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্শিয়ান ক্লাসের রুদ্ধ দরজার বাহির হইতে কে ডাকিল, অনুপমবাবু আছেন ?

দরজা খুলিয়া অনুপম দেখিল—হরেনবাবু :

কে হরেনদা, কি খবর ?

ব্যস্ত আছেন ?

না।

একটু কাজ ছিল।

বেশ ত, দাঁড়ান, আমি এখনই আসছি—বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনুপম অশোককে বলিল, অশোকবাবু, আপনার তিন নম্বর আজ থা'ক—কাল হ'বে, নইলে শুনতে পাব না আমি।

প্রভাত ভ্রূভঙ্গী করিয়া মৃদু হাসিয়া অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন শুনলে ?

চমৎকার ! আরও কয়েক নম্বর শোনার পর অশোকবাবুকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখবার চেষ্টা করব মনে করছি।

দেখলে ত—তোমার ভাববার কিছু দরকার নেই,—উপস্থিত বুদ্ধিমত যা মনে আসে গুছিয়ে বলে ফেলতে পারলেই তোমার প্রেমের কাহিনী বলা হ'য়ে যাবে—নিজের সত্যিকার কথা প্রকাশ করবার আর দরকার হ'বে না।

অশোক সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, আপনি কি তবে বলতে চা'ন—আমি সব মিথ্যে বলছি ?

অনুপম বাহির হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, না, না, আপনার একটা কথাও মিথ্যা নয়, ওরা সব মিথ্যা বলে না শোনেন, আমি শুনবো—আজ আর নয় কিন্তু—।

হরেনবাবু বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অনুপম আসিলেই বলিলেন, আপনার একটু সাহায্য পেতে পারি ?

নিশ্চয়, নিশ্চয় !

বিকেলে ছুটির পরে আপনার একটু সময় হ'বে ?

হাঁ, হবে।

তা'লে আমার সঙ্গে একটু কলেজ ষ্ট্রীটে যেতে হবে।

অনুপম জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

হরেনবাবু একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, ব্যাপারটা হচ্ছে কি—আমার এক 'সিস্‌টার ইন্ ল'এর বিয়ে, তার জন্য একখানা কাপড় কিনতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে একখানা র‍্যাপারও কিনতে হ'বে আমার শাশুড়ীর জন্যে, অনেকদিন থেকেই দিবার কথা হয়ে ছিল, দিবার সুযোগ আর হয়ে ওঠে নি। এবার এক সঙ্গেই দেব মনে করেছি।...

আমার স্ত্রী আপনার সম্বন্ধে সব জানেন কি না,—আপনার অনেক গল্প করেছি তার কাছে। তিনিই আমায় বললেন, অনুপমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আজকালকার ছেলে—পছন্দ টছন্দ আছে। তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যেতেন—কিন্তু শরীরটা ভালো নয়—তা ছাড়া স্কুল ফেরতাই আমি যাব কি না, তাই তিনি আপনাকেই অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন।

অনুপম হাসিয়া বলিল, তার অনুরোধ কি আমি এড়াতে পারি? যখন আপনার যাবার সময় হ'বে আমাকে ডেকে নেবেন।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হইবার ঘণ্টা পড়িল, আর কোন আলোচনা তখন হইল না।

চা'রটায় স্কুলের ছুটি হইলে হরেনবাবু অনুপমকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। অনুপম বলিল, আসুন—আমার মেসে একবার পায়ের ধুলো দিন—তারপর কাপড় কিনতে যাওয়া যাবে। হরেনবাবু তাহা শুনিলেন না, অনুপমকে সুরভি ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া খাওয়াইলেন, তারপর এক চায়ের দোকানে ঢুকিয়া দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

চা খাইতে বসিয়া অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা হরেনদা, আপনার এই শালীটির রং কেমন বলুন ত—শাশুড়ীরই বা বয়স কত? জিনিস কিনতে হ'লে এগুলি জানা নিতান্ত দরকার—'ম্যাচ' করা চাই কিনা—বুঝলেন না?

হরেনবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে খুব খুশি; বলিলেন, রঙ?—আমার স্ত্রী আর শালী দুইজনের রঙই খুব ফর্সা, শাশুড়ীরও। শাশুড়ীর শরীর একটু মোটা ধরণের, এদের দু'জনেরই দোহারা চেহারা। আমার শাশুড়ীর বয়স হবে চোয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, শালীটীর এই ষোলো।

'আই সী'—দেখুন এগুলি জানা বড় দরকার। কোন বয়সে—কি রঙে কোন কাপড়টা ম্যাচ করবে তার ত একটা নিয়ম আছে!

তা আছে—না!

চা-খাওয়া শেষ হইলে অনুপম হরেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া—কলেজ ষ্ট্রীটে আসিল।

কত টাকার মাঝে আমাদের সওদা করতে হবে হরেন দা?

পঁয়তাল্লিশটি টাকা আছে আমার কাছে, এর মাঝেই সারতে হবে। অনেক কষ্টে অল্প অল্প করে এই টাকাগুলি গিন্নী জমিয়েছেন। এর খবরও আমি জানতাম না। ওঁর বাপের বাড়ীর অবস্থা ভালো—এর চেয়ে কম দিলে ওঁর মান থাকে না। এই এক মহাফ্যাসাদ, মশায়,—করি ত মাষ্টারি, আমাদের আবার লৌকিকতা কি? একমাসে যা মাইনে পাই—প্রায় তাই দিয়েই যদি এক বিয়েতে লৌকিকতা করতে হয়—তবে ত গেছি। ভাগ্‌গিস মাঝে মাঝে দু' একটা টিউসন পাওয়া যায়!—তাই থেকে দু' এক টাকা করে জমিয়ে আপনার বৌদি এগুলি রেখেছে—তাই রক্ষে। টিউসন!—টিউসনই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।...আবার মজা দেখুন—আপনার বৌদি আবার মেয়ে টিউসন্ করতে দেবে না।

তাই নাকি?—অনুপম হাসিল: ভাগ্‌গিস্ আমি বিয়ে করিনি, করলে উপার্জনেও বাধা পেতে হ'ত—দেখতে পাচ্ছি।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকিলেন। ঠিক হইল প্রথমে একটা আলোয়ান কেনা হইবে, তারপর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাই দিয়া সাড়ী কেনা হইবে।

দোকানে রং বেরঙের জার্মান আলোয়ান ও শাল ঝুলানো, কতক বা কাঠের তাকে স্তরে স্তরে সাজানো, হরেন বাবু তাহার কতকগুলি

সাজিয়া লইয়া অনুপমকে বলিলেন, দেখুন ত এর মাঝে কোন রংটা পছন্দ আপনার,—প্লেনের চেয়ে পাড় দেওয়াই ভালো—কি বলেন ?

অনুপম কিছুক্ষণ কথা না বলিয়া হরেন বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, বিদেশী কিনবেন ?

দিশী আলোয়ান কি তেমন ভালো হ'বে অল্প দামে ?

অনুপম কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহাকে নির্বাচন করিতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে—অথচ বয়স্ক লোকের জন্য হরেন বাবু এ কি বাছাই করিতেছেন ! অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল,— আচ্ছা দিশী জিনিষ ত প্রথমে দেখা যাক—তারপর পছন্দ না হয়,— জার্মান ত রয়েছেই ;

আচ্ছা, আচ্ছা—তাই দেখুন।

অনুপম দোকানের একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিল, দেখুন মশায়,—শুনুন—আপনাদের তুসের বাণ্ডিলটা একবার বার করবেন ত !

কর্মচারী বাণ্ডিল টানিয়া খুলিয়া কয়েকখানা আলোয়ান অনুপমের হাতে দিল। অনুপম নাড়িয়া চাড়িয়া হরেন বাবুর হাতে দিয়া বলিল, দেখুন।

হরেন বাবু কয়েকখানা আলোয়ানের প্রান্ত পর পর মুঠার মাঝে লইয়া বলিলেন, বেশ নরম ত, গায়ে দিতে বড্ড আরাম লাগে— নয় ?—আমার নিজের জন্যই কিনতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এক মুস্কিল হচ্ছে, অনুপম বাবু !

কি ?

রঙগুলি এর একটাও ভালো লাগছে না।

বড্ডই বুড়োটে—না ?

হাঁ।

কিন্তু আপনার শাশুড়ীরও ত বয়স হয়েছে—পয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

হাঁ,—তা ঠিক,—কিন্তু তা হ'লেও রঙটা একটু—

বেশি 'গড়ী' রঙ কিন্তু ভালো নয়,...আচ্ছা দাঁড়ান, বলিয়া অনুপম কর্মচারীটিকে বলিল, একটু ডার্ক ঘিয়ে রঙের—বা লাল্‌চে ঘিয়ে রঙের—কিছু আপনাদের আছে?

কর্মচারী কোন কথা না বলিয়া অনুপমের নির্দেশ মত কয়েকখানা আলোয়ান বাহির করিয়া দিল। তাহার মাঝে লাল্‌চে ঘিয়ে রঙের একখানা হরেন বাবুর রং পছন্দ হইলঃ বাঃ চমৎকার, যেমনি রং তেমনি মোলায়েম,—এখন দামে বনলে হয়।

দাম কত?—অনুপম জিজ্ঞাসা করিল।

ষোল টাকা।

হরেন বাবু অনুপমের নিকট চুপি চুপি বলিল, আমরা যা 'এষ্টিমেট' করেছিলাম—না?...কিছু কমটম করবার চেষ্টা করবেন না?

না, এখানে এরা দাম করে না,—সব একদর।

হরেন বাবু টাকা বাহির করিয়া দিয়া মেমো লইলেন।

যা'ক একটা ত হয়ে গেল, আর কাপড়খানা কেনা হয়ে গেলেই আপনার ছুটি।...কাপড় কিনতে জহরলালেই যাওয়া যা'ক—কেমন?

বেশ তাই চলুন,—অনুপম উত্তর দিল।

টাকা হিসাব করিয়া দেখা গেল—আর ২৯৲ টাকা মাত্র আছে। সুতরাং জহরলালে গিয়া তাহারা বিশ হইতে ত্রিশ টাকা দামের কাপড়ের বাণ্ডিল দেখিতে চাহিলেন।

যথাসময়ে বাণ্ডিল আসিলে দু'খানা কাপড় তাহারা পছন্দ করিলেন।

একখানা ফিকে সবুজ, আর একখানা নারাঙি, পাড়ের ভঙ্গীতে দু'খানা কাপড়ই বেশ মানাইয়াছে।

দাম?

জানা গেল সবুজখানার দাম—২৮৲, নারাঙি—২৬৷৷০, কাপড় দু'খানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে দু'এক মিনিট কাটিয়া গেল। যে কর্মচারী কাপড় দেখাইতেছিল—কি একটা অন্য কাজে সে একটু সরিয়া গেলে অনুপম বলিল, আচ্ছা এ কাপড় প'রে বিয়ে হবে কি?

না।

এ আপনার লৌকিকতার কাপড়—নয়?

হাঁ।

তবে শুধু শুধু বেনারসী কিনতে যাচ্ছেন কেন? মুর্শীদাবাদ সিল্ক কিনুন না! হবেও চমৎকার, তা'ছাড়া খাটি দিশী, দামও সস্তা।

ভাল হবে?

চমৎকার হ'বে।

তবে তাই কিনুন।

মুর্শীদাবাদ কিনতে হ'লে অন্য দোকানে যেতে হ'বে।

তবে তাই চলুন।

অনুপম হরেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া পাশেই তাহার এক চেনা দোকানে গিয়া মুর্শীদাবাদের ছাপা সাড়ী চাহিল। নানারকম ডিজাইনের সাড়ীর মধ্য হইতে একখানা অতি আধুনিক হালকা চাপা রঙের সাড়ী বাহির করিয়া অনুপম কহিল,—কি, পছন্দ হয়?

বাঃ—চমৎকার!

যা বের করি তাই চমৎকার বলবেন না,...বেশ ভাল করে দেখুন।

না, সত্যিই চমৎকার, এখন দামে পটলে হয়।

ওর চেয়ে দাম এর অনেক সস্তা হবে, তা'ছাড়া এ সব কাপড়ের আর এক সুবিধা আছে,—এ পরে সচরাচর যেখানে সেখানে বে যায়,—কিন্তু বেনারসী এক বিয়ে টিয়ে ছাড়া চলবে না।

হরেন বাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা' ঠিক।

অনুপম এইবার দাম জিজ্ঞাসা করিল।

দাম, ব্লাউজ পিস্ সমেত ১২॥০। হরেন বাবুর মুখ বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ঃ

নিন—এইবার দাম বের করুন!

দাম চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় আসিয়া হরেন বাবু অনুপমের পিট চাপড়াইয়া বলিল, অনেক উপকার করলেন, অনুপম বাবু,—আপনি না এলে এমন সস্তায় এত সুন্দর জিনিষ আমি কখনই—। অনেক খরচ করে ফেলতাম অথচ মনের মত জিনিসটি হ'ত না।

বেশি প্রশংসা করবেন না,—বাড়ীতে গিয়ে দেখুন আবার পছন্দ হয় কি না।

এ ঠিক পছন্দ হ'বে—এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া হরেন বাবু বলিলেন তা হ'লে—

অনুপম হাসিয়া বলিল, আসুন না আমার 'ডেন'এ একবার উঁকি মেরে যাবেন, কেনা কাটা ত একরকম হ'য়ে গেল!

হরেন বাবু তাড়াতাড়ি অনুপমের হাত ধরিয়া বলিলেন, না, না,—সে আর এক দিন, সে আর এক দিন, এদিকে আবার গোছানো টোছানো আছে কি না! কালই আমরা যাচ্ছি—প্রায় আট দশ দিনের মত,—আপনাদের আরও একটু কষ্ট হ'বে?

কেন?

'লিজার'—টিজার গুলি!

সে ত এখনই পাচ্ছি না, আমরা একটা ঘণ্টাও ত ফাঁক পাচ্ছি না। এখন থেকে তা'লে এক সঙ্গে ছু'টো করে ক্লাস নিতে হ'বে।

অশ্চর্য কি?

আশ্চর্য নয়,—তাই হবে মশায়, আমাদের স্কুলে এ বরাবর হয়ে থাকে। হবে না! উপরওয়ালারা ত আর তাদের চেয়ার থেকে নড়ে বসবেন না—বুঝলেন না?

অনুপম কোন কথা না বলিয়া হরেন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আচ্ছা, আসুন অনেক কষ্ট দিলাম ধন্যবাদ.—ট্রামটা আবার এসে গেল।

ট্রামটা সত্যই আসিয়া গিয়াছিল, অনুপম আর একটু দেরী করিলে ভদ্রতার খাতিরে হরেন বাবু এ ট্রাম ফেল করিবেন, সুতরাং সে হরেন বাবুকে ট্রামে উঠিতে দিয়া কলেজ স্ট্রীটের পথে নিজের মেসের দিকে যাত্রা করিল।

পরদিন স্কুলে আসিয়া দেখা গেল মুস্কিল আরও একটু বাড়িয়াছে: যে কয়েকজন মাষ্টার নিয়মিত কামাই করিতেছেন,—তাহা ছাড়া আরও দুই জন আসেন নাই; হরেন বাবু তিন পিরিয়ড পর ছুটি চাহিয়াছেন। সুতরাং 'এক্‌ষ্ট্রা রুটিন' এর যে খাতা বাহির হইল, তাহাতে কোন কোন শিক্ষকের—কোনও পিরিয়ডে দুইটি করিয়া ক্লাস পড়িয়াছে, এবং ভাগ্যচক্রে অনুপমেরও ফিপ্থ পিরিয়ডে দুইটি ক্লাস পড়িয়াছে। প্রথম পিরিয়ড পরেই টিচার্স কমন-রুমে—শিক্ষকেরা ইহা লইয়া অসন্তোষের কথা সুরু করিয়া দিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, এই সুরু হ'ল,...আরে—মশাই—আমি খাতা খুলে

দেখিয়ে দিতে পারি—'লাস্ট ইয়ার'—সারা বছরের মাঝে ৭।৮ বেশি 'লিজার' পাই নি আমি—অথচ এমন লোকও আছেন সারা বছরে চার পাঁচ দিনও যার 'এক্‌স্ট্রা রুটিন'-এ খাটতে হয় নি।

হরেন বাবু বলিলেন, শুধু নিজের কথা ভাবছেন কেন, আমাদের অনেকের অবস্থাই আপনার চেয়ে কম নয়, অথচ এই স্কুলেই এমন লোকও আছেন যিনি দু'এক মাস 'রেগুলারলি দু' পিরিয়ড' কাবার করে এসেও টিফিনের পরে 'লিজার পিরিয়ড' নিয়মিতভাবে ভোগ করে এসেছেন। আমরাই তাদের ভোট দিয়ে কমিটীতে পাঠিয়েছিলাম মশায়!

তাদের চটাতে যে ভয় করে, কবে কোন খোঁচাতে চাকরি খতম করে দেবে। আচ্ছা এই যে চেয়ারে বসে 'এক্‌স্ট্রা রুটিন' এর পর 'এক্‌স্ট্রা রুটিন' করে চলেছেন—কেন নিজে কি একটা ক্লাস কোনও দিন নেওয়া চলে না, তাতে ওঁর দেখাও ত হয়ে যায়—কোন ক্লাসে কেমন পড়া হচ্ছে।

আরে মশায়—জড়োৎগব—জড়োৎগব!

সহসা সকলের আলোচনা বন্ধ হইয়া যায়, সকলে যে যার ক্লাসে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েনঃ জড়োৎগব রোঁদে বাহির হইয়াছেন।

অনুপম ক্লাসে গিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় হেড্‌মাষ্টার বারান্দায় অন্যান্য ক্লাসের সমুখে পায়চারি করিয়া আসিয়া অনুপমের ক্লাসের সাম্নে দাঁড়াইলেন। অনুপম তাঁহার দিকে তাকাই-তেই তিনি চোখের ইঙ্গিতে বাহিরে আসিতে বলিলেন। অনুপম হেডমাষ্টারের সমুখে আসিয়া বিনীত ভাবে দাঁড়াইল।

আপনাকে ত কা'ল লাস্ট পিরিয়ডে দেখলাম না!

আজ্ঞে হাঁ, আমি কাল লাষ্ট পিরিয়ডে বাড়ী চলে গেছলাম,—অনুপম বলিল।

এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টারকে বলে গেছলেন—বুঝি?

আজ্ঞে, না, তাঁকে ত বলে যাই নি।

তবে?

হেড্‌মাষ্টারের শেষ কথাটির সুরে বেশ একটু রোষ ও বিরক্তি ধ্বনিত হইল।

অনুপম ইচ্ছা করিয়া কোন বে-আইনী কাজ বা অন্যায় করিতে চাহে না, হেড্‌মাষ্টারের কথায় আহত বোধ করিল,—বলিল, লাষ্ট পিরিয়ড আমার 'অফ', একষ্ট্রা রুটিন'এও কোন ক্লাস দেওয়া হয় নি, আমার কোন কাজ ছিল না বলে......

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হেড্‌মাষ্টার বলিলেন, কাজ না থাকলেও চারটে অবধি স্কুলেই থাকবার কথা, স্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে থাকলেই হ'ল। কোথাও যেতে হলে ছুটি নিয়ে যাবেন।

স্কুলের নিয়ম আমার জানা ছিল না!

হেড্‌মাষ্টার এইবার একটু হাসিয়া বলিলেন, সে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনিও নিয়মটা জানতেন না বলে আমি জানিয়ে দিলাম।

অনুপম আর কিছু না বলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা যান—আপনি ক্লাসে যান।

অনুপম ক্লাসে গিয়া সেদিন আর তেমন মন দিয়া পড়াইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এও ত পুরাদস্তুর দাসত্ব। অথচ খুঁটার জোরে আইন বাঁচাইয়া যে যত সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহা ত করিতেছে। সেদিন তাহার মনে হইতে লাগিল,

ইহার চেয়ে বন্ধুদের সহিত ব্যবসা করিতে গেলে বুঝি তার একটু স্বাধীনতা থাকিত। ব্যবসায়ের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে গিয়া সে একটুও গাফিলতি করিয়া ফেলিয়াছে এমন কথা ত সে কোনও দিন কালীশঙ্করের মুখে শোনে নাই। সে মনকে বারবার প্রবোধ দিতে লাগিল—এ আর এমন কি হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছেন! নিয়ম কানুন জানা থাকিলে এমন করিয়া বলিবার সুযোগও তিনি পাইতেন না। কিন্তু যতই সে নিজেকে বুঝাক না, মনের স্বচ্ছন্দ ভাব সেদিন আর সে কিছুতেই ফিরিয়া পাইল না।

অনেকে অনুপস্থিত থাকায় কয়েক দিন ধরিয়া মাষ্টারদের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি যাইতেছে। অনেক মাষ্টারকেই এক পিরিয়ড্‌এ দুইটি করিয়া ক্লাস লইতে হয়। ইহা লইয়া মাষ্টার মহলে বেশ একটু অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার 'লিজার' কাটা যাইতেছে বা এক পিরিয়ডে দুটা ক্লাস লইতে হইতেছে তাহার মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কাহারও সহিত দেখা হইলেই হেড্-মাষ্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ: জড়োৎগব, একেবারে জড়োৎগব, কেন—তুমি কি একদিন একটা ক্লাস নিতে পারো না, রুটীনটা রোজ একবার একটু দেখে নিতে পারো না, একদিন যার উপর ভার চাপালে, দিনের পর দিন সেই খেটে মরবে, একটু অদল বদল করলেও ত ভার লাঘব হয়...অথচ দু'একজন ত বেশ তোফা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে।

হীরেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, তা এত ঈর্ষা করলে চলবে কেন মশায়! আপনিও সেক্রেটারীর বাড়ী রোজ ঘোরাফিরা করুন, তাঁর দলে ভিড়ে যান, হেড্‌মাষ্টার তা'হলে আপনাকেও ভয় করে চলবে, কাজের ভার কমে যাবে, চাকা ঘুরে যাবে দেখবেন।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে এই আলোচনাই হইতে লাগিল: আর পারা যায় না, মশায়, রোজ ছয় সাত জন করে কামাই!

কেহ বলিলেন, কামাই হ'ক তাতে ক্ষতি নেই, লোকের অসুখ বিসুখ আছে প্রয়োজন আছে কামাই অবশ্য ঠেকানো যায় না: কিন্তু এক্‌স্ট্রা রুটিন এর বেলা 'ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন' হয় না কেন?

—এই পর্যন্ত শুনিয়াই অনুপম মৌলভীর ঘরে গেল। যাহারা মৌলভীর ঘরে বসে তাহারা অনেকেই এইবার তাহাদের আড্ডায় গিয়া জমা হইল। ঘরে ঢুকিয়াই হীরেন বাবু বলিয়া উঠিলেন,—'ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন' হয় না কেন? কেউই যেন কিছু জানেন না—কচি খোকা! অনেক দিন কাটলো হে, এখানে অনেক দেখলাম!

প্রভাত হাসিয়া বলিল, কি এত দেখলেন, হীরেন বাবু?

হীরেন বাবুর উত্তেজনা তখনও কমে নাই, অনুপমের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মশায়, আপনি নতুন এসেছেন, চোখ কান খোলা রাখবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন, তারপর প্রভাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি দেখলাম শুনবেন, কেচ্ছা গাইব একবার?

হীরেন বাবু কি বলেন শুনিবার জন্য সবাই চুপ করিয়া রহিল। হীরেন বাবু বলিলেন—ঝড়ের মত বলিয়া চলিলেন, হীরেন চকোত্তি অত চাকরির তোয়াক্কা করে না, একদিন কমিটীর মিটিংএ গিয়ে হাজির হয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে যাব।

জমি-জমা ত অনেক বাড়িয়ে ফেলেছেন, হীরেন বাবু, ভাতের অভাব ত নেই, আপনি ত ইচ্ছা করলেই শুনাতে পারেন!

শুনাবই ত।...আচ্ছা, মশায়, অনুপম বাবু, আপনি ত নতুন লোক, এখনও 'বায়াস্ট' হ'ন নি, আপনি বুঝবেন ভালো। আপনারা এক মিনিট দেরী করে আসুন অমনি রেজিস্টারে লাল

কালির দাগ পড়বে, অথচ এখানেই দেখেছি, আপনারা দেখেছেন, কর্তৃপক্ষের কোন পেয়ারের লোক মাসের পর মাস, অন্তত দু'মাস ত হবেই—দু'পিরিয়ড পরে এসে একটুখানি পড়িয়েই ছুটি নিয়ে গেছেন কি না? খেয়ে আসেন নি, কি কাজ? না বই ক্যানভাসে বেরিয়েছিলেন, নিজের লেখা 'টেক্স্ট' বইয়ের মরসুম এটা। কেউ কোনও দিন প্রতিবাদ করেছে? হেড্‌মাষ্টার কোনও দিন কোনও 'সেন্সার' পাশ করেছেন? ভয় পায় যে! আর আপনাদের বেলা?...আপনাদের বেলা নিয়ম হ'ল তিন দিন 'লেট' হ'লে একদিন 'এ্যাব্‌সেণ্ট' ধরে নেওয়া হবে। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসি, একদিন এসে দেখি লাল কালির দাগ পড়ে গেছে, স্কুলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঘড়ি দশ মিনিট ফাস্ট চলেছে, হেড্‌মাষ্টার মশায়কে বললাম, সার, ঘড়ি ফাস্ট আছে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, এখানে কাজ করতে হলে এখানকার ঘড়ি মেনে চলতে হবে, তা 'ফাস্ট'ই থাক আর 'শ্লো'ই থাক। বেশ ভাল কথা, অথচ এর পরে দিন দশেকও যায় নি, মশায় এই স্কুলেরই কোন ব্যক্তি, নাম বলব না, সেক্রেটারীর বাল্য বন্ধু—ঘড়ি সেদিন ঠিক ছিল, পনের মিনিট দেরী করে এসে টুল পেতে দাঁড়িয়ে স্কুলের বড় ঘড়ি পনের মিনিট কমিয়ে দিলেন, হেড্‌মাষ্টার পাশের ঘরে বসে সবই দেখলেন, কিন্তু কথা বলতে সাহস পেলেন না।...ফাস্ট পিরিয়ড ওভার হয়ে এক দুই করে পনের মিনিট হয়ে গেল তবু ঘণ্টা পড়ে না, ব্যাপার কি, ব্যাপার কি, শেষে অফিসে এসে দেখা গেল ঘড়ি একেবারে পনের মিনিট—। দারোয়ান একেবারে সব কথা ফাঁস করে দিল। যিনি এ কাজটা করেছেন তিনি নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজের ঘড়ি বের করলেন। 'মনস্কান্ত

আর সত্য বাবু পকেট থেকে ওমেগা ঘড়ি বের করলেন—দুজনার ঘড়িতে দেখা গেল—ওর ঘড়ি পনর মিনিট শ্লো, বুঝুন একবার ব্যাপারটা !

এই সব কথা শুনিলেই অনুপমের মনটা তিক্ত হইয়া উঠে, যে সকল উজ্জ্বল আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়া সে এই মাষ্টারি জীবন বাছিয়া লইয়াছিল তাহার সহিত বাস্তবের কোনই সাদৃশ্য নাই। আর আদর্শের দেখাই যদি না মিলে—তবে অর্থ উপার্জনের পন্থাগুলি সে ছাড়িয়া আসিয়াছে কেন ? শিক্ষকতাতে ত অর্থ নাই !

মাষ্টারদের অনেকের মনের ভিতরই স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিদ্রোহ প্রায় সকলেই করিতে চায়, কিন্তু সাহস নাই। সকলেরই বাপ মা স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার, মাষ্টারির সামান্য আয়ের উপর নির্ভর, কোনরূপে চাকুরিটা খোয়াইলে তাহাদের দশা কি হইবে এই ভাবিয়া কেহ কোন উচ্চবাচ্য করে না। হীরেন বাবু মাসিক বেতন হইতে কিছু ও টিউসনের টাকা পুরা জমাইয়া, দেশে জমিজমা বাড়াইয়াছেন, চাকরি গেলেও অন্নের অভাব হইবে না, তাই মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারেন। অন্য সকলে তাহার স্পষ্ট কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠেন।

হীরেন বাবুর বিদ্রোহের সুরে সবাই খুশি হইল, উপভোগ করিল, কিন্তু মৌলভীর ঘরের তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতেও কেহ এ বিদ্রোহের কথায় যোগদান করিতে পারিল না। অনুপম ইহাদের মনের ভিতরটা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল ; ইহারা সকলেই কেবল আত্মরক্ষা করিতে চায়। এই দুর্দিনে সত্য কথায় যোগদান করিয়া কে নিজেকে বিপন্ন করিবে !

সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, আর নিরাপদে স্কুলের নিন্দা শুনিতে পাইয়া মনে মনে উল্লসিত হইতেছিল। হীরেন বাবু এইবার কাহাকে আক্রমণ করিয়া কথা বলিবেন সকলেই যখন তাহারই প্রতীক্ষায় ছিল

এমন সময় ললিত আসিল। সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ললিত কাহাকেও বিশেষ কিছু ভাবিবার সুযোগ না দিয়াই বলিয়া উঠিল, আজ স্কুলের ছুটির পর আমাদের একবার সত্যবাবুর ওখানে যাওয়া দরকার।

অসুখ কি তার খুব বেড়েছে ?

হাঁ, এইমাত্র তার ভাগ্‌নে এসেছিল। একা সে পেরে উঠ্‌ছে না, ছেলে মানুষ। তার মামীমাও বড্ড ভয় পেয়ে গেছেন। আমরা গিয়ে একটু খোঁজ খবর নিলে সাহস পান, তা ছাড়া রাত জাগবার জন্যেও লোক দিতে পারলে বোধ হয় ভালো হয়। ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসের বড় ছেলেদের কেউ যদি রাজী হয়, তা' না হ'লে আমাদের ভেতর থেকেই পালা করে থাকবার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

ললিতের মুখের দিকে অনুপম তাকাইয়া রহিল ঃ এই লোকটার সম্বন্ধে এতদিন হয়ত সে ভুল ধারণা করিয়া আসিয়াছে।

ললিতের প্রস্তাব শুনিয়া পূর্বেকার আলোচনা সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অনুপম বলিল, বেশ ত ললিত বাবু, আপনিই একটা ঠিক করে ফেলুন না, ছেলেদের ভেতর থেকে কে কে যেতে রাজী হয়, তার পর আমরা ত রয়েছিই।

ললিত প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ছেলেদের ডাকতে হ'লে হেড্‌মাষ্টারের একটা নোটিশ দরকার।

প্রভাত পায়চারি করিতে করিতে এতক্ষণ ইহাদের কথা বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল, এইবার বলিল, তার কি কোন দরকার আছে, তুমি লাস্ট পিরিয়ডে যখন ফাস্ট্‌ ক্লাসে পড়াতে যাবে তখন নিজেই তাদের জিজ্ঞাসা করো, আমি সেকেন্‌ ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবো।

মৌলভীর ঘরে উপস্থিত তরুণ শিক্ষক মণ্ডলীর ভিতর হইতেই অনেকে ইহাতে আপত্তি করিলেন।

টিফিন শেষ হওয়ার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

ঠিক হইল ঃ স্কুলের ছুটি হইলে দল বাঁধিয়া তাহারা সত্যবাবুকে দেখিতে যাইবেন, তারপর সেখানে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রয়োজন বুঝিয়া শুধু শিক্ষকদের অথবা শিক্ষক ও ছাত্র উভয় দলের ভিতর হইতে বাছাই করিয়া লোক লইয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইবে।

ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

ছুটির পর তরুণ শিক্ষকদের দল সত্যবাবুকে দেখিতে গেল। অনুপম সত্যবাবুর বাড়ী এই প্রথম। সত্যবাবু পীড়িত। বাংলা দেশের মাষ্টার সকলের অনুকম্পার পাত্র। দুর্দশাগ্রস্ত মাষ্টার, জীবন তাদের অতি দীন, তাহার অসুখ করিলে দুর্দশার মাত্রা আরও কতখানি বাড়িতে পারে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে অনুপম সারা পথ আসিয়াছে ঃ তাহাতে আবার সত্যবাবুর ছেলেপিলে নাই। সে মনে করিয়াছিল যাইয়া দেখিবে আলো বাতাসহীন একটা কক্ষে সত্যবাবু রোগযন্ত্রনায় ছটফট করিতেছেন, আর তার স্ত্রী তাহারই পাশে বসিয়া শীর্ণ হাতে পাখার বাতাস করিতেছেন। একটা ভেনেস্তা উডের পার্টিসন সামনে রাখিয়া ঘরখানির প্রথম অংশ বৈঠকখানা ঘর করিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু সত্যবাবুর বাড়ীতে গিয়াই তাহার এ ভুল ভাঙ্গিল। দুইখানি মাঝারি ও একখানা ছোট ঘরের একটা ছোট্ট বাড়ীতে সত্যবাবু থাকেন। সামনে একটু ফুলের বাগান। গেটের উপর মালতীর ঘন ঝোপ। বারান্দায় উঠিয়াই অনুপম দেখিল...দাঁড়ে বাঁধা একটা কাকাতুয়া, কলিং বেল টিপিতেই একটা জাপানী পুডুল খেউ খেউ করিয়া দরজার দিকে আগাইয়া আসিল। বিশ বাইশ বছরের একটি ছেলে দরজা খুলিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছেন ?

ঐ একই রকম, আপনারা ভিতরে আসুন।

অনুপম ললিত বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে ছেলেটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

সত্যবাবুর ভাগনে, নাম কমল, আমাদের ছাত্র ছিল।

সত্যবাবু মাঝের ঘরে বিছানায় শুইয়া আছেন। কমলের অজ্ঞাতে সেখানে যাইবার আগে অনুপম বাইরের ঘরটায় একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইল। ঘর দেখিয়া শিক্ষকের আস্তানা বলিয়া মনে হয় না। ঘর সাধারণ ধনীর ঘরের মত আধুনিক রীতিতে সজ্জিত। ঘরের চারিদিকে আলমারী ও তাকে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো দিশী বিদেশী বই। একটা ছোট্‌টো সু'ট, তা ছাড়া আরও দুই একখানা চেয়ার ও ইজিচেয়ার, দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া—একটা মজবুত টুলের উপর একটা গ্রীক আদর্শের শুভ্র নগ্ন নারীমূর্তি দেওয়ালে টাঙ্গানো একদিকে মোনালিশা ও 'সাইকি'র ছবি, আর এক দিকে একটা বড় টারকিশ ক্যাট ও কয়েকটা 'সিনারী', তাহারই পাশে রহিয়াছে সত্যবাবুর যৌবনের একটা উজ্জ্বল ছবি।

সত্যবাবুর এই সুন্দর রুচি বড় ভালো লাগিল অনুপমের; তাহার কোনও দিন অর্থ হইলে এমনি করিয়া একটা পাঠাগার করিবে সে।

অনুপম যে এই সব দেখিতেছে ললিত তাহা লক্ষ্য করিয়া, অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল—সংসার না থাকলে সবারই হয়, মশায়!

সংসার নেই?

মানে ছেলেপিলে ত নেই, মা বাপও নেই, ভাই বোনেরও ঝক্কি পোয়াতে হয় না, যা রোজগার করেন...শুধু দুইজন...দেবা আর দেবী, দেবী অবিশ্যি আরও আছে...ভবে—কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল; মাঝের ঘরে স্ক্রীন সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে; সকলেই সত্যবাবুর ঘরে ঢুকিতেছে। অনুপমও ললিতের সঙ্গে আগাইয়া চলিল। রুগ্ন সত্যবাবু স্মিত মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাদের দেখিয়া সত্যবাবু বেশ

খুশি হইয়াছেন—তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। সকলের সঙ্গে কথা বলিতে তিনি ব্যগ্র, অথচ ডাক্তার বেশি কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সত্যবাবুকে কথা বলিতে নিষেধ করা হইল, মাস্টারদের ভিতর কিছু কিছু আলোচনা সুরু হইল।

কিছুদিন ছুটি নেওয়া দরকার।

আর একজন বলিল, অন্তত ছ'মাস।

শুধু ছুটি নিলে ত হ'বে না, টাকাও ত চাই, ছ'মাস 'উইত ফুল পে' ছুটি পেলে তবে গিয়ে ঠিক হয়।

তা দেবে বই কি, এতদিন চাকরি করছেন এখানে!

এইবার সত্যবাবু কথা না বলিয়া পারিলেন নাঃ আপনারা সব ছেলেমানুষ!...এ কি সরকারী চাকরি যে ছ'মাস বসিয়ে মাইনে দেবে? 'উইদাউট পে' যদি ছুটি মঞ্জুর করে তা হ'লেই ভাগ্য বলতে হবে।

সত্যবাবু অসুখে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, একটুখানি কথা বলিয়াই হাঁপাইয়া পড়িলেন।

সকলে বলিল, চুপ করুন আপনি আর কথা বলবেন না।

কিন্তু কথা যখন জাগে তখন কি চুপ করিয়া থাকা যায়ঃ সত্যবাবু ক্ষীণ কণ্ঠেই বিষণ্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন, আপনারা সব ছেলেমানুষ, আমার ছাত্রের বয়সী, অনেকে এর মাঝে আমার ছাত্রও আছে, সুযোগ পেলে আপনারা আর যে কোন লাইনে বেরিয়ে পড়ুন, মাস্টারি ছাড়া আর যে কোন লাইন ভালো। এই ত আমার দশা দেখছেন, আজ যদি আমি মারা যাই তা' হ'লে আমার স্ত্রী পথে বসবে, ছ মাস পড়ে থাকলে কি খাব তার ঠিক নেই!

দু'ফোটা জল সত্যবাবুর চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ললিত বলিল, আপনি ভাববেন না, ওঁরা আপনাকে 'উইত ফুল পে'

নিশ্চয়ই দেবেন, না দেন আপনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার নেবেন, ভাবনা কি ?

ম্লান হাসিয়া সত্যবাবু বলিলেন, ভাবনা ত আমার জন্য নয়, যে কয়দিন বেঁচে থাকি, না হয় বই পত্র আর ফারনিচার বিক্রী করে চিকিৎসা করে গেলাম, তারপর আর একজনের ?

সহসা সত্যবাবু অস্থির হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন, চোখ কেমন হইয়া আসিল। শিক্ষকেরা কি করিতে হইবে দিশা না পাইয়া প্রায় সবাই এক সঙ্গে সত্যবাবুর বিছানার কাছে, মাথার কাছে ঝুকিয়া পড়িলেন। সত্যবাবুর স্ত্রী পিছনের ঘরের পরদা সরাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল কমল। সত্যবাবুর স্ত্রী আসিয়া টেবল ফ্যানটা পুরা স্পীডে চালাইয়া দিলেন। কমল গিয়া দু'টা পা লইয়া আঙুল টানিতে সুরু করিয়া দিল। সত্যবাবুর স্ত্রী বুকে কিছুক্ষণ হাত বুলাইয়া কি একটা ঔষধ শুকাইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট কাটিবার পর সত্যবাবু ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সত্যবাবুর স্ত্রী এইবার ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন। শিক্ষকেরা নিজেদের যেন অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

তাহারা মনে করিয়া আসিয়াছিল—শুশ্রূষার জন্য কয়জন এবং কাহাকে কাহাকে প্রয়োজন সে কথা সত্যবাবুর কাছেই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সত্যবাবুর এইরূপ মূর্ছার পর সে সাহস আর তাহাদের রহিল না। হীরেন বাবু ললিতের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া কমলকে বলিলেন, এইবার তা' হ'লে আমরা উঠি, কেমন ?

না, না, না একটু বসুন বলিয়া কমল তাড়াতাড়ি মামার পা নামাইয়া ভিতরের ঘরে ছুটিয়া গেল। ভিতরে প্লেটের ঝন্ ঝন্ শব্দ শোনা গেল।

হীরেন বাবু প্রভাতের দিকে তাকাইয়া বলিল, জলযোগের আয়োজন

হচ্ছে বোধ হয়। এ সবের আবার কি দরকার ছিল বলুন ত! আমরা এসেই তা' হ'লে অন্যায় করেছি—দেখছি। একেই ত অসুস্থ মানুষ নিয়ে এরা বিব্রত, তা'তে আমরা এসে আরও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি।

সত্যবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, বসুন একটু কিছু মুখে দিয়ে যান। স্কুলের ছুটির পরই আপনারা কষ্ট করে এসেছেন! মাস্টারেরা গরিব নিশ্চয়ই, কিন্তু তারাও ত সামাজিক জীব, আমার বাড়ীতে এসে আপনারা কিছু মুখে না দিয়ে ফিরে যাবেন, সে কি হয়!

উত্তেজিত হইয়া সত্যবাবু আবার কোন কিছু ঘটাইয়া বসেন এই আশঙ্কায় কেহই আর কোন কথা কহিল না। কমল ভিতরের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে ললিত তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকিয়া নিয়া বলিল, আমরা কেন এসেছি তা' তোমাকে খুলেই বলি? প্রথমতঃ আমাদের ওঁকে দেখাই উদ্দেশ্য, আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তোমাদের কাছ থেকে জানা—সেবা শুশ্রূষার জন্য রাত বিরাতে তোমাদের কোন লোকের দরকার আছে কি না? মাস্টারদের 'ইয়াং ব্যাচ' এর ভেতর থেকে বা ফার্ষ্ট সেকেন ক্লাসের ছাত্রদের ভেতর থেকে তোমাদের দরকার মত আমরা লোক দিতে পারি।

কমল শুনিয়া বলিল, আচ্ছা মামীমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি আপনাদের জানাবো।

ইহার পর খাবারের ডিস আসিল, চা আসিল। সত্যবাবুর সৌজন্যে প্রীত হইয়া—তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্যের আশ্বাস দিয়া তরুণ মাস্টারের দল বিদায় লইল। আসিবার সময় কমলকে ডাকিয়া লইয়া ললিত জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন তোমার মামীমা?

কমল বিনীত ভাবে বলিল, আজ কিছু বলতে পারলেন না, কাল স্কুলে গিয়ে আমি জানিয়ে আসবো।

পথে আসিয়া অশোক অনুপমের গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল, কি, দাদা, কেমন দেখলেন আমার গুরু-পত্নীকে?

অনুপম অবাক্ হইল, প্রভাত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ললিত গম্ভীর হইয়া বলিল, সবার মন আর আর দিকে—চোরের মন বোঁচকার দিকে।

অশোক কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল, আরে মশায় রেখে দিন, তাকিয়ে ছিলেন ত সবাই, আপনি ত একেবারে হাঁ করে গিলছিলেন।

ললিতের মুখে আর কথা সরিল না।

হীরেন বাবু বলিলেন, বুড়োর ভাগ্যি ভালো, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! তবে একটু মুটিয়ে যাচ্ছে এই যা।

অশোক অনুপমের গায়ে চিমটি কাটিয়া বলিল, কই দাদা আপনি কিছু বলুন!

অনুপম কিছু না বলিয়া শুধু একটু হাসিল।

দাদা যেন একেবারে বিয়ের কনে, মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের এমন দুর্বলতা থাকবে কেন? কিছু একটা বললেই যে দোষের হ'বে এমন কি কথা! অবমাননাকর কোনও কিছু না বল্‌লেই হ'ল।

অনুপম বলিল, ওঁদের কোন ছেলে পিলে নেই বুঝি?

হীরেনবাবু বলিলেন, আপনি মশায় বাছুর—একেবারে বাছুর, ছেলে পিলে থাকলে কখনও এমনি চেহারা হয়! যৌবন একেবারে বাঁধা পড়ে গেছে, দেখলেন না!...এটি হচ্ছেন তৃতীয়া। প্রথমা বাপের বাড়ী, একেবারে প্রথম বয়সের অর্থাৎ কিশোর বয়সের স্ত্রী, বাপ মায়ের দেওয়া বিয়ে, সেটি একটু বয়স হ'লে আর পছন্দ হয় নি। এলেন দ্বিতীয়া—কোন ছেলেপিলে উপহার না দিয়েই বছর চারেক পরে তিনি মারা

গেলেন, তারপর এলেন এই তৃতীয়া, এটি বেশ নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে আনা হয়েছে।

তা' ত দেখেই বুঝা গেল।

অশোক হাসিয়া বলিল, এই ত দাদার কথা ফুটেছে।...দেখবেন দাদা আপনি আবার নজর দেবেন না!

হীরেনবাবু বলিলেন, কেন অশোকবাবু, এ আপনার 'রিজার্ভড্' না কি?

অশোক জিভ কামড়াইয়া বলিল, আহা, কি বলেন দাদা, আমার যে গুরু-পত্নী!

তাতে আর এমন কি দোষ হ'ল, মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য পড়েন নি—সোমের প্রতি তারা!

ললিত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনারা কি আরম্ভ করলেন, হীরেন বাবু! অশোক না হয় ছেলে মানুষ,—আপনি!

হীরেন বাবু হাসিয়া বলিলেন, কেন আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? সত্যবাবু ত শুনেছি তার বাড়ীর কাছে কোন 'ইয়ং ম্যান' দেখলে ক্ষেপে যান, ভয় হয় তার বউকে ফুসলাতে এসেছে।

অনুপম অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। প্রভাত বলিল, আসুন হীরেন বাবু।

হীরেন বাবু সে সব কথায় গ্রাহ্য না করিয়া অনুপমের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, জানেন অনুপমবাবু, সত্যবাবুর হাতে কিছু পয়সা কড়ি আছে।

তা' ত বেশ বুঝাই গেল—বাড়ী ঘরদোর দেখে।

পয়সা কড়ি আছে—মানে টিউসন, য়ুনিভার্সিটীর খাতা দেখা, বই বেচা—অনেক টাকা।...সবাই বল্লে, সত্যবাবু বাড়ী করুন। সত্যবাবু

রেগে আগুন, বলেন, হাঁ, বাড়ী করুন, আপনারা ত বলেন বাড়ী করুন, বাড়ী আমার কে ভোগ করবে? আপনাদের ত ছেলে পিলে আছে, নিজে মারা গেলে তারা ভোগ করবে। আমার কে আছে শুনি? যেদিন দু'চোখ বুজবো, বউ অমনি তার 'লাভার' নিয়ে আমার সাজানো বাড়ীতে স্ফূর্তি করতে সুরু করে দেবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা আমি রোজগার করছি তার প্রতিটি কানাকড়ি আমি নিজে খরচ করে যাবো।

অনুপম মনে মনে শিহরিয়া ওঠে: এ কি সন্দিগ্ধ মন! ভদ্রলোকের মনে ত তা হ'লে এক ফোটা শান্তি নেই। প্রকাশ্যে বলে, তা'লে বেচারীকে বিয়ে করলেন কেন? বেচারীর কি দোষ?

বেচারীর দোষ—বেচারী সুন্দরী!

আপনারা কেউ এ কথার প্রতিবাদ করলেন না কেন? বললেন না কেন—আপনার অভাবে আপনার স্ত্রীর দিন চলবে কেমন করে?

হাঁ, তা বলা হয়েছে বই কি, বলেছিলেন আমাদের অবিনাশবাবু,—আপনি দেখেন নি তাঁকে, আপনি আসবার আগেই মারা গেছেন তিনি। বড় তেজী লোক ছিলেন, কাউকে কেয়ার করতেন না। তিনি বলেছিলেন, আপনার স্ত্রীর ব্যবস্থা আপনি কি করে যাবেন?...উত্তরে কি বলেছিলেন সত্যবাবু—জানেন? সত্যবাবু বললেন, তার ব্যবস্থা সে নিজেই করবে। আমরা হিন্দু। হিন্দু ঘরে স্বামীর মৃত্যু হ'লে সতী স্ত্রী সহমরণে যায়। এই ত ব্যবস্থা।

বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া অনুপম বলিয়া উঠিল, এ সত্যি তাঁর মনের কথা নাকি?

আর সবাই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। হীরেনবাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, বুঝলেন না, মশায়, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, সদাই ভয় ভয়, বুঝলেন না!

মুহূর্তের জন্য অনুপমের মনে যেন আর তিলেক সন্দেহ রহিল না। সত্যবাবুর মনের গহন তল পর্যন্ত সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বিগত-যৌবন এই প্রৌঢ় তার তরুণী সুন্দরী ভার্যাকে লইয়া কত দুশ্চিন্তায় যে দিন কাটায় সে কথা ভাবিয়া তাহার মনে এক সহানুভূতির বেদনা জাগিল।

ইহার পর সত্যবাবুকে লইয়া রহস্যের আর যে আলোচনা চলিল তাহাতে সে আর যোগ দিতে পারিল না।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া অনুপম সেদিন অনেক কথা ভাবিল। সত্যবাবুর কথা তার ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইতে লাগিল যে আদর্শের স্বপ্ন দেখিয়া সে এই মাস্টারি জীবন বাছিয়া লইয়াছে সে স্বপ্ন বুঝি তার সফল হইবে না। শিক্ষক বলিতে সে একজন 'আপ-টু-ডেট' ঋষি বুঝিত। অথচ ঋষিত্বের এক বিন্দুও বুঝি ইহাদের কাহারও মাঝে নাই। অতি সাধারণ মানুষ ইহারা। সাধারণের মত স্বার্থ বাসনা কামনা হিংসা দ্বেষ লইয়া ইহারা ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ধুকিয়া ধুকিয়া চলিতেছে। মহত্তর বৃহত্তর জীবন যাপনের কথা ইহারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে বলিয়া মনে হয় না। মন তাহার সেদিন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বিচারের ছুরি দিয়া সে তার প্রত্যেক সহকর্মীর মন সুনিপুণ ডাক্তারের মত ময়না করিয়া দেখিল। সেদিন রাত্রে তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এ লাইনে আসিয়া সে ভুল করিয়াছে, বড় ভুল করিয়াছে।

পরদিন স্কুলে আসিয়াই দেখা গেল হরেন বাবু শ্বশুর-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনুপমকে দেখিয়াই তাহার গালভরা হাসি :

এই যে, অনুপম বাবু, ভাল ত!...কয়েক দিন এ্যাবসেণ্ট হয়ে অনেক কষ্ট দিলাম, হা, হা!

না, কষ্ট আর কি, প্রয়োজন ত সবারই হ'তে পারে।

হরেনবাবু হাসিয়াই বলিলেন, হাঁ, আপনিও আপনার শালীর বিয়ের সময় ছুটি নেবেন, আমরা খেটে দেব।

এখন আপাতত ত আর সে সম্ভাবনা নেই,...আর তা ছাড়া বিয়ে করলেও শালী ত আমার নাও থাকতে পারে।

মাথা নাড়িয়া হরেনবাবু বলিলেন, হাঁ, সে কথা ঠিক, অন্য প্রয়োজনও ত থাকতে পারে!

তা' অবশ্য পারে!

হরেন বাবু এবার প্রসঙ্গ পাল্টাইলেন: হাঁ যে কথা বলতে এসেছি। আমি বলছি যে আজ ছুটির পর একবার আমাদের কুটীরে—ওরা সবাই ফিরে এসেছেন কি না!...গিন্নি অর্থাৎ আপনার বউদি বলছিলেন—অনুপম বাবুকে আজ ছুটীর পর একবার আনা চাই-ই চাই।

ওরা মানে কে কে?

না এমন কেউ নয়, গিন্নি আর ছেলেপিলে।

তা' 'হার ম্যাজেষ্টী'র যখন হুকুম হয়েছে তখন যেতে হবে বৈ কি!

হরেন বাবু খুশি হইয়া অনুপমের কাঁধ চাপড়াইয়া বলিলেন, হা, হা, হা; মনে থাকে যেন, ছুটি হ'লে আবার না বলে ছুট দেবেন না যেন!

অদ্ভুত লোক এই হরেন বাবুটী!

টিফিনের ছুটিতে অন্যান্য দিনের মত মৌলভীর ঘরে জটলা চলিতেছিল এমন সময়—কমল আসিল।

কি হে খবর কি, কেমন আছেন সত্যবাবু?

ঐ একই রকম।

তারপর?

আমি খবর দিতে এলাম, কা'ল যে আপনারা গিয়েছিলেন, নার্স করবার যদি কা'রো সাহায্য দরকার হয় জানবার জন্যে—

ললিত বিড়ি টানিতেছিল, ধূম ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ, আমরা ত অনেকেই যেতে প্রস্তুত, ক' জনের দরকার লাগবে তোমাদের ?

কমল তখনই উত্তর দিল না, একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মামা বললেন, রাত জাগবার জন্যে কোন কোন দিন লোকের দরকার হয় ; ঔষধ-পত্র আনা, ডাক্তার ডাকা সব ত আমিই করি। রাত্রে অসুখটা বাড়লে হয়ত আর একজনের দরকার হ'তে পারে, তা' মামা বললেন, অশোক বাবু বা প্রভাত বাবুর কথা। ওঁদের কেউ যদি রাত্রে গিয়ে আমাদের ওখানে থাকেন ত ভালো হয়, ওখানেই ঘুমিয়ে থাকবেন, দরকার হ'লে আমরা জাগিয়ে দেব।

ললিত মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ,...বেশ ভালো!

সবাই একবার ললিতের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার এমন করিয়া হুঁ বলাটা কেউই যেন পছন্দ করিল না। অশোক বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল, সে ধীর কণ্ঠে কমলকে বলিল। আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়ে বলো—আমি যাব। আজ থেকেই যাবো, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে যাব।

কমল প্রভাতের দিকে তাকাইয়া বলিল, আপনারা দু'জন যদি পালা করে যান, তা' হ'লে কারোই কষ্ট হয় না।

আচ্ছা হবে'খন, তুমি এসো—আমরা যা' হয় ব্যবস্থা করবো।

আচ্ছা তা' হ'লে আমি আসি—বলিয়া কমল চলিয়া গেল।

কমল চলিয়া গেলে অশোক ও প্রভাতের ভিতর আলোচনা হইল কে কবে আসিবে, অথবা দুই জনেই আসিবে— পালা করিয়া রাত জাগিবে ? কলিকাতার এক প্রান্ত শ্যামবাজার হইতে রোজ রাত্রে খাওয়া-

দাওয়ার পর এতদূর আসিয়া রাত কাটানো আবার সকালে যাওয়া—, আবার স্কুলে আসা আবার যাওয়া—সত্যই কষ্টকর; তাই ঠিক হইল অশোকই আসিবে, যেদিন তার শরীর খারাপ থাকে বা অন্য কোন অসুবিধা হয়—সেইদিন শুধু প্রভাত আসিবে।

প্রভাত ও অশোক দুই জনাই সত্যবাবুর ছাত্র; এই জন্যই তাহাদের দু'জনকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে। ললিত কিন্তু কথাটা শুনিবামাত্র প্রথম হইতেই গুম হইয়া বসিয়া আছে। টিফিনের ঘণ্টা শেষ হইলে সবাই যখন মৌলভীর ঘর ছাড়িয়া উঠিতেছিল— তখন সেপ্‌টীভালবের ধূম্র উদ্গীরণের মত তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, একেই ত মা মনসা তাতে আবার ধূনোর গন্ধ!

কথাটা শুনিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। মুখর অশোক শুধু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, কেন, ললিত বাবু এত হিংসে কেন আপনার? আমরা দু'জনাই যে ওর ছাত্র— তা জানেন ত!

মৌলভীর ঘরের মধ্যাহ্ন-সভা সেদিন একটু তিক্ততার সহিতই শেষ হইল।

স্কুলের ছুটির পর অনুপম হরেন বাবুর সাদর আহ্বানে তাহাদের বাড়ীতে চলিল। রেল লাইন পার হইয়া কয়েকখানা কাঁচা পাকা ঘর, তাহার পর একটা বড় জলার উত্তর পাশ দিয়া একটা নাতিদীর্ঘ কাঁচা পথ, তাহারই শেষ প্রান্তে একটা মস্ত বড় তেঁতুল গাছ ও ছোট্ট একটি বাঁশ-ঝাড়ের পাশে টিনের একটা দোতালা বাড়ী। দোতালার দু'টি ঘর লইয়া হরেন বাবু থাকেন। নীচের দুটি ঘরে দু'জন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী ভাড়াটে। পাঁচ ছয় বছরের একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে দোতালার

বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, হরেন বাবুর সহিত অনুপমকে আসিতে দেখিয়াই সে আনন্দের আতিশয্যে একবার ও—মা—বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন কণ্ঠে হয়ত অনুপমের আগমন বার্তাই ঘোষণা করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকখানা কচিমুখ বারান্দায় আত্মপ্রকাশ করিয়া তখনই ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের বেশ একটু আনন্দ বোধ হইল: বহুদিন পরে সে যেন দেশে ফিরিতেছে, বাড়ীর ছোটরা যেন তাই আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এ যেন তার আপন ভাইপো ও ভাইঝির সানন্দ অভ্যর্থনা।

হরেন বাবু অনুপমকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশ এগারো বছরের একটি মেয়ে মেঝের উপর একটা সতরঞ্চ পাতিয়া দিয়া গেল।

বসুন, অনুপম বাবু, বসুন।

অনুপম আসনে গিয়া বসিল। একটি ছোট ছেলে ও তাহার চেয়ে কিছু বড় একটি মেয়ে সতরঞ্চের কাছে মেঝেতে আসিয়া বসিল। ছেলেটি অনুপমকে লক্ষ্য করিয়া দিদিকে বলিল, কাকু!

না, কাকু নয়, কাকা বাবু!

ড্যাবা ড্যাবা চোখ বাহির করিয়া ছেলেটি দিদির কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, কাকু।

অনুপম বলিল, হাঁ, আমি কাকু, তুমি এসো আমার কাছে।

ছেলেটি লজ্জা পাইয়া একটু মুখ নীচু করিল, তারপর মুখ না তুলিয়াই ধীরে ধীরে অনুপমের কোলের কাছে আসিয়া বসিল।

হরেন বাবু গৃহিণীর উদ্দেশ্যে হাঁকিলেন, শুনছো, ওগো, এদিকে একবার এসো, দেখে যাও কাকে ধরে এনেছি আজ!

সদ্য-পাট-ভাঙ্গা ফিকে ধূপ-ছায়া রঙের একখানা সাড়ী পরিয়া ধীর পদক্ষেপে গৃহিণী আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইলেন। মুহূর্তের জন্য অনুপম একটু বিহ্বল হইয়া পড়িল ঃ হরেন বাবুর স্ত্রী যে এইরূপ হইবে—অনুপম ঠিক তেমন যেন আশা করে নাই। অনুপম এক মুহূর্তে নিজেকে ঠিক করিয়া লইয়া বলিল, বৌ-দি বুঝি! নমস্কার বৌদি।

ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে আর দু'খানি হাত সবিনয় নমস্কারের ভঙ্গীতে মিলিত হইল।

আপনাদের কথা শুনে অনেক দিনই আসতে ইচ্ছা হয়েছে,—

কই আর আপনি আসেন? আমি কতদিন ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি। উনি প্রায়ই আপনার কথা বলেন, তা ছাড়া কত কষ্ট করে আপনি সেদিন—

অনুপম বলিল ঃ ওঃ, সেই জিনিস পত্তর কেনা কি আর কষ্ট! এক সঙ্গে কাজ করি আমরা, এইটুকু যদি পরস্পর সাহায্য না করা হয় তবে আর—

আপনার কেনা কাপড় চোপড়ের সবাই তারিফ করেছে, আলোয়ানটা দেখে মা কত খুশি।

অনুপম বুঝিল পাওনার বেশি তাহার পাওয়া হইয়া যাইতেছে, বলিল, আপনিও দেখছি হরেনদার মত বাড়িয়ে কথা বলেন।

হরেন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ঃ না, না, মোটেই না, আপনার পছন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছে ওদের বাড়ীতে। তারপর গৃহিণীকে চোখের ইঙ্গিতে কি জানাইয়া মুখেও বলিয়া উঠিলেন, বুঝছ না, স্কুলের ছুটির পর মুখে কিছু না দিয়েই এখানে এসেছেন—

অনুপম বলিল, এই সব অভিসন্ধি বুঝি আপনাদের?...কিছ্ছু দরকার নেই বৌদি,...এক কাপ চা শুধু যদি পারেন—

আপনারা কথা বলুন, আমি একখুনি আসছি—বলিয়া বৌদি তখনই অন্তর্হিত হইলেন।

দশ পনের মিনিট পরে আবার যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখা গেল হাতে তার এক প্লেট গরম লুচী, বেগুন ও আলু ভাজা। সঙ্গে রহিয়াছে তার প্রথমা কন্যা, এক হাতে তার এক বাটী ক্ষীর, আর এক হাতে চিঁড়ের পায়েস। যে মেয়েটি প্রথম তার ছোট ভাইটিকে সঙ্গে করিয়া অনুপমের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল সে বহন করিয়া আনিল একখানা সুদৃশ্য আসন, আর দু'টি সুপুষ্ট পাকা সবরী কলা। আসন পাতিয়া খাবারগুলি যথাস্থানে রাখা হইল। অনুপম দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, এ সব কি আমার জন্যে না কি?

হরেন বাবু হাত জোড় করিয়া বিনয়পূর্বক কহিলেন, এ অতি সামান্য, বিদুরের বাড়ীর খুদ।

সামান্য কি মশায়, গরিব মাষ্টারের পেটে এ সব সইবে কেন? একখানা টোষ্ট আর এক পেয়ালা চা খেয়ে যাদের বিকেল কাটে, তাদের এ সব অনাচার সইবে কেন?

আরে থামুন না মশায়, থামুন,—লেক্‌চার দেবেন স্কুলে গিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বসে পড়ুন দেখি। ও সব এসেছে ওর বাপের বাড়ী থেকে—আর সেখান থেকে বার বার করে' ওকে বলে দিয়েছে আপনাকে ডেকে আনতে,—তাই ত! আর জন্মে বোধ হয় আপনি আমাদেরই কেউ ছিলেন, নইলে—!

অনুপম আর তর্ক না করিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিল, নইলে

এত শীগ্‌গির আপন হয়ে গেলাম, এই ত!...আপন হ'য়ে যাচ্ছি আপনাদের গুণে, আপনাদের সৌজন্যে ও সহৃদয়তায়।

অনুপম খাইতে বসিল।

হরেন বাবু বলিলেন, জানেন, অনুপম বাবু, আমরা সামাজিক জীব, এসেছি সব পাড়াগাঁ থেকে, আত্মীয়-স্বজন সব দূরে রেখে এসেছি, এখানে নতুন করে আত্মীয়-স্বজন গড়ে না নিতে পারলে বাঁচব কি করে, জীবনটা ত এমনি করেই বিদেশে বিদেশে কেটে যাবে, হয়ত বা সারা জীবন এই স্কুলেই কেটে যাবে। আর দেখেছেন ত স্কুলে কেবল দলাদলি, হিংসাদ্বেষ, প্রাণ আমাদের অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। আপনি ত অল্পদিন এসেছেন, কিছুদিন যা'ক তখন বেশ ভালো করেই বুঝতে পারবেন: এ যেন একেবারে শত্রুপুরী!

ভালো করিয়া না বুঝিলেও অনুপম তাহার খানিকটা ইহার মাঝেই বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সে বলিল, সেই জন্যই হয়ত ভগবান্ মরুভূমির মাঝে ওয়েসিস্ সৃষ্টি করেছেন, শত্রুপুরীর মাঝে পড়েও আপনাদের মত আত্মীয়ের দেখা মেলে।

হরেনবাবু আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসিলেন: সেটা উভয়তই,—বুঝলেন অনুপমবাবু, সেটা উভয়তই, আপনার মত বন্ধু পাওয়া আমাদেরও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

গৃহিণী এইবার ফিকে নীলরঙের পেয়ালায় গরম চা লইয়া আসিলেন।

অনুপম হাসিয়া বলিল, শুনেছি—সেকালে দেবতারা নাকি না বললেও মানুষের মনের কথা বুঝতেন, এ কালেও দেখছি—

মুখের কথা কাড়িয়া হাসিয়া হরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, এ কালেও তারা সে গুণটা একেবারে হারান নি। তাই ত বেঁচে আছি, মশায়!

সৌভাগ্যবান্ আপনি।

হরেনবাবুরও খাবার ও চা আসিল। ছেলেপিলে তার মায়ের সঙ্গে খাবারের পাট শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া ভিড় করিয়া বসিল। গৃহিণী ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন। মেজ মেয়ে মায়ের কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, মা, কাকাবাবু গান গাইবেন না ?

মা বলিলেন, তা গাইবেন বই কি, তোমরা বলো।

কথাটা অনুপমের কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে বলিল, কি সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে ?

হরেনবাবু হাঁক ছাড়িলেন, আরে আভা হারমোনিয়মটা নিয়ে আয় ত !

অনুপম আপত্তির সুরে বলিল, সে কি মশায়, এমনি করে ভর পেট খাইয়ে—গান ? আমার ত একেবারে নড়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। তবে হারমোনিয়ম আনাতে চা'ন, আনান, বৌদির গান শোনা যাবে।

বৌদি বলিলেন, আপনার কাছে নতুন গান শুনে শিখে নেবো আশা করে আমি বসে আছি।

হারমোনিয়ম আসিয়া গেল।

অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হইল বৌদিই আগে গাহিবেন, অনুপমের খাওয়াটা সত্যই একটু বেশি হইয়া গিয়াছে।

গানের আসরে গান গাওয়া অথবা ঘরের কোণে একা একা বসিয়া গান গাওয়া এক কথা,—যা মনে আসে গাওয়া যায়, কিন্তু নতুন পরিচিত তরুণ তরুণীর মাঝে কাহাকেও আগে গান গাহিতে হইলে অনেক হিসাব করিয়া গান গাহিতে হয় : গানের ভাষা শুনিয়া কেহ কোন কিছু সন্দেহ করিবার সুযোগ না পায়। বৌদি হারমোনিয়মটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া গাহিলেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি—কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।

... ...

গানটি অতি পরিচিত পুরাণো হইলেও অনুপমের অসম্ভব ভালো লাগিল। গায়িকার কণ্ঠমাধুর্যে সে মুগ্ধ হইল। গান গাওয়া ও শোনা অনুপমের এক দারুণ নেশা। জীবনে অনেক লোকের গান সে শুনিয়াছে কিন্তু এমন দরদ দিয়া গান গাহিতে সে অতি কমই শুনিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিল তাহার নির্বাচন।

এইবার অনুপমের পালা। গুরুভোজনের অজুহাতে অনুপম রেহাই পাইল না। প্রথম-পরিচিতা অন্য ঘরের তরুণী বধূর নিকট গান গাহিবার প্রয়োজন হইলে কথা নির্বাচনে বিপদ আছে, অনুপম তাই বুদ্ধি করিয়া খেয়াল ধরিল। কোন সে আদি কাল হইতে মানুষ শুধু সুরের ভিতর দিয়া নিজের মনের হর্ষ-বেদনা নিবেদন করিবার রীতি আয়ত্ত করিয়া আসিতেছে, কথা সেখানে অনাবশ্যক,—অথবা অকিঞ্চিৎকর। সুর পঞ্চমে বাঁধা তানপুরার গুরু-গম্ভীর আওয়াজের মত কণ্ঠে অনুপম পূরিয়ার আলাপ করিল। হরেনবাবু মাথা নাড়িয়া হাতে টোকা দিয়া তাল দিতে লাগিলেন, তালে তালে গৃহিণীর পায়ের আঙ্গুলগুলি নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল। গান শেষ হইলে দুইজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, চমৎকার!

হরেনবাবু বলিলেন, একেবারে যে ওস্তাদ লোক, মশায়। তা' আর একখানা হ'ক।

ছেলেপেলে বলিয়া উঠিল, এ গান না, বাংলা, এ সব কিছু বুঝিনা আমরা।

হরেনবাবু স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন।

বাংলাই ভালো, আমারও দুই চা'রটে নতুন গান শেখা হ'য়ে যাবে, এখানে এসে এবার একটাও নতুন গান শেখা হ'ল না!—আবদারের ভঙ্গীতে গৃহিণী হরেন বাবুর দিকে চাহিলেন।

হরেনবাবু অনুপমের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, মশায় শুনুন কথা, তিনখানা খাতা ভর্তি ওর বাংলা গান, তবুও কেবল বলেন—আরও গান চাই, নতুন গান—

অনুপমও হাসিয়া বলিল আমি যে গান গাইতে যাব সে হয়ত ওঁর কাছে পুরাণো, ওর খাতায় হয়ত সে গান অনেকদিন আগেই স্থান পেয়েছে।

তা' হ'ক, আপনি গা'ন।

প্রথম গানের পর অনুপমের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, সে হারমোনিয়মে সুর দিয়া ধরিল—

সেদিন আমায় বলেছিলে, আমার সময় হয় নাই—সময় হয় নাই (রে)—

ফিরে ফিরে, ফিরে ফিরে, (ওগো) ফিরে ফিরে আমি চলে গেনু তাই।

সেদিন সাঁঝের বেলা, বনে মল্লিকার মেলা

পল্লবে পল্লবে, ওগো উতলা সদাই।

ওদিকে মায়ের ইঙ্গিতে আভা কাগজ পেন্সিল আনিয়া দিল, অনুপমের গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান টোকা হইতে লাগিল। অনুপম আপন মনে গাহিয়া চলিল—

আজি এল, ওগো, হেমন্তেরি দিন,

কুহেলি বিহীন—কূজন বিহীন;

বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি!

দিন শেষে, পারে বসে পথ-পানে চাই ওগো, পথ-পানে চাই।

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরেনবাবু সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, চমৎকার!...আর একটা হ'ক।

গান গাহিয়া অনুপমের ঝোঁক আসিয়া গিয়াছিল, আপত্তি না করিয়া সে আর একখানা গাহিল। ইহার পর অনুপমের অনুরোধে হরেনবাবুর স্ত্রী পর পর তিনটা গান গাহিলেন। অনুপম মুগ্ধ হইয়া বলিল, সত্যি বৌদি, এমন দরদ আমি অতি কম গলায় শুনেছি।

বৌদি লজ্জিত হইলেন।

ইহার পর দুই চা'রটি সাংসারিক কথা হইল: অনুপমের কে কে আছেন, অনুপম বাসা করে না কেন?...হরেনবাবুর বাসার কাছাকাছি কোথায়ও অনুপমের বাসা হইলে বেশ হয়। অনুপম টিউসন করে কি না?...মেয়ে না ছেলে পড়ানো?

প্রসঙ্গ এইখানে উপস্থিত হইলে হরেনবাবু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না: মেয়ে পড়ানোতে ওঁর বড় ভয়!

যাও!

কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া গৃহিণী পলাইয়া গেলেন। দুই জনেই হাসিয়া উঠিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনুপমের এইবার বিদায়ের পালা। ছেলেপিলেদের একটু আদর করিয়া অনুপম বিদায় চাহিল। গৃহকর্ত্রী আসিয়া বলিলেন, আসবেন। ছেলেপিলেরা অনুপমের জামা কাপড় ধরিয়া বলিল, আবার কবে আসবেন কাকাবাবু?

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পথে অনুপম আর একবার শুনিল, হরেনবাবুর গৃহিণী বলিতেছেন, আসবেন কিন্তু! অনুপম পিছন ফিরিয়া দেখিল অতি নিকট আত্মীয়ের মত তিনি সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া তাহার গমন পথ লক্ষ্য করিতেছেন। এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় অনুপমের হৃদয়

পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিরুপমা ও পিসীমার জন্য কতদিন পরে অনুপমের মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

হরেনবাবু অনুপমকে আগাইতে নীচে আসিলেন। অনুপম বলিল, কিছু মনে করবেন না হরেনদা',...বৌদির বয়সটা কত হবে ?

হরেনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বয়স ?

হাঁ, আমার জিজ্ঞাসা করবার কারণ হচ্ছে, আপনাদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি, উনি যদি আমার কিছু বড় হ'ন তা হ'লে আমি ওঁকে দিদি বলে ডাকতে চাই, নইলে অবশ্য বৌদিই বলতে হ'বে !

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বয়স কত হ'বে ?

আমার ?...তা ধরুন ছাব্বিশ।

তা'লে আপনি কিছু বড়ই হবেন, ছাব্বিশ পূরতে ওর এখনও কয়েক মাস দেরি আছে।

তা'লে আমার বৌদিই বলতে হ'বে, মোট কথা সম্বন্ধটা আমি একটু ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চাই। এই নির্বান্ধব সহরে এসে শুষ্ক কর্তব্য করে করে যেন আমরা এক একটি 'মেশিন' হয়ে উঠছি, মেয়েদের স্নেহের সংস্পর্শে না এলে আমাদের সত্যিকার রূপটা ধরাই পড়ে না। আজ বৌদির হাতের খাবার খেয়ে আমার পিসীমা ও বোনের জন্য মন কেমন করছে।

বাসা করুন, মশায়, বাসা করুন। তারপর দেখে শুনে একটা বিয়ে করে ফেলুন। বোন পিসীতে কি আর মানুষের হৃদয়ের সকল সাধ মেটে—হাঁ !

—বলিয়া হরেন বাবু নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

অনুপম ইহার কোন পাল্টা জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল বৌদির নামটা কি ?

হরেন বাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, বৌদির নাম ?...আপনার বৌদির নাম হচ্ছে—কনক-লতা।

অনুপম হাসিয়া বলিল, তা নামটা ঠিকই হয়েছে, বাপ মায়ের রুচির প্রশংসা করা যেতে পারে।

কেন ?

রং আর দেহের গড়ন দেখে মনে হয়—ঐ নামই ওঁর ঠিক হয়েছে। নাম নির্বাচনও একটা 'আর্ট'—কি বলেন ?

হরেন বাবু হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিক, আমি ওর নাম রেখেছি—লতিকা,—বুঝলেন না লতারই মত—!

পতি-সহকারে জড়িয়ে—

হরেন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাঁ বুঝবেনই ত কবি মানুষ আপনি...ছেলে মানুষ—সব কথা ত আপনার সাথে আলোচনা করতে পারি না।

তা ঠিক !

কথায় কথায় কিছুদূর আগাইয়া হরেন বাবু অনুপমের কাঁধে একটি সস্নেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, আসবেন মাঝে মাঝে—কেমন ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়,—বৌ-দি যে লোভ দেখিয়ে দিলেন—খাবার,—আসবো না ! —বিদায়ের পূর্বে দুইহাত জোড় করিয়া অনুপম কপালে তুলিল।

হরেন বাবু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিলেন, থাক হয়েছে ও সব ফর্মালিটি আমার ভালো লাগে না, মশায় ;—ও সব প্রথম পরিচয়েই প্রয়োজন হয়। আমরা কি সে সব অবস্থা ছাড়িয়ে আসি নি !

কথাটা শুনিয়া অনুপম প্রথম একটু হতভম্ব হইল, তারপর যখন বুঝিল তখন খুশিই হইল, বলিল, তা'লে আসি হরেন দা ?

আসুন !

আবার আসুন কেন ? বলুন, এসো।

হরেন বাবু আবার প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা এসো ভাই, এসো। সত্যিই মাঝে মাঝে এসো কিন্তু !

নিশ্চয়, নিশ্চয় ! সে কথা আবার বলতে !

ইহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই মাসে স্কুলের অনেক ব্যাপার অনুপম লক্ষ্য করিল, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল। স্কুলের এক মেম্বার মিঃ তলাপাত্রের বাড়ীতে—অনুপমের একটি নতুন টিউসন জুটিয়াছে। এইটি নিয়া অনুপমের দুইটি টিউসন হইল। এখানে পড়াইতে হইবে একটি- মেয়েকে। বিশেষ করিয়া ইংরেজী পড়াইতেই অনুপমকে লওয়া। সময় দেড় ঘণ্টা—সন্ধ্যায়, বেতন ৩০৲। সেক্রেটারীর সুপারিশেই কাজটা জুটিয়া গিয়াছে। অনুপম টিউসনটা পাইয়া খুব খুশি হইয়াই উঠিয়াছিল ঃ পূর্বেকার টিউসন—এ ২৫৲ ও এ টিউসন্ এ ৩০৲,—৫৫৲ টাকা হইল ; এইবার নিরুপমা ও পিসীমাকে আনা চলিবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝিল—তাহার এ আনন্দ নিরঙ্কুশ নয়। মনস্কান্ত বাবু তাহার নামে অনেক কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছেন। উত্তেজিত হইলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না, তাই তাহার গাত্রদাহ প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছে। তিনি সময়ে অসময়ে আজকাল যাহা বলিয়া বেড়ান—তাহার দু-একটি কথা সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ শুধু নিজের গাঁয়ের লোক বলিয়াই—মিঃ তলাপাত্র মনস্কান্ত বাবুকে এতদিন অল্প বেতনে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, নইলে চার চারটি ছেলে মেয়েকে পড়াইয়া লইয়া বেতন দিবার বেলায় ২৫৲। বেতন দিবার সামর্থ্য যে তাঁহার নাই—এ কথা ত কেহই বলিতে পারিবে না।

আজ অনুপম বাবুকেই শুধু একটি মেয়ের জন্য তিনি ৩০৲ বেতন দিয়া রাখিলেন। যাহাকে ক্লাস ফাইভ হইতে পড়াইয়া তিনি ক্লাস সিক্‌স্ অবধি তুলিলেন, প্রতিবারই যে ষ্ট্যাণ্ড করিয়া উঠিল, আজ হঠাৎ তিনি তাহাকে ইংরাজী পড়াইতে পারিলেন না—আশ্চর্য! আরও আশ্চর্য চার জনকে বছরের পর বছর পড়াইয়া তিনি ৫৲ টাকা বেতন বাড়াইতে পারেন নাই, অথচ একজন অকস্মাৎ একদিন আসিয়া ৩০৲ টাকা বেতন পাইয়া বসিল। মনস্কান্ত বাবু ইংরাজী কম জানেন—এ কথা ত কেহ কোনও দিন বলে নাই,—দশ বৎসরের উপর তিনি মাষ্টারী করিতেছেন! এক্সপিরিয়েন্স বলিয়াও ত একটা জিনিষ আছে!... তা নয় এর মাঝে ব্যাপার আছে মশায়!

এ সবের কিছু কিছু অনুপমের কানেও আসিয়াছে। শুনিয়া অনুপমের একবার মনে হইয়াছিল—এ টিউসন সে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সেক্রেটারী মশায় এর মাঝে আছেন, তাই ভাবনা হয়। একদিন সে প্রভাতকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। প্রভাত বলে, তুমি ক্ষেপেছ! এখানে কাজ করতে গেলে অমন কত কথা শুনতে হবে তোমার। তা ছাড়া সেক্রেটারী তোমায় কাজ দিয়েছেন, মনস্কান্ত বাবুকেও সেখান থেকে ছাড়ানো হয় নি; আগে চারজন পড়িয়ে যে টাকা পাচ্ছিলেন এখন তিনজনকে পড়িয়ে সেই টাকা পাচ্ছেন তিনি। মিঃ তলাপাত্রের জন্যই ত ওর চাকরি এখানে, নইলে কে পুছ্‌তো?

যাহা হউক ব্যাপারটা কাঁটার মত অনুপমের মনে বিঁধিয়া থাকে। ইহাতে তাহার স্বাধীনভাবে কিছু করিবার থাকিলে সে যেন একটু শান্তি পাইত।

ছেলেদের সম্পর্কেও অনুপমের মনটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে: সত্যবাবু অবশ্য সুস্থ হইয়া স্কুলে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার

অনুপস্থিতি-কালে নন্দ বাবুকে লইয়া কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল। সত্য বাবুর ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে যে পিরিয়ড ছিল তাহা নন্দ বাবুকেই নিয়মিত ভাবে লইতে হইত। নন্দ বাবু ঐ ক্লাসে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে এক বিরাট সোরগোল সুরু হয়। মাঝে মাঝে শিয়াল কুকুরের ডাক শোনা যায়। ক্লাস হইতে বাহির হইবার সময় নন্দ বাবুকে যে কাণ্ড করিতে হয় তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। প্রত্যেক মাষ্টারেরই দু'একবার সে দৃশ্য দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। নন্দ বাবু সম্মোহন করার ভঙ্গীতে দু'একটি ছাত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পিছাইয়া আসিতে থাকেন। ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যেই তিনি পিছন ফিরেন অমনি এক সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ কণ্ঠে বেড়াল কুকুর ডাকিয়া ওঠে, সমস্ত স্কুলের মাঝে সঙ্গে সঙ্গে এক তুমুল হর্ষধ্বনি পড়িয়া যায়। অনুপম প্রথম প্রথম কেবলি ভাবিত, ইহার প্রতিকার হয় না কেন?

স্কুলের 'ডিসিপ্লিন' কিসে ভাল করিয়া তোলা যায় তাহা লইয়া এক শনিবার স্কুলের ছুটির পর শিক্ষকদের সভা হইল: টিচার্স বোর্ডের সভা। আশ্চর্য,—উপায় নির্দেশের প্রথম বক্তা হইলেন--- নন্দ বাবু। নন্দ বাবু সবাইকে একবার নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমার মনে হয়, ধমক নয়, বেত নয়, 'ফাইন' নয়—শুধু একমাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে ছেলেদের শাসন করা যেতে পারে, চেষ্টা করলে এটা সবাই অভ্যাস করতে পারেন। অনুপম তাকাইয়া দেখিল অতি তরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি প্রাচীন পর্যন্ত সকলেই অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিতেছেন।

কেহ বলিলেন, বেত, মশায়, বেত, একমাত্র বেত ছাড়া এর আর দ্বিতীয় ওষুধ নেই। লাঠ্যৌষধি। সবাই বৈত্তিক নিয়মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন।

আর একজন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তারও বিপদ আছে। জানেন ত একবার বেত মেরে গুণেন বাবুর কি বিপদ হয়েছিল?... কোনও রকমে বেঁচে গেছেন। ভদ্রলোকের চাকরিটিই গিয়েছিল আর কি!...বেত মারতে হ'লে আপনাদের প্রত্যেক ছেলের সম্পর্কে বেশ ভালো করে খোঁজ করা চাই। ব্যাপারটা ত সবাই বুঝতে পারছেন! মানে—যারা হোমরা চোমরা বা কমিটির মেম্বারদের সাথে যাদের বিশেষ রকম দহরম মহরম আছে, তাদের ছেলেদের গায়ে যেন কোন রকম আঁচড় না লাগে।

প্রশ্ন হইল, তা'হ'লে মারতে হবে গরিবের ছেলেদের?...কিন্তু তারা ত প্রায় অপরাধই করে না, যত সব বড় ঘরের ছেলেরাই ত আপনাদের অতিষ্ঠ করে তুলছে!

তা' ঠিক! তবে ফাইন করুন।

মনস্কান্ত বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার তিনি মুখ খুলিলেন, তারও মুস্কিল আছে!

কি রকম!

আপনারা জানেন ত! ললিত বাবুর সেই ছাত্রটির কথাই ধরুন না! বিভাস মজুমদারকে 'মিস্‌কনডাক্ট'এর জন্য ফাইন করা হ'ল, সে অমনি জিজ্ঞেস করলে, কত সার?

তোমাকে একটাকা ফাইন করা হ'ল।

এই নিন, সার,—বলে তখ্‌খুনি সে টাকাটা ঝনাৎ করে টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। কি করবেন আপনারা?

সে কথা হায়ার অথরিটি'কে জানানো হ'ল না কেন?

জানানো হয়েছে, তাতে কিছু ফল হয় নি, উল্টো তাকে শুনে আসতে হয়েছে, তিনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না।

নন্দ বাবু প্রশ্ন করিলেন, এটা কার ক্লাসে হয়েছে মনস্কান্ত বাবু ?

মনস্কান্ত বাবুর উত্তেজনা তখন একটুও কমে নাই, তিনি বলিলেন কার ক্লাসে হয়েছে সেটা 'ইম্‌ম্যাটিরিয়াল', ধরুন না কেন আমার ক্লাসেই যদি হয়ে থাকে! কিন্তু তার ব্যবস্থা ত কিছু হ'ল না!

মনস্কান্ত বাবু মিছামিছি ব্যাপারটা নিজের কাঁধে লইলেন দেখিয়া হীরেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঘটনাটা আমার ক্লাসেই হয়েছিল, আমি অনেকের কাছেই—বলেছি, হেডমাষ্টার মশায় নিজেও এ জানেন।

নন্দ বাবু ব্যাপারটাকে জঘন্য করিয়া তুলিলেন দেখিয়া সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ধীরেন বাবু তাঁহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, আর ফাইন করেই বা কি হবে বলুন, আদায় ত হয় না! ফাইন করলেই ম্যানেজিং কমিটীর কোন মেম্বারকে ধরে সেক্রেটারীর কাছ থেকে হেডমাষ্টারের বরাবর এক চিঠি এনে হাজির করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ফাইন ত মাপ!...এ পর্যন্ত কত টাকা ফাইন করা হয়েছে, আর কত আদায় হয়েছে, তার হিসাবটা একবার দেখুন না!

হেডমাষ্টার মহাশয় এ পর্যন্ত চুপ করিয়া ছিলেন, তিনি এইবার বলিলেন, আপনারা ত অনেক কিছুই বল্‌লেন, এইবার আমারও কিছু বলা উচিত বলে মনে করি।

চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

আপনারা বলছেন—ফাইন আদায় করা হয় না; এ কথা আংশিক সত্য। এর জন্য অবশ্য আপনারা আমাকেই দায়ি করতে পারেন, কিন্তু আপনারা জানেন—আমিও সম্পূর্ণ স্বাধীন নই। কর্তৃ-পক্ষের অনুরোধ রক্ষা না করা আমার পক্ষে কত কঠিন! কোনও হোমরা চোমরা মেম্বার অথবা সেক্রেটারী যদি কারো জরিমানা রেহাই

করবার অনুরোধ করে চিঠি লিখে পাঠান, তা হ'লে আমার অবস্থাটা কি রকম হয় আপনারা অনায়াসে কল্পনা করে দেখতে পারেন!

ললিত অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিল, তা হ'লে কোনই উপায় নেই বলুন!

হেডমাষ্টার মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীর কণ্ঠে বলিলেন, আছে, উপায় আছে, সেই কথাই বলতে যাচ্ছি।...আপনারা প্রত্যেকেই যদি 'আনডিজায়ারেবল এলিমেণ্ট' এর একটি লিষ্ট তৈরী করে দেন, তা'হ'লে তাই দিয়ে আমি একটা বিশেষ ফাইল তৈরী করতে পারি। ওদের গার্জেনদের কাছে ওদের প্রথম অপরাধের বিবরণ দিয়ে এক একখানা চিঠি ছাড়া হবে। আবার অপরাধ করলে দ্বিতীয়বার আর একখানা চিঠি পাঠানো হবে, তৃতীয় বারের বার ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য লেখা হবে।

মনস্কান্ত বাবু বলিলেন, লেখা ত হবে, কিন্তু গার্জেন যদি ছাড়িয়ে না নেন!

না নিলে 'এ্যানুয়্যাল একজামিনে'র সময় আমরা হাতের মাঝে পাব, 'ট্রানস্‌ফার' লওয়াতে বাধ্য করাবো।

মনস্কান্ত বাবু বলিলেন, এদের 'ট্রানস্‌ফার' দেওয়াতেও বিপদ আছে।

কি রকম?

এখনও ত তবু এরা আমাদের হাতের মাঝে আছে, মনে মনে হয়ত একটু ভয় করেঃ কিছু একটা শাস্তি হ'তেও পারে; কিন্তু স্কুলের বা'র করে দিলে এরা আর একটুও তোয়াক্কা রাখবে না, একেবারে বেপরোয়া হ'য়ে জ্বালাতন সুরু করবে।...আপনি অল্পদিন এখানে এসেছেন, সব ব্যাপার জানেন না, এখানে সব রোমহর্ষণ ব্যাপার হ'য়ে গেছে।...বদমাস ছেলেদের 'অরগানাইসড টিরানী'র কথা

শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এখানকার মার্কামারা ছেলেরা এখান থেকে বিতাড়িত ছেলেদের সাহায্য নিয়েই—এ সব ব্যাপার ঘটায়!

কি রকম?

মনস্কান্ত বাবু হাত জোড় করিয়া বলিল, এখানে, স্যর, আমি সে সব বলতে পারব না, দরকার হ'লে অন্য সময় 'প্রাইভেটলি' আমি সে সব বলতে পারি,—এখন নয়।···ওরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কি রকম অত্যাচার করে তার পরিচয় ত আপনারা পরীক্ষার সময় বেশ ভালো করেই পান।

চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া ললিত বলিল, তা' হ'লে ত দেখতে পাচ্ছি কোন উপায়ই নেই!

অনুপম যেন ইহাদের মনের নগ্নমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইল। ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর যেন মস্ত বড় একটা বিরোধের ভাব অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা ত সত্য নহে; সকল ছেলেই যে একেবারে শান্ত সুবোধ অনুগত হইবে এমন কোন কথা নাই। বিভিন্ন প্রকৃতির ছেলের মন জয় করিতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে, সর্বোপরি থাকিবে একটা দরদী প্রাণ। শিক্ষকতা করিতে কেবল যে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন—অনুপমের তাহা মনে হয় না। কিন্তু যাহা প্রয়োজন বলিয়া তাহার মনে হয় তাহা বলিতে তাহার কেবলি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। বলিতে গেলে হয়ত অনেকেই তাহাকে ভালো চক্ষে দেখিবেন না। এতগুলি অভিজ্ঞ পুরাণো শিক্ষকের মাঝে তাহার কথাগুলি বিদ্রোহের মত শুনাইবে; সুতরাং সে চুপ করিয়াই রহিল। তাহার বাবার এক বন্ধু একবার একটি সুন্দর গল্প করিয়াছিলেন—আজ ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার সেই কথাটাই মনে পড়িতে লাগিল:

বড়লোকের বাড়ী। বৈঠকখানা ঘরে রীতি মত আড্ডা বসিয়াছে, কেহ গল্প করিতেছেন, কেহ ধূম্রপান করিতেছেন, একদল তাস খেলিতে বসিয়াছেন, একপাশে দাবা চলিতেছে। কেহ বা তাকিয়া ঠেস দিয়া—আরাম করিয়া গল্প শুনিতেছেন। এমন সময় বেহালা হাতে এক বৈরাগী 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া—আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীত-প্রিয় ধর্ম্মানুরাগী প্রাচীন যাঁহারা ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ হাঁকিলেন; তোমরা একটু চুপ করো হে, বৈরাগী ঠাকুরের এক খানা গান শুনি।

বৈরাগী মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, কিছু দরকার নেই বাবু, যদি গুরু-কৃপা থাকে তবে তাঁর আশীর্বাদী মন্ত্রই উনাদের গুরুর নাম শুনিয়ে যাবে—

—বলিয়া বৈরাগী বেহালায় ছড়ি লাগাইল। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানার সমস্ত কলরব যাদুমন্ত্রে থামিয়া গেল। খেলোয়াড়গণ খেলা রাখিল, গাল্পিক গল্পের কথা ভুলিয়া গেল। সকলে তন্ময় হইয়া বেহালার রাগিণীর সহিত বৈরাগীর মধুর কণ্ঠের গান শুনিতে লাগিল।

অনুপমের মনে হয় গুরু-কৃপা-প্রাপ্ত···এই বৈরাগীর সহিত সত্যিকার শিক্ষকের কোথায় সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেদিনকার সভায় কথাটা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

সভায় নতুন করিয়া কেহ কোন উপায় নির্দেশ করিতে পারিলেন না, সুতরাং হেডমাষ্টারের কথাই সকলে মানিয়া লইলেন। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে মনস্কান্ত বাবু শুধু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—ঠগ বাছতে শেষে গা উজাড় হ'বে না ত?···যাদের আপনারা বদমাস বলে মনে করেন তাদের সকলেরই তাড়িয়ে দিলে শেষে আপনাদের মাইনে মিলবে ত?···সেটা বেশ ভালো করে বিচার করে তবে রিপোর্ট দেবেন, মশায়!

হেডমাষ্টার আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রবীনের মাঝে ছিলেন —এক নন্দ বাবু, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, কোন কথাটাই আপনাদের মনে ধরে না, তা'লে আবার 'ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন'— করে চীৎকার করেন কেন ?

ললিত বলিল, আজ সত্যবাবু থাকলে বলতেন—কিছুর দরকার নেই, শুধু দিন গত পাপক্ষয়।

নন্দ বাবু শুনিয়া দুই ঠোঁট বুজিয়া তাহার চিরাভ্যস্ত মধুর হাসি হাসিলেন। সভার শেষ চিহ্নও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সেদিন কিসের একটা ছুটি ছিল। অনুপম ঘর দেখিতে বাহির হইল। রেল লাইনের ওপারে সস্তায় বাড়ী পাওয়া যায়, সে ইহা অনেকের মুখে শুনিয়াছে। হরেন বাবু তাহাকে একথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, এবং অনুপম তাঁহাদের প্রতিবেশী হইলে তিনি যে বাস্তবিকই খুশি হইবেন—একথাও সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। নিশ্চিন্ত মনে সে ঘর খুঁজিবে বলিয়া টিউসন সে সকালেই সারিয়া লইয়াছিল। দুপুরে একটু বিশ্রামের পরই সে মেস হইতে যাত্রা করিল। ট্রেন হইতে নামিয়া সমুখের রাস্তা ধরিয়া সে এক মাইলেরও বেশি ঘুরিয়া আসিল। রাস্তার দুধারে কাঁচা পাকা ছোট বড় কত বাড়ী দেখিল, দুই একটার ভাড়াও জানিয়া লইল। কিন্তু একা একা সে কোনটাই ঠিক করিতে সাহস পাইল না। হরেন বাবুকে সঙ্গে না আনিয়া সে কাহারও কাছে পাকা কথা বলিবে না। জায়গাটা অনুপম বেশ পছন্দ করিল। পাকা বড় রাস্তার গা হইতে কত সরু মোটা কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার দুধারে কত তাল নারিকেল গাছ; দূরে কোথাও বা বাঁশ বন। মাঝে মাঝে

ছোট বড় পুকুর—, তাহার ধারে ধারে ফুলের বাগান। এইখানে আসিয়া সহর আর পাড়াগাঁ যেন মিতালি করিয়াছে। অনুপমের প্রকৃতির সহিত এই জায়গাটার যেন খাপ খাইবে। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া অনুপম হরেন বাবুর বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া গেল ঃ ঐ সেই তেঁতুল গাছটা দেখা যায়!

সহসা মনে পড়িল এই বাড়ীতে তার আগেই ত আসিবার কথা ছিল। বউদি কনকলতার নিকট হইতে সে বার বার আসিবার আমন্ত্রণ পাইয়াছিল। এতদিন আর দু'একবার তার আসা উচিত ছিল! আজ প্রয়োজনের তাগিদে আসিয়া—সে কি করিয়া বলিবে, বৌদি আমি আপনার আমন্ত্রণে আসিয়াছি!

তবু যে মনটা আত্মরক্ষা করিতে চায়—সেই মনে অনুপম ঠিক করিল, প্রয়োজনের কথাটা সে আজ নিজে তুলিবে না, উঁহারা নিজে যদি কিছু তোলেন তবেই বলিবে।

হরেন বাবুর বাড়ীর সামনে আসিয়া অনুপম দেখে হরেন বাবুর সেজো মেয়ে একটা কাগজের ঠোঙায় কি যেন কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অনুপম তাহাকে ডাকিয়া বলিল, খুকী, শোনো,...তোমার বাবা বাড়ী আছেন?

খুকী অনুপমের কথা শুনিয়া একবার ফিরিয়া তাকাইল, তারপর তার কথার কোন জবাব না দিয়া হর্ষ-সূচক এক ধ্বনি করিয়া সিড়ীর পথে দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল। অনুপম নীচে হইতেই শুনিল খুকী উপরে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, বাবা, মা, কাকা বাবু এসেছেন!

হরেন বাবু উপরের বারান্দায় আসিয়া ডাকিলেন, এসো। আভা বাবার পাশে আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। 'অনুপম উপরে উঠিলে হরেন বাবু তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন।

ছোট ছেলেটি আসিয়া তাহার কাপড় ধরিয়া বলিল, কাকু, এসো। মেজো মেয়েটিও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৌদি কনক-লতা কিন্তু একবারও আসিল না। ছোট বারান্দা দিয়া ঘরে আসিবার সময় অনুপম দেখিয়া আসিয়াছে—বৌদি রান্নাঘরে উনানের পাশে বসিয়া কি যেন করিতেছে।

বসিয়া বসিয়া কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল, হরেন বাবু স্কুলের প্রসঙ্গ উঠাইলেন, মেজো মেয়ে অনুপমের একখানা হাত ধরিয়া বলিল, কাকা বাবু, গান গাইবেন না? বৌদি না আসিলে অনুপমের যেন আসর ঠিক জমিয়া উঠিতেছিল না। অনুপম ঠিক বুঝিয়া উঠিতেছিল না, সেদিন যিনি অমন সাদর সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন, আজ তার এমন অবহেলা কেন?

আভা আসিয়া এক মগ জল রাখিয়া বলিল, কাকা বাবু, হাত মুখ ধুয়ে নিন্ চা হয়ে গেল।

অনুপম একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া—মগ হাতে করিয়া ডাকিল, আভা?

আভা তার মায়ের কাছে রান্নাঘরে যাইতেছিল, ফিরিয়া সাড়া দিল, আজ্ঞে!

তোমার মা কি করছেন?

চা, খাবার টাবার করছেন—বলিয়া মৃদু হাসিয়া সে ছুটিয়া রান্না-ঘরে পলাইল।

অনুপম ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতেছিল না। তাহাদের বাড়ীতে সে আসিয়াছে এখনও তিনি একবার দেখা করিতে আসিলেন না, আভা হাসিয়া পলাইল। এ সবের অর্থ কি!

হাত মুখ ধুইয়া ঘরে আসিলে মেজো মেয়ে হাসিয়া কি যেন

বলিতে যাইতেছিল, হরেন বাবু সকৌতুক দৃষ্টি দিয়া তাহাকে বারণ করিলেন। অনুপম আরও বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

কি খুকী ?

খুকী আর বাপের দিকে একবার তাকাইল, তারপর তাঁর মুখ দেখিয়া সাহস পাইয়া বলিল, মা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন না !

কেন খুকী ?

আপনি এতদিন আসেন নি কেন ? মা আপনাকে কত করে আসতে বলে দিয়েছে।

ওঃ এই কথা !

—অনুপম খুকীকে ডাকিয়া বলিল, এসো ত খুকী তোমার মার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি।—বলিয়া খুকীর হাত ধরিয়া বলিল, চলো।

হরেন বাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে অনুপম খুকীর সঙ্গে ভাব করিবার জন্য বলিল, তোমার নাম যেন কি খুকী ?

খুকী প্রথমে একটু ফিক্ করিয়া হাসিল, তারপর বলিল, আমার নাম ? আমার নাম বিভা।

তোমার নাম বিভা ?···আভার বোন বিভা, বেশ ত !

আর আমার ছোট ভাইয়ের নাম পুতুল, খোকন, বড় হ'লে ওর আর একটা নাম হ'বে।

পুতুল—বেশ ত নাম !

বিভা অনুপমের হাত ধরিয়া রান্নাঘরের সামনে আসিয়া বলিল, মা, কাকাবাবু এসেছেন।···তুমি কাকাবাবুর উপর রাগ করো না, মা,···কাকাবাবু এবার থেকে রোজ আসবে।

বিভার কথা শুনিয়া অনুপম ও কনক দুই জনেই হাসিয়া ফেলিল।

অনুপম হাত জোড় করিয়া বলিল, সত্যি বৌদি, ক্ষমা চাইতেই এলাম, অন্যায় হয়ে গেছে আমার, নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কনক উনানের পাশে মুখ নত করিয়াছিল, মুখ নত করিয়াই কহিল, অন্যায় আর কি, আমরা আপনার কে যে আমাদের বাড়ী আসতে যাবেন আপনি ?

অনুপম আবার হাত জোড় করিয়া কহিল, অপরাধ হয়ে গেছে আমার, সত্যি ক্ষমা চাইছি।

কনকের মুখের রেখা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল। অনুপম বুঝিল দেবী প্রসন্না হইয়াছেন। বেশিক্ষণ রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া থাকা ঠিক নয়। অনুপম বিভার হাত ধরিয়া বসিবার ঘরে আসিল।

একটু পরেই চা আসিল। আভার হাতে এক প্লেট গরম লুচী, পটল, বেগুন ভাজা ও চিনি, কনকের হাতে চা।

অনুপম হাসিয়া বলিল, চা-টা আসরের জিনিস, সবাই একসঙ্গে বসলে বেশ হয়।

আস্‌ছি—বলিয়া কনক চলিয়া গেল। হরেন বাবুর চা ও খাবার আসিল। কনক ও ছেলে-পিলে রান্নাঘরে খাবার খাইয়া চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে আসিল।

কনক আসিলেই অনুপম বলিল, আমার না আসার আসল কারণ কি জানেন, বৌদি ? অনেকেই যাবার বেলায় আসতে বলেন, কিন্তু না এলেই খুশি হ'ন। আপনারা যে সে-দলের ন'ন সেই কথাটা বুঝতে পারি নি আমি, সেই আমার ত্রুটি।

বেশ ত, আসবেন না আপনি।

কি মুস্কিল, আমি, কি তাই বলছি না কি! এলেই যখন আপনারা

খুশি হ'ন, তখন আসবো বৈ কি! আসবো, এবং এত বেশি করে আসবো যে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠবেন আপনারা!

এই সুযোগে অনুপম হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল, একটা বাসা দেখে দিন না, দাদা, প্রতিবেশী হয়ে যাই আপনাদের, রোজই তা' হলে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে!

বাসা করা ঠিক করলে তা হ'লে!

করাই ভালো, কলকাতা থেকে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় রোজ। এখানে এলে বোনটারও একটু দেখাশুনা করতে পারি। পিসীমারও গঙ্গাতীরে থাকা হয়। আমারও একা একা থাকতে ভালো লাগে না আর!

কনক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল, দত্ত মশায়ের সেই ছোট বাড়ীটা দেখলে হয়।

আমাদের বাসা থেকে দূর হয়ে যায়।

বেশি কাছে কি উনি থাকতে চাইবেন!...বাড়ীটা ভালো কিন্তু, দু'খানা ঘর, খানিকটা জায়গা আছে, পিছনে পুকুর আছে। ভাড়াও সুবিধা।

কত ভাড়া?—অনুপম জিজ্ঞাসা করিল।

কনক স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমাদের কাছে ১২৲ টাকা চেয়েছিল, নয় গো?

হাঁ, ধরাধরি করলে আর এক টাকা কমেই হ'তে পারে।

অনুপম খুশি হইয়া কহিল, তা'হলে দাদা ওইটেই ঠিক করে দেবেন আমায়, কথা রইল—কেমন?

বেশ!...এখানে এলে টিউসনও আরো দু'একটা করতে পারবে।

কনক জিজ্ঞাসা করিল, টিউসন এখন দুটো বুঝি?

হাঁ, আপনি জানলেন কেমন করে?

তা জানি বই কি ?...আপনি আমাদের খবর না রাখলেও আমরা আপনার সকল খবরই রাখি।

তাই ত দেখতে পাচ্ছি।

আপনার ছাত্রীটি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে বুঝি ?

হরেনবাবুর হাসি পাইতেছিল, কোনও রকমে চাপিলেন, কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। কনক অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটা লেখাপড়ায় কেমন ?

ভালোই ত মনে হচ্ছে।

গান-বাজনাও শেখে না কি আপনার কাছে ?

না।...ওরা হয়ত জানেই না,—আমি গান-বাজনা জানি।

কলে কৌশলে একবার জানিয়ে দেখুন না। তাতে আপনার সুবিধাই হয়।

কি রকম ?

এক বাড়ীতেই দু'রকম টিউসন হয় ; লেখাপড়া আর গান-বাজনা— দুই দিক থেকেই কিছু কিছু টাকা আসে।

কথার ধারাটা যেন সহজ বলিয়া মনে হইতেছিল না, অনুপম একদৃষ্টে কনকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কনক বলিল, আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যাকালে বোধ হয় আপনার ছাত্রীকে গান শেখান, তাই আমাদের এদিকে আসতে সময় পান না!

অনুপম একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, সে সন্দেহ অমূলক।

কনককে ঠিক বুঝিবার উপায় নাই, সে হাসিতে হাসিতে বলিল : তা'হলে অনুগ্রহ করে আমাদেরই দু'একটা গান শোনান। যা ত আভা, ও ঘর থেকে হারমোনিয়মটা নিয়ে আয়!

অনুপমের মনটা ঠিক গান গাহিবার উপযোগী ছিল না। সে

ঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছিল না, আবার কিসে অপরাধ করিয়া ফেলে সেই ভয়ে না করিতে পারিল না।

হারমোনিয়ম আসিল।

অনুপম হারমোনিয়ম ধরিয়া দু'একবার এলোমেলো বাজাইয়া অবশেষে গান ধরিল—

বেদনারি বন্দনা মোর
তোমার ভুবন মাঝে,
সুন্দর হে ছন্দে তব
পরাণ মম বাজে।
ছন্দে দোলে শশী তারা সাগর নদী আপন হারা
আরতি মোর অশ্রুজলে
রইবে সকল কাজে।
বিশ্বভরা স্বপন-খানি বইছে শোন তোমার বাণী,
জীবন মরণ মাল্য হয়ে
চরণতলে রাজে।

হারমোনিয়ম আনিতে বলিয়াই কনক রান্নাঘরে গিয়েছিল। সেখান হইতেই গান শুনিয়াছে। গান শেষ হইলে সে আসিয়া বলিল, ঠাকুর পো, আজ এত বৈরাগ্য কেন ?

কেন বৈরাগ্য কিসে দেখলেন ?

এই যে অশ্রুজলে ভগবানের বন্দনা গাইছেন !

এ ত আমার কথা নয়, এ ত গান।

শুধু গান,—তবুও ভালো।

কনক খাতা পেনসিল লইয়া বসিল: আর একটা গান, কাজের ধুন্দে গানটা আমার লেখা হ'ল না।

অনুপম আবার গাহিল—

চলে মোর গানের ভেলা,
গগনে মিলিয়ে গেল আবীর খেলা।
চলে মোর গানের ভেলা।

আজি সে উজান টানে
চলেছে সুদূর পানে
কে বলে পিছন থেকে "নাইরে বেলা"।
কাজলি আঁধার রাতি তুচ্ছ আজি
উদাসী কি সুর প্রাণে উঠ্‌ল বাজি।
এ-ঘাটের মায়া ছাড়ি
কোথা আজ দিবো পাড়ি?
না-জানি জমবে কোথায় প্রাণের মেলা।

কনক গানটা টুকিয়া লইয়া বলিল, ঠাকুর পো রাগ করবেন না, আজ অনেক কথা শুনিয়েছি আপনাকে। প্রথম দিন এত করে আসতে বলে দিলাম, অথচ এতদিন আপনি এলেন না, তাই বড় রাগ হয়েছিল।

কথাটা শুনিয়া অনুপমের অন্তরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এক ঝলক রক্ত অকস্মাৎ আসিয়া তার মুখ কানকে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

—আরও দুই একটা গান শোনান, ঠাকুর পো, আমি লিখে নি।

অনুপম বলিল, আর আমার নয়, এবার আপনার গান শুনবো।

আপনি এতদিন আসেন নি, তারই শাস্তি নিতে হবে আপনাকে। আপনি আজ আমার গান শুনতে পাবেন না। এর পর যেদিন আসবেন আপনি, সেই দিনই গান গাইব আমি।

যদি কা'লই আসি।

এত সৌভাগ্য হবে আমাদের! যদি কা'ল আসেন, কা'লই গান গাইব আমি।

হরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, যা'ক তোমাদের সন্ধি হয়ে গেল তা' হলে?

দু' জনেই হাসিতে লাগিল।

অনুপম বলিল, হরেন-দা বাড়ীটা কা'লই আপনি তা হ'লে ঠিক করে ফেলুন, এখানে আস্‌লে রোজ সন্ধ্যায় বউদিকে এমন জ্বালাতন করে তুলবো যে শেষে তাড়াতে পথ পাবেন না।

হরেনবাবু বলিলেন, কাল স্কুলের ছুটির পর তুমি আমার সঙ্গে এসো, একেবারে বাড়ী দেখে বায়না করা যাবে।

বেশ!

কনক তাহার স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, তোমরা একটু গল্প করো, আমি একটু কাজ সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসছি, রান্না আমার হয়ে গেল প্রায়।

কনক চলিয়া গেলে হরেন বাবু ও অনুপমের মধ্যে ইস্কুলের কথা উঠিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ছেলেপিলে রান্নাঘরে তাহাদের মায়ের কাছে খাইতে গেল।

হরেনবাবু বলিলেন, স্কুলের ব্যাপার সব কেমন বুঝছ?

অনুপম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল, তারপর বলিল, আমি ত বিশেষ ভালো বুঝছি না।···এখন মনে হয়—এ লাইনে এসে ভালো করি নি। অথচ এই কাজই আমি মনে প্রাণে চেয়েছি, হরেন-দা। ছেলেদের ভালবেসে তা'দের সত্যিকার মানুষ ক'রে তুলবো। স্কুলের কথা ভাবলেই একটা 'আপ্‌-টু-ডেট্‌'—তপোবনের কথা মনে হ'ত আমার।

হরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, তপোবনই বটে! তোমাদের ছাত্ররা সব একলব্য আরুণি, উপমন্যু, সত্যকাম!

অথচ দেখুন—এ কালে ভালো হবার, মানুষ হ'বার, সত্যিকার উন্নতি করবার সুযোগ ছিল কত!

হরেনবাবু বলিলেন, একালে শিক্ষার সুবিধা যেমন হয়েছে, অসুবিধাও তেমনি আছে।

যথা?

সেকালে সহর থেকে রাজধানী থেকে অনেক দূরে নির্জন কোন বনভূমিতে থাকত শিক্ষার কেন্দ্র। বিলাস, প্রলোভন কিছুই সেখানে পৌছুতে পারত না। আর এখন তার উল্টো। সহরে রয়েছে থিয়েটার, বায়স্কোপ, খেলার মাঠ। জানলা খুলে পড়তে বসলে—অমনি সামনে বাড়ী থেকে রেডিও বেজে উঠ্‌লো, সামনের বাড়ী থেকে কোন মেয়ে গান গেয়ে উঠ্‌লো, কেউ বা নৃত্য সুরু করে দিলো। ছেলে বড় হ'লে রাস্তা থেকে কোনও মেয়ে হয়ত নয়ন-বাণ হেনেই গেল।...তুমি আসবার দু'একদিন পরেই ত আরতি রায়কে নিয়ে একটা ব্যাপার দেখেছিলে—নয়?

হাঁ।

সম্প্রতি আর একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। ফার্ষ্ট ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি হচ্ছিল, তার একখানা ধরা পড়েছে।

কই আমরা ত শুনি নি!

তোমরা আবার মৌলভীর ঘরে বসো কি না সব কথা তোমাদের কানে যায় না। হিমাংশু বলে যে ঢেঙা ছেলেটা খুব সাজগোজ করে আসে, তারই কীর্তি। স্কুলের খেলার মাঠে এসে সন্ধ্যে বেলায় আর ছেলেরা চলে গেলে এই কাণ্ডটা হ'ত। রায় বাড়ী আর স্কুলের মাঝে

যে পাঁচিলটা আছে তারই এক খোড়লের মাঝে চিঠি রাখা হ'ত। একটি ছোট ছেলে দেখতে পেয়ে হেড্‌মাষ্টারের কাছে দিয়েছে।

কিন্তু এ আপনারা রোধ করবেন কি করে?

সহরের আব-হাওয়ার মাঝে সত্যি এ রোখা যায় না। স্কুলের এলাকার ভিতর না হয়ে বাইরে এ সব ঘটলে আমাদের কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু যা ঘটেছে এতে লোক দেখানো কিছু ষ্টেপ্‌ও ত স্কুলের নিতে হবে।

এ সব ব্যাপার নিয়ে যত নাড়াচাড়া করবেন ততই জঘন্য হয়ে উঠ্‌বে, বাধা দিলেই দুর্বার হবে।

হরেন বাবু এ কথায় সায় দিয়া বলিলেন, তুমি যা বল্‌ছ, তা' ঠিক। কয়েক বৎসর আগে ফাষ্ট' ক্লাসের আর একটি ছেলেকে নিয়ে কি এক-জঘন্য ব্যাপারই হয়ে গেল।

অনুপম জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল।

ছেলেটি আরও এক ষ্টেপ এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ীর লোক ছেলেটিকে ধরে। সেক্রটারী ও হেড্‌মাষ্টার দু'জনার কাছেই নালিশ এল। সেক্রেটারী হেড্‌মাষ্টারের উপরই বিচারের ভার দিলেন। হেড্‌মাষ্টারের খাশ-কামরায় বিচার হ'ল, ভাগ্য-চক্রে সত্যবাবু ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা নিজের কাজে গিয়েছিলাম, হেড্‌মাষ্টার বসতে বল্‌লেন, তাই বসলাম।

ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালো, খুবই ভালো ছিল বলা যেতে পারে। আমরা সকলেই তাকে নিয়ে কিছু আশা করতাম। ব্যবহারেও কোনও দিন কোন দোষ দেখি নি। কিন্তু নির্যাতিত পশু আত্মরক্ষার জন্য যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে,—তার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, তারও অবস্থা হয়েছিল তেমনি। কোন স্কুলের ছেলের মুখে অমন কাটা কাটা কথা আর আমি শুনি নি।

হেড্‌মাষ্টার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ছেলেটির দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে ড্রয়ার থেকে ধীরে ধীরে সেই চিঠি খানা বের করলেন। সমস্ত ঘরে একটি থম্‌থমে ভাব। ছেলেটির চোখের সামনে চিঠিখানা মেলে ধরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

এ কার হাতের লেখা ?

আমারই ত মনে হচ্ছে।

আবার মনে হচ্ছে কেন, এ তোমারই চিঠি।.......বলো, এ চিঠি তুমি কেন লিখেছ ?

জানেনই ত, সার, আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

হেড্‌মাষ্টার গর্জন করে উঠ্‌লেন, জানেনই ত, সার !...

কি জানি আমি ? তুমি কোথায় কি নোংরামি করে বেড়াবে তাই আমি জানতে যাব ?

নোংরামি কিছু আমি করি নি।

মানে ?

এর আর কিছু মানে টানে নেই, যা আমি করেছি তাকে নোংরামি বলে না।

কথাটা শুনে হেড্‌মাষ্টারের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো। পাশের লিক্‌লিকে বেতখানা হাতে করে টেবিলের উপরেই সেটা একবার আস্ফালন করে তিনি বলে উঠ্‌লেন—পরের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছ, লাভ্‌-লেটার লেখা হয়েছে,...নোংরামি করো নি তুমি ? অনুমোদন পাবার জন্য হেড্‌মাষ্টার একবার আমাদের দিকে তাকালেন।

ছেলেটি কিন্তু একটুও না ভড়্‌কে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বল্‌লে, প্রেম করা নোংরামি নয়, আর এ সব কথা আপনাদের মুখে শুনতে পেলে সত্যি আমাদের হাসি পায়।

হাসি পাবার কারণ ?

আপনারা সবাই বিয়ে করেছেন। পাঁচ সাত আটটা করে ছেলে পিলে অনেকেরই। ছ'মাস আগে, শুনেছি, আপনার একটা ছেলে হয়েছে। ছ'মাস আর ধরুণ ন'মাস দশ দিন—এই দেড় বছর আগে আপনি বুড়ো মানুষ হয়েও—ছেলেরা ত সে দৃশ্য কল্পনা করে হেসেই খুন। বুড়ো কালে আপনাদের ঐ সব কাণ্ডগুলি যদি নোংরামি না হয়, তা হ'লে আমাদের ছেলেবয়সের প্রেম করাতেই—

অমনি সপাং করে বেত পড়লো কয়েক ঘা ছেলেটির পিঠের উপর।

ছেলেটি কিন্তু একটু'ও বিচলিত না হয়ে বলতে লাগলো, শুধু মারলে হবে কি, সার, আমার কথার উত্তর দিন। ছেলেদের চঞ্চলতার কথা তবু ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু আমাদের শিক্ষকের অসংযমের কথা আমরা ভুলি কি করে ?

হেড্‌মাষ্টারের চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলতে লাগলো। ছেলেটি কিন্তু নির্ভয়ে বলে যেতে লাগলো, সিকোয়েন্স অব টেন্স আর গজ শব্দের রূপ শেখান আমাদের, আমরা কিছু আপত্তি করবো না, কিন্তু মরালিটীর কথা শিখাতে আসবেন না, সার। আপনাদের কেউই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত ন'ন।

চোখ পাকিয়ে বেত উঁচু করে হেড্‌মাষ্টার ছেলেটিকে বললেন, তুমি বেরোও, বেরোও এখান থেকে। দেখি তোমায় আমি কিছু করতে পারি কি না !

ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, করতে আর পারবেন না কেন; করতে পারবেন অনেক কিছুই, কিন্তু আমার কথার উত্তর দিতে পারলেন না সে কথা মনে রাখবেন।

অনুপম বিষন্ন দৃষ্টি নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটির শেষে কি করা হ'ল ?

তা'কে অবশ্য রাসটিকেটেড করা হয়েছে, কিন্তু এই ত এখনকার ছেলেদের অবস্থা।

ছেলেটির মুখদিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে তাহার মাঝে তিক্ততা থাকিলেও হয়ত খানিকটা সত্যও রহিয়াছে অনুপম তাহাই ভাবিতে লাগিল। ছেলেদের এটা 'এডলোসেন্স পিরিয়ড'। সাধারণে যে কথাটা তলাইয়া ভাবিয়া দেখে না, ছেলেরা তাহাদের অতি কৌতুহলী দূরদৃষ্টি ও সুক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া তাহার মূল-গত কদর্থ বাহির করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করে। ইহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে হইলে নিজেদের চরিত্রে কোথাও কোন খুঁৎ থাকিলে চলিবে না। অনুপমের মনে পড়িল, অনুপমের মায়ের এক মামা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি আসিয়া প্রায়ই বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে শ্লোক শুনাইতেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তিনি একবার এক শ্লোক শুনাইয়াছিলেন—

'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'।

অনুপমের মনে হইল, নিজের জীবন যাত্রার দৃষ্টান্তই নৈতিক শিক্ষা-দানের একমাত্র সম্বল।

অনুপমের চিন্তাধারায় বাধা দিয়া হরেনবাবু বলিলেন, এই ত অবস্থা ভায়া ; বলো, এদের নিয়ে ডিসিপ্লিন্ রাখা কি সোজা কথা !

কনক তাহার কাজকর্ম সারিয়া ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে আসিয়া বসিল :

কি কথা হচ্ছে তোমাদের ?

হরেনবাবু বলিলেন, তিনটী ছোট ছেলেমেয়ে বাগে আনতে তুমি হিমসিম খেয়ে যাও, আর এক হাজার ঢেড়ে ছেলেকে বাগে এনে পড়াতে আমাদের কি কষ্ট পেতে হয়,—আমাদের এখন সেই আলোচনা হচ্ছে।

ওঃ।

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল, নন্দবাবু চোখের দৃষ্টি দিয়ে কেমন শাসনের প্রণালীটা বাৎলে দিচ্ছিলেন, মনে আছে ? অথচ ওর ক্লাসে দেখুন কি ব্যাপারটাই না হয় !

হরেনবাবু একবার প্রাণ খুলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ঃ তুমি এসে আর কি দেখছ, ওকে নিয়ে আগে যে সব কাণ্ড হয়েছে তা শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে !

কনক ছেলের গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল কি রকম ?

হরেনবাবু কনকের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, ধরো— একবার হ'ল নন্দ বাবু খাতা 'কারেক্ট' করছেন ক্লাসে বসে, ছেলেরা তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ঘণ্টা পড়লে তিনি যখন টিচার্স কমন-রুমে গেলেন, তখন দেখা গেল তার পকেটে কি একটা নড়ছে। আঁৎকে উঠে নন্দবাবু পকেটে হাত দিলেন, অমনি হাতটাকে অশুদ্ধ করে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ব্যাঙ। পকেটে হাতড়ে পেলেন একটা কাগজের ঠোঙা।

কনকের সঙ্গে সঙ্গে অনুপমও হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মনটা তাহার সত্যই খারাপ হইয়া গেল।

হরেনবাবু বলিয়া চলিলেন, আর একদিন নন্দবাবু বোর্ডে কি যেন লিখছেন অমনি হঠাৎ একটা চটী তার নাকের উপর দিয়ে এসে বোর্ডে লাগলো।

কনক এবারও হাসিয়া উঠিল, কিন্তু অনুপম গম্ভীর হইল।

কনক হাসিতেছে দেখিয়া হরেনবাবু উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিলেন, আর একবারের ঘটনা বলছি, শোন,—সে আরও প্যাথেটিক ঃ নন্দবাবু নিমন্ত্রণ খেয়ে রাত্রে মেসে ফিরছেন, যেতে হবে ঝাউ তলার পথে।

ঝাউতলা ট্রেণে আসতে দেখেছ ত ?...এখনকার ঝাউতলা আর তখনকার ঝাউতলায় অনেক তফাং। তখন রাস্তার দু'ধারে এখনকার মত বাড়ী হয়নি, আশে পাশে ছিল কচুবন আর ঝোপ। ট্রেণ না পেয়ে নন্দবাবু হেঁটে বাড়ী ফিরছেন, হঠাৎ কচুবনের ভেতর থেকে পাঁচ ছয় জন ছেলে এসে নন্দবাবুর কাপড় চোপড় সব কেড়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। শীতকাল —বেচারার দুর্দশার কথা একবার ভেবে দেখো। ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে শেষে কচুবনে আশ্রয় নিলেন। অনেক ডাকাডাকি করে বস্তি থেকে একটা গামছা জোগাড় করে—কোন রকমে লজ্জা বাঁচিয়ে ভদ্রলোক মেসে আসেন।

কনক মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে লাগিল। অনুপম বিশ্বাস করিতে না পারিয়া—বলিল, না, এ সত্যি নয় !

হরেনবাবু বলিলেন, 'ইয়েস্, মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইট ইজ এ্যাজ ট্রু এ্যাজ ইউ এ্যাণ্ড আই লিভ হিয়ার'। স্কুলের অনেকেই এ কথা জানেন তোমার বন্ধুবান্ধবের ভেতর যারা অনেক দিন এখানে আছেন, তাদের যে কেউকে জিজ্ঞাসা করলেই—এটা জানতে পারবে।

হরেনবাবু নিজে জানার কৃতিত্বে নিজেই হাসিতে লাগিলেন। অনুপম গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

দু' এক মিনিট পর হরেনবাবু বলিলেন, তোমরা বসো, গল্প করো আমি এইবার উঠি, নিশাচর-বৃত্তি রয়েছে যে আবার !

সে আবার কি ?

রাত্রে টিউসন্। তোমার ত আবার উষাচর-বৃত্তিও রয়েচে—নয় ?... তা' তুমি ত বুদ্ধিমানের মত সকালেই সেরে এসেছ !

অনুপম বলিল, আমিও উঠি তা হ'লে ?

না, মা, তা' কেন ! তোমার ত কাজের তাড়া নেই আজ, বসে গল্প কর।

অনুপমের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

হরেনবাবু টিউসন্ করিতে বাহির হইয়া গেলে কনক বলিল, এইবার আর দু' একটা গান করুন না—শুনি ঃ হাতের কাজ সেরে বসেছি আমি।

অনুপম হাসিয়া বলিল, বড় স্বার্থপর আপনি!

কেন বলুন ত?

আমাকে একটুও আনন্দ পেতে দেবেন না আপনি।

অর্থাৎ?

আপনার গান কত ভালো শুনেছি সেদিন, আপনিই দুই একটা গেয়ে বরং কিছু আনন্দ দিন না আমাকে!

কনকের মুখ লজ্জায় ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল : কি যে বলেন আপনি! ছাই গান আমার, পুরানো পচা গান, একেবারে গাইতে ইচ্ছা করে না, নতুন গান কিছু শিখিয়ে দিন, তবে গাইব।...আপনাদের কত সুবিধা ঃ দশ জায়গা বেড়াতে পারেন, দশটা নতুন গান শুনতে পারেন। আর আমরা কি দেখুন দিকি,—বন্দিনী!

কনকের কথা শুনিয়া অনুপম বেদনা বোধ করিল ঃ বন্দিনী! শিক্ষার জন্য এমনি প্রবল ইচ্ছা থাকিলেই শিক্ষাদান মঙ্গল হয় ঃ 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শুধু টাকা পয়সা খরচ করিয়া বিদ্যাদানের আফিস খুলিয়া বসিলে ব্যবসায় চলিতে পারে বটে, কিন্তু সত্যকার জ্ঞান লাভ হয় না। স্কুলে ঢুকিয়া দিনের পর দিন সে এই কথাটাই যেন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। কনকের কথার উত্তর দিতে গিয়া সে বলিন, দুঃখ শুধু আপনারই নয়, বৌদি, জীবনে কারোই সাধ মেটে না, বিশেষ করে যারা কোন আদর্শের স্বপ্ন দেখে। ধরতে যা'ন কেবলি ফস্‌কে যাবে, হারিয়ে যাবে।

ঠিক যেন মায়া হরিণ,—কনক বলিল।

অনুপম বিস্মিত হইয়া কনকের মুখের দিকে তাকাইল ঃ ঠিক বলেছেন, —চমৎকার!...স্বর্ণ-মৃগের পিছু পিছু আমরা ছুটেছি। জানেন বৌদি, একটু আগে হরেনদার সঙ্গে স্কুলের সম্বন্ধে অনেক কথা হচ্ছিল, কিছু কিছু তার আপনিও শুনেছেন। অনেক কিছু আশা করে এ লাইনে এসেছিলাম, বৌদি, কিন্তু এখন দেখছি আমার কোন আশাই মিটবার নয়। টাকা পয়সা রোজগার করবার দুই একটা সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল, সে গুলি তুচ্ছ করে আমি এ লাইন বেছে নিয়েছিলাম।

কনক সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, এখনও ত সময় আছে আপনার বয়স অল্প, অন্য লাইন একটা দেখে শুনে—। আমাদের অবশ্য তাতে লোকসান—বড় স্বার্থপরের মত কথা হ'ল—আপনি অন্য কোথাও কাজ করলে আমাদের সাথে দেখাশুনা হ'বে না।

অনুপম হাসিল।

আমি এখনও হা'ল ছাড়ি নি, বৌদি। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে পড়ে—

ছাড়িস্ নে, ধরে থাক্, ওরে হবে তোর জয়,
ওই ত্যাখ পূর্ব্বাশার ভালে, নবীন বনের অন্তরালে—
শুকতারা হতেছে উদয়,
ওরে আর নাহি ভয়।

কনক হাসিয়া বলিল, ছেলেদের গান শেখান, গানের ক্লাস খুলে দিন স্কুলে, দেখবেন সব গোলমাল চুপ হয়ে যাবে। গানের মত মন উঁচু করার জিনিস আর নেই।

অনুপম হাসিয়া বলিল, তা' হ'লে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক,—সব গান গেয়ে শিখাতে হ'বে বলুন।

কি হ'বে ওসব ছাইপাশ শিখে। আর জন্মে যদি মানুষ হই—তাহ'লে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই। বিয়ে করে সংসারী না হয়ে হিমালয়ের এক নিরালা জায়গায় গান বাজনা করে জীবন কাটিয়ে দেব। অনেক রকম যন্ত্রপাঁতি থাকবে। মাঝে মাঝে শুধু গুরু এসে নতুন রাগিণী শিখিয়ে দিয়ে যাবেন।

অনুপম হাসিতে লাগিল, বুঝিল—এও এক রকম পাগল, একেবারে স্বপ্ন-বিলাসী জীব। সাধারণের মত সংসার-গৃহস্থালি করিয়া ইহার শান্তি নাই। অনুপমের জীবনের সাথে ইহার জীবনের কোথায় যেন একটা মস্ত বড় মিল আছে।

হাসিতে হাসিতেই অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, গুরু ত একটা থাকবে, একটা শিষ্য করবেন না?

না।

সে কি, তা হ'লে ঋণ শোধ হবে কি করে? আমাকে আপনার শিষ্য করে নেবেন।

না, এক গুরু ছাড়া আর কোন মানুষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না আমি আর জন্মে।

তবে আমি হরিণ হয়ে আপনার আশ্রমে থাকবো।

কনক রহস্যময় হাসি হাসিয়া—অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়া বলিল, সোনার হরিণ? —তাহার পরই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুপম কথাটা প্রথমে বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ভাবিতে ভাবিতে একটা অর্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। হয়ত এ অর্থ একেবারেই ঠিক নয়, তবু সেই ভাবনা তার সমগ্র হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর হরেনবাবুর সহিত দত্তমশায়ের বাড়ী দেখিতে আসিয়া অনুপম তাহা পছন্দ করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল। ভাড়া ঠিক হইল ১১৲ টাকা। সন্ধ্যায় কনকলতার সহিত কিছুক্ষণ গল্প করিয়া ছাত্র পড়াইতে গেল।

সামনের রবিবারের সহিত সোম মঙ্গল ছুটি লইয়া অনুপম দেশে গিয়া নিরুপমা ও পিসীমাকে লইয়া আসিল। বৌদি কনকলতা আসিয়া ঘর গুছাইয়া দিয়া গেল! ভিতরের ঘরে নিরুপমা ও পিসীমার ছোট দুইখানি তক্তাপোষ, বাইরের ঘরে অনুপমের। মেস হইতে ডেক্ চেয়ার ও বইয়ের শেল্ফ আসিল। পুরানো 'গ্রামোলা' হারমোনিয়ম আসিল।

রান্নাঘরে উনান পাতিয়া তাক সাজাইয়া কনক পিসীমার বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। পিসীমা কতবার মুখে বলিয়াই ফেলিলেন, বড় লক্ষ্মী বউ, ঠিক এমনি একটা বউ আমার ঘরে আসে!

শুনিয়া কনকের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে।

নিরুপমাকে দেখিয়া কনক কত খুশি: মুখের গঠন, চোখের দীপ্তি, হাসি সবই অনুপমের মত। কেবল রঙের একটু তফাৎ: অনুপমের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, নিরুপমাকে গৌরী বলা যায়—তবুও পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে! মনটাও বেশ—বড় সাদাসিদে।

তুমি ভাই গান গাইতে পারো?

না।

পিসীমা অমনি তর্জন করিয়া উঠেন, না—কি! বাড়ীতে ত দেখি তোর গানের চোটে কান পাতা যায় না: রাঁধতে গিয়ে গান, ঘর ঝাঁট দিতে গান।

কনক অমনি তার হাত চাপিয়া ধরে, গাও না ভাই একখান, যে দাদার বোন তুমি, গান জান না তুমি, সে কি হয়?

হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া নিরুপমা বলে, সত্যি বলছি, বৌদি, গান জানি না আমি।

পিসীমা তা' হ'লে মিছে কথা বলছেন?

সে কিছু না, এ গানের এক লাইন, ও গানের এক লাইন।

তাই গাও তুমি!

তা' আমি কিছুতেই পারবো না।

পিসীমা আবার রাগ করিয়া উঠিলেন, গা—না পোড়ারমুখী, বৌ-মা কি আমাদের পর? অন্নুর কাছে কত সুখ্যাত্ শুনেছি ওর, কত আপন আপন করে। যা, না জানিস বৌ-মার কাছ থেকে শিখে নিবি, অন্নুর কাছে শুনেছি বৌ-মা খুব ভালো গান গাইতে জানে।

এইবার নিরু চাপিয়া ধরে। সে হাসিতে হাসিতে বলে, বৌদি, আপনিই একখানা শোনান। পিসীমারও কথার মোড় ঘুরিয়া যায়—

শোনাও না মা একটা গান, হাজার হলেও ও পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে—ও কি তোমার মত গাইতে পারবে? ও তোমার কাছে শিখবে, মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে শিখতে। গাও, মা, একটা গান গাও। 'যমুনে এই কি তুমি—সেই যমুনা প্রবাহিনী'—এই গানটা গাও।

কনক মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কি, জান না ও গানটা?

জানি।

তবে গাও ঐ গানটাই গাও, ওরা সব কি ছাই পাশ গায় আজ-কালকার, আমার ভালো লাগে না সব। গানে যদি ঠাকুর দেবতার নামই না রইল—

কনক মিনতি করিয়া বলিল, আর একদিন গাইব, পিসীমা, আজ থাক,—আজ শরীরটা—

পিসীমা অমনি বলিয়া উঠিলেন, আহা!—তা শরীরের দোষ কি বাছা, কোন দুপুর থেকে এসে খাটছ, তা আজ থাক। তুমি আর একদিন এসে শুনিও, আর নিরুকে মাঝে মাঝে দুপুরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—কেমন?

তা'—দেবেন, আমরা বেশ বসে বসে গল্প করবো।

তা করবে বই কি, বাছা! গল্প করবে গান করবে, একটু শেলাই ফোঁড় শিখিয়ে দিও মেয়েকে—

পিসীমা গলাটা একটু নীচু করিয়া বলিলেন, বিয়ে একটা দিতে হবে ত! সেই জন্যই ত এখানে আনা। কিছ্ছু জানে না, মা, কিছ্ছু জানে না। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে প্রাইমারীতে একটা জলপানি পেয়ে বাড়ীতেই বসে আছে। রাজ্যের নভেল নাটক কোত্থেকে জোগাড় করে এনে দিন রাত পড়ে। কিছ্ছু শিখবার ইচ্ছে নেই—

নিরু অমনি বলিয়া ওঠে—শিখবার কত সুবিধে আছে তোমাদের গাঁয়ে!

কেন বোসেদের মেজবউ জানে না,—বাগ্‌চীদের ছোট বউ?… সহর থেকে গেছে না তারা?…কত শেলাই বুনোন্ নক্সা আঁকার কাজ জানে না তারা?…গিয়ে থাকিস তাদের কাছে একবার! রাতদিন নভেল আর নাটক, নাটক আর নভেল—

তাদের কাছে গেলে শিখায় তারা? গুমোরে কথাই বলতে চায় না!

কনক বেদনা বোধ করিয়া বলিল, যেও ভাই তুমি—মাঝে মাঝে আমি সামান্য যা কিছু জানি তোমায় শিখিয়ে দেব। আর এখানে তোমাকে যদি কোন স্কুলে ভর্তি করা হয়—সেখান থেকেও তারা তোমায় শিখিয়ে দেবে।

ঠিক এমনি সময় প্রভাতকে সঙ্গে করিয়া অনুপম আসিয়া হাঁক ছাড়িল,—পি-মা !...এই যে, বৌ-দি যে ! কখন এলেন ?

কনকলতা পাশের ঘরে সরিয়া গেল। প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে ?

উনি,—চেন না বুঝি ? হরেন বাবুর—

ওঃ !

সুর শুনিয়া বুঝা গেল প্রভাত তেমন খুশি হইতে পারিল না, সে হয়ত মনে করিয়াছিল এ গৃহে সেই প্রথম অভ্যাগত। পরক্ষণেই সে অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিল, এদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হ'ল কেমন করে ?

ওঁরাই যে আমাদের এ বাড়ী ঠিক করে দিয়েছেন !

ওঃ !

পাশের জানালা দিয়া দেখা গেল নিরুপমা বৌ-দি কনককে আগাইয়া দিতেছে। অনুপম ডাকিল, পি-মা !

পিসীমা বাইরের ঘরে আসিলে—অনুপম পরিচয় করাইয়া দিল, প্রভাত, পি-মা !

প্রভাত প্রণাম করিল।

বেঁচে থাকো, বাবা, সুখে থাকো, এক-শো বছর পরমাই হ'ক। তোমার কথা অনু কত বলে। তুমি কোথায় থাকো, বাবা, এইখানেই ?

না পিসীমা, আমি শ্যামবাজার থেকে আসি।

তা'লে তোমার ত বড় কষ্ট হয় বাবা, অনেক সকালে বাড়ী থেকে বেরুতে হয় বুঝি !

হাঁ আমি সাড়ে নয়টায় বাড়ী থেকে বেরুই।

তা'ত দেখতেই পাচ্ছি, মুখখানা—একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোমরা হাত মুখ ধুয়ে বসে একটু গল্প করো—আমি চা-করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পিসীমার অন্তর্ধানের কিছু পরেই ভিতরের ঘরে ষ্টোভের শব্দ শোনা গেল। কথা বার্তায় বুঝা গেল নিরুপমা ফিরিয়া আসিয়াছে।

তক্তপোষের নীচে 'গ্রামোলা' পড়িয়া ছিল, অনুপম টানিয়া বাহির করিয়া প্রভাতের সামনে দিয়া বলিল ততক্ষণ চলুক।

প্রভাত কৌটা হইতে একটা পান বাহির করিয়া মুখে দিয়া বলিল, ও সব আসে না আমার তোমার হ'ক একখানা।

আমার বাড়ীতে এসে তুমি কিছু শোনাবে না, আমার গান শুনে যাবে সেটি হচ্ছে না দাদা।

গান ত গাই না আমি।

তবে আবৃত্তিই হ'ক।

সেটা বরং হ'তে পারে, তবে আজ নয় আর একদিন। 'বাই দি বাই'—তোমার বোন নিরু গান গাইতে পারে না ?

সামান্য একটু আধটু পারে তবে শোনাবার মত কিছু নয়।

আবৃত্তি ?

ওটা তোমাকেই শিখাতে হবে, দাদা। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, আবৃত্তি টাবৃত্তির রেওয়াজ সেখানে বড় নেই, গানের দু'চার কলি মাঝে মাঝে আওড়ায় বটে!

প্রভাতের মুখটা হঠাৎ যেন খুশি হইয়া উঠিল : কে জানে হয়ত তাহাকে আবৃত্তি শিখাইতে বলা হইয়াছে,—হয়ত সেই জন্যই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর নিরুপমার হাতে চা ও খাবার আসিল। ঘরে ট্রে নাই, একখানা বড় কাঁসার থালার উপর দু' প্লেট সুজি ও দু' কাপ চা সাজাইয়া নিরুপমা আসিল। অনুপম বলিল, এরে ইনি তোর প্রভাত দা, প্রণাম কর।

নিরুপমা দুইখানি সুডৌল হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারিস না!

দাদার তাড়া খাইয়া নিরুপমা প্রভাতকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে আসিতেছিল। প্রভাত তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইল : হয়েচে হয়েচে ঐ ত হয়েচে। বস তুমি।

নিরুপমা খাবার দিতে আসিয়াছিল, খাবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবার চলিয়া যাইতেছিল। অনুপম ধমক দিয়া বলিল, বসতে বল্‌লে, চলে যাচ্ছিস যে বড় !

জল আনতে যাচ্ছি।

ঝক্‌ঝকে দুইটি কাঁসার গেলাসে জল লইয়া নিরুপমা ফিরিয়া আসিল। অনুপম বলিল এইবার ব'স ঐ খানে।

নিরুপমা একটা জানালার তাকে বসিয়া মরালীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রভাত হাসিয়া বলিল, লজ্জা করছে বোধ হয়।

ভালো, দেখেছ, লজ্জার ল' নেই ওর, দেখতে পাবে দু'দিন গেলেই !

প্রভাত নিরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, গান গাইতে পারো তুমি ?

একটু আধটু।

গাও—না একটা গান,—শুনি।

শোনাবার মত জানি না কিছু।

তবে ?

এমনি নিজের মনে দু' এক লাইন আওড়াই।

আবৃত্তি করতে পারো ?

না, শিখবো।

কেমন করে শিখবে ?

কে জানে হয়ত তখন নিরুপমা বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া

হাসিতেছে। মুখ না ফিরাইয়াই সে উত্তর দিল: কেন,—আপনি শিখিয়ে দেবেন, আপনি ত খুব ভালো আবৃত্তি আর 'প্লে' করতে পারেন!

অনুপম হাসিতে হাসিতে প্রভাতকে বলিল, কেমন, শুনলে ত!

প্রভাতও হাসিতে লাগিল: তুমি শিখতে চাও ত আমি শিখাতে পারবো।

শিখতে আবার কে না চায়!

অনুপম প্রভাতের দিকে তাকাইয়া বলিল, নাও এখন ঠেলা বোঝ।

কথায় কথায় নিরুপমার সঙ্কোচের জড়তা একেবারে কাটিয়া গেল। প্রভাতের সঙ্গে তার অনেক কথা হইল: রবীন্দ্রনাথের কি কি বই সে পড়িয়াছে, বাংলার তরুণ সাহিত্যকদের ভিতরে কাহার লেখা তার সব চেয়ে ভালো লাগে, কেন ভালো লাগে। সেলাই বুননের কি কি কাজ সে জানে। সে কি কি রাঁধিতে জানে—ইত্যাদি।

লেখাপড়া সে করিতে চায় কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—লেখাপড়া করিতেই সে এখানে আসিয়াছে। তার দাদা—ও পিসীমা দুই জনারই মত তাই।

কথাবার্তায় গল্পে প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অনুপম বলিল, ভাই, আমি উঠি, তুমি বরং বসে পিসীমা ও নিরুর সঙ্গে গল্প করো, আমার ত আবার নিশাচর-বৃত্তি আছে।

কি, টিউসন?

হাঁ, এতদিন মাষ্টারী করেও—কিছ্ছু হবে না তোমার।

না হ'ক চলো আমিও উঠি।

বসো না তুমি!

না, আর একদিন আসা যাবে।

অনুপম ও প্রভাত দুই জনেই উঠিল। অনুপম পথে প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ভাই তুমি টিউসন্ করো না কেন?

প্রভাত হাসিল,—বলিল, করি না—কারণ করে আমার কোন লাভ নেই।

মানে?

অনুপমের পিঠ চাপড়াইয়া প্রভাত বলিল, মানে আর একদিন হ'বে, আজ নয়।

সন্ধ্যাকালে বাড়ী বসে কি করো তুমি?

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরি না ত আমি।

তবে?

বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে, লাইব্রেরীতে—ক্লাবে বসে গল্প করে প্রায় সাড়ে নটায় বাড়ী ফিরি।

সকালে?

সকালে খবরের কাগজ—অথবা দুই একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই স্নানের বেলা হয়ে যায়।

বেশ, সুখের পায়রা বলতে হ'বে তা' হ'লে!

তা' যা বলেছ!

ও সব যা'ক, আমার পিসীমা আর বোনকে কেমন দেখলে বলো?

দু' জনকেই খুব ভালো লেগেছে আমার।...হাঁ, যা জিগ্‌গেস্ করবো ভাবছিলাম: নিরুকে কি স্কুলেই ভর্তি করে দেবে—মনে করেছ?

তা' ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

আমার কিন্তু মনে হয়, ওকে বাড়ীতে পড়ানোই ভালো। একটু বয়স হয়েছে, ছোট মেয়েদের সাথে গিয়ে বসতে লজ্জা পাবে, তা' ছাড়া বাড়ীতে পড়লে পরীক্ষাটা একটু তাড়াতাড়িও দেওয়া যাবে।

তা' যুক্তিটা মন্দ নয়,—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে—ওকে বাড়ীতে পড়াবে কে, আমার ত সময় বাইরে বাইরেই কেটে যায় উঞ্ছবৃত্তি করতে।

সে হয়ে যাবে' খন—প্রভাত বলে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনেই ষ্টেশনে আসিল। ট্রেন আসিতে আরও মিনিট দশেক দেরী ছিল, সুতরাং আরও কিছুক্ষণ ওখানেই কাটিয়া গেল। এদিকে টিউসনে যাইবার সময় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেদিন সন্ধ্যায় আর অনুপমের বৌদির কাছে যাওয়া হইল না। ইহার জন্য তাহাকে কি দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে সে অনুপম ছাড়া আর কেহ জানে না।

... ...

বাসা করিবার পর কয়েক মাস অনুপমের বেশ ভালোই কাটিল। পিসীমা ও নিরু—আপন বলিতে তাহার দুইজন মাত্র প্রাণী,—তাহারা দুই জনই কাছে। তাহাদের সযত্ন-রচিত শয্যা, স্নেহ-পরিবেশিত অন্ন অনুপমের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকখানি ফিরাইয়া আনিল। স্কুলের সমস্ত গ্লানি বাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ধুইয়া মুছিয়া যায়। নিরুও পিসীমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া সে বৌ-দি কনকলতার ওখানে যায়। সেও এক অভিনব ব্যাপার। একদিন যাইতে একটু দেরী হইলে অথবা অল্পক্ষণ থাকিলে কনক অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকে। কনকের ছেলে পিলে গুলিও তাহাকে কম ভালোবাসে না। দেরী করিলে অথবা অনুপস্থিত হইলে তাহাদের কাছেও জবাবদিহি করিতে হয়। কনক প্রায়ই তাহার জন্য কিছু না কিছু খাবার করিয়া রাখে। অনুপমও ছেলেপিলের জন্য মাঝে মাঝে লজেনস্ বিস্কুট ইত্যাদি কিনিয়া লইয়া যায়। অনুপমের সহিত গল্প করিবে বলিয়া—কনক সন্ধ্যার কাজ আগেই সারিয়া রাখে। অনুপমের আসিতে একটু দেরী

হইলে জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, অথবা ছেলেপিলের কাউকে রাস্তায় আগাইয়া দেখিতে পাঠাইয়া দেয়।

অনুপম আসিলে হরেনবাবু বলিয়া উঠেন, বাঁচালে ভায়া, এদিকে ত আর একজনের হার্ট-ফেল করার মত উপক্রম।

শুনিয়া আনন্দে অনুপমের দমটা যেন বন্ধ হইয়া যায়।

হরেনবাবু হাসিতে হাসিতেই বলেন, তোমাদের দুই জনেরই বলে রাখি কিন্তু,—আমিই তোমাদের বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছি, আমাকে শেষে বুড়ো কালে পথে বসিও না যেন!

কনক সত্য সত্যই রাগিয়া ওঠে: যা মুখে আসে তাই বলো তুমি—বাধে না একটু—এতগুলি ছেলেপিলের সামনে! যদি তোমার মনে কোনও গোলযোগই থাকে, বারণ করে দিলেই ত পারো ঠাকুরপোকে আসতে।

অনুপম এ সব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়,—কি বলিতে হইবে খুঁজিয়া পায় না।

—কিন্তু পরক্ষণেই হরেনবাবু কনকের দিকে চাহিয়া—হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠেন: কেমন রাগিয়ে দিয়েছি ত! স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাইয়া তিনি বলিতে থাকেন, পাগল তোমাকে জানি না! তোমাকে জানি অনুপমকে জানি—বেশ ভালো করেই জানি; তাইত আমিই ইচ্ছে করে ওকে ডেকে এনেছি।...ঠাট্টা বোঝ না—ছি—

ছেলেপিলেগুলি আসে পাশে হা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাদের তাড়া দিয়া হরেনবাবু বলিলেন, যা—তোরা এখান থেকে, এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস!

ছেলেপিলেগুলি সেখান হইতে সরিয়া গেল। কনকের চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল, আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া—সে বলিল, আমাকে

তুমি যা খুশি অপমান করতে পারো, কিন্তু ও বেচারাকে বিনা দোষে ...উনি ত তোমার বাড়ীতে সেধে যেচে আসেন নি!

হরেনবাবু এবার রাগিয়া উঠিলেন,—ঠাট্টা বোঝে না,—এ এক আচ্ছা মুস্কিল ত!

হরেনবাবু যে সত্যই ঠাট্টা করিয়াছেন—এইবার যেন দুইজনেই তাহা বুঝিতে পারিল; তাই তাহাদের মুখের স্বাভাবিক আভা ফিরিয়া আসিল।

হরেনবাবু অনুপমের হাত ধরিয়া—বলিলেন, আমি কিন্তু ভাই, তোমাকে একটুও কোনদিন অবিশ্বাস করি নে, তোমার বৌ-দি শুধু রেগে গিয়ে তিলকে তাল করে নিল।

অনুপম বলে, তা' আমি জানি। মুখে বলিল বটে, জানি—কিন্তু মনে মনে কথাটা তার কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। মাষ্টারী করিতে আসিয়া বৌ-দি কনকলতার ভালবাসা ছিল তার এক মাত্র লাভ সারাদিন খাটিয়া সন্ধ্যায় বৌদির সহিত গল্প ছিল তার একমাত্র শান্তি, এখন হইতে সে শান্তি তাহার নিরঙ্কুশ রহিল না। হরেনবাবু যদিও নিজে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন তবুও কনক ও অনুপমের প্রতিদিনের এইরূপ দেখাশুনা দেখিয়া হরেনবাবুর মনে বেদনা লাগা অস্বাভাবিক নয়। মনের স্বস্তি লইয়া সে হয়ত আর এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা কাটাইতে পারিবে না।

হরেনবাবু জামা কাপড় পরিয়া তখনই বাহির হইলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, তোমরা গল্প করো, আমি বেরুই। বিশেষ করিয়া অনুপমের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এমন বাড়ী ভাগ্যে জুটেছে ভাই,—যে সন্ধ্যা না লাগতেই ছেলেদের ঘুম পায়। আমি যেতে দেরী করলে অনেকদিন ছোট দুইটিকে ত তোলাই দায়—

—বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই একটু হাসিয়া লইলেন।

অনুপমও মৃদু হাসিয়া তাহার জবাব দিল।

হরেনবাবু চলিয়া যাইবার পর অনুপম আরও কিছুক্ষণ বসিল বটে, কিন্তু সেদিনকার কথাবার্তা আর তেমন জমিয়া উঠিল না।

অনুপম ইহার পর একদিন আসা বন্ধ করিল। হরেনবাবু নিজে অনুপমের বাড়ী গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন, 'এবং নিজে টিউসন কামাই করিয়া অনুপমকে কামাই করাইয়া সবাই মিলিয়া অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করিয়া কাটাইলেন।

দু'দিন আগের মনের ছোট দাগটা ধুইয়া মুছিয়া মিলাইয়া গেল।

এ দিকে—প্রভাতও প্রায়ই আসে। অনুপম তার স্কুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে বাসা করিয়াছে, সেখানে তাহার আসিবারই কথা। পিসীমা ও নিরু দুইজনকেই তার খুব ভালো লাগে। স্কুলের ছুটির পর অনেকদিন সে অনুপমের সঙ্গেই আসে, আবার কোনও দিন অন্য জায়গায় আড্ডা দিয়া সন্ধ্যা কালে বাড়ী যাইবার আগে একবার ঘুরিয়া যায়। পিসীমার সঙ্গে ভাবটা যেন তার একটু বেশি মাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। পিসীমার সুখ দুঃখের এমন ধৈর্যবান্ শ্রোতা আর মিলে নাই। রাঁধিতে রাঁধিতেই পিসীমা প্রভাতের সহিত কত গল্প করিয়া যান।

নিরুর লেখাপড়ায় প্রভাতই সর্বাপেক্ষা-অধিক-উৎসাহ দাতা। কত ভালো ভালো কবিতার বই সে নিরুকে আনিয়া দিয়াছে, কত ভালো কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইয়াছে। যেদিন যেদিন প্রভাত আসে, নিরুর পড়াও সে খানিকটা বলিয়া দিয়া যায়। নিরু খুব দ্রুত শিখিতেছে দেখিয়া প্রশংসা করে,—গান শিখিবার জন্য উৎসাহ দেয়।

পিসীমা সুযোগ পাইলেই অনুপমকে শুনাইয়া দেন, তোর বন্ধুটি বড় ভালো রে !

কার কথা বলছ,—প্রভাত ?

তা' ছাড়া আবার কে,—আর কে আমাদের এখানে আসে !

অনুপম শুনিয়া মনে মনে একটু হাসে। পিসীমা ও ভাইপো দুইজনেরই মনের মধ্যে প্রভাতকে কেন্দ্র করিয়া একটা স্বার্থের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কেহই তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করে না। দিন যায়।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এ কয়টী মাসই অনুপমের মাষ্টারী জীবনের মাঝে কিছুটা শান্তির। বাসাতে পিসীমা ও নিরুর ভালবাসা—হরেনবাবুর বাড়ীতে বৌদি কনকলতার প্রীতি—স্নিগ্ধ ব্যবহার কিছুদিনের মত স্কুলের বিষাক্ত আবহাওয়ার কথা তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক সঙ্গে দুইটী ঘটনা আবার তাহার মন খারাপ করিয়া দিল—

সত্যবাবু সুস্থ হইয়া কয়েক মাস আগে স্কুলে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক ভালো হইয়াছে, মনেও খুব স্ফূর্তি দেখা যায়। কথায় কথায় পূর্বের দিন না কি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা। মাষ্টারদের ভিতরে ইহা লইয়া আগের দিনই অনেক হৈ চৈ হইয়া গিয়াছে। বয়স্কেরা সকলেই সত্য বাবুর কাছে মিষ্টান্ন দাবী করিয়াছেন। খুশি সকলেই।

অনুপমও সেদিন স্কুলে গিয়া ব্যাপারটা শুনিয়া আনন্দিত হইল। ইহা লইয়া বেশি আলোচনার সময় আর পাইল না, ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু টিফিনের ঘণ্টায় মৌলভীর ঘরে গিয়া সে বিস্মিত হইল, কেহই এই মুখ-রোচক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে না,

চারিদিকে যেন একটা থমথমে ভাব। ঘরে ললিত ছাড়া আর প্রায় সবাই আছে। অনুপম ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, কি ব্যাপার তোমরা আজ এত চুপচাপ কেন,—আমাদের সত্যবাবুর ঘরে না কি—এ দিকে আনন্দ সংবাদ!

প্রভাত আঙুলের ইসারায় অনুপমকে চুপ করিতে বলিল। তারপর তাহাকে হাত ধরিয়া বাহিরে বারান্দায় ডাকিয়া আনিয়া বলিল, ও সব কথা আর তুলো না ওখানে—

অনুপম বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন,—কি ব্যাপার কি?

এক বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে।

অনুপম জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

আমাদের ললিত এক বিশ্রী কথা মুখ দিয়ে বের করে ফেলেছে। সত্যবাবুর স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে শুনেছ ত?

আমি তাইত বলতে যাচ্ছিলাম।

সে আর কাজ নেই। ললিত নাকি মৌলভীর কাছে বলেছে, এতদিন যার ছেলেপিলে হ'ল না,—হঠাৎ অসুখের কাছাকাছি তার এ ব্যাপার কি করে হ'ল?...এ ত বুঝাই যাচ্ছে।...মোট কথা মৌলভীর কাছে সে যা এলোমেলো বকেছে, তাতে সে অশোককেই দোষী করে ছেড়েছে। ভাগ্যিস্ আমি নার্স করতে যাই নি, ভাই।

শুনিবামাত্র তিক্ততায় অনুপমের মন ভরিয়া গেল। একটিও কথা না কহিয়া—প্রভাতের হাত ধরিয়া সে মৌলভীর ঘরে ঢুকিল। তখন সে ঘরে যে যার মত চুপচাপ বিড়ি টানিতেছে, কেহ একটিও কথা কহিতেছে না। 'ডেন'এর এমন নিস্তব্ধ ভাব অনুপম স্কুলে আসিয়া আর দেখে নাই। অনুপম অশোকের কাছে গিয়া বলিল,

দিন অশোক বাবু, একটা বিড়ি দিন। অশোক সিগারেট কেস হইতে একটা ক্যাপস্টেন বাহির করিয়া দিল।

দু'একটা আজে-বাজে কথার পর টিফিনের ঘণ্টা শেষ হইয়া গেল। টিফিনের ঘণ্টার শেষে ক্লাসে গিয়েই অনুপম এক নালিশ পাইল! ক্লাসটা অবশ্য নীচু ক্লাস—ক্লাস ফোর। নালিশ—সুবিমল রায় চৌধুরী নরহরি পালের গালে এক 'সুবিশাল চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়াছে। কারণ?—কারণের নির্দেশ অবশ্য 'মনিটার'ই করিবে। মনিটার এবং অন্যান্য দুই একটি ছেলের সাক্ষ্য হইতে যাহা জানা গেল তাহা সংক্ষেপে এই—

সুবিমল বড় লোকের ছেলে, ভালো জামা জুতা পরিয়া গাড়ী চড়িয়া স্কুলে আসে। সর্বদা ফিট্‌ফাট, গায়ে একটু ময়লা থাকে না, থাকে সেণ্ট পাউডারের গন্ধ। আর নরহরি তার উল্টো। সুবিমল নরহরিকে কাছে বসিতে দেয় না, জামা কাপড় লইয়া মাঝে মাঝে বিদ্রূপও করে, এই পরে' স্কুলে এসেছিস!...এ সব আগেকার কথা। আজ টিফিনে সুবিমলের বাড়ী হইতে টিফিন আসিয়াছে, চাকরে কৌটায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সুবিমল হাইবেঞ্চের উপর তাহা রাখিয়া দিয়াছিল। হাত মুখ ধুইয়া খাইতে যাইবে এমন সময় নরহরি ও আর একটা ছেলের ছুটাছুটিতে ধাক্কা লাগিয়া কৌটা পড়িয়া গেল। নরহরি কৌটাটি তুলিতে গেলে কৌটা খুলিয়া খাবার তাহার জামার উপর পড়িল।

দে আমার খাবার দে।

নরহরি খাবার তুলিয়া তাহার হাতে দিতে গেল!

এ্যাঁ, ওর জামার গন্ধে ভূত পালায়, ঐ খাবার আমি খেতে যাচ্ছি!

চারিদিকে তখন কয়েকটা ছেলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ বা রঙ্গ দেখিল, কেহ বা বলিল যা না কারো কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তুই

ওর খাবার কিনে দে, ভারী ত বড়মানুষি ফলাচ্ছে। যুক্তি অনেকেই দিল বটে, কিন্তু পয়সা কেহই দিতে চায় না। অবশেষে কোনরূপে দুইটি পয়সা জোগাড় করিয়া নরহরি গজা কিনিয়া সুবিমলের হাতে দিতে গেল। সুবিমল এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ছিল, নরহরি গজা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে বিরাশী-সিক্কা ওজনের একটি চড় পড়িল :

তোর ঐ পচা গজা খেতে যাচ্ছি আমি,—আর ঐ নোংরা হাতে ?

নরহরি চড় খাইয়া একটুও কাঁদে নাই। সবাই বলিল, যা-না, হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়ে নালিশ কর। কিন্তু সে হেড্‌মাষ্টারের কাছে যাইতে চাহে নাই : তাহার মাহিনা বাকী আছে, হেড্‌মাষ্টার ফাস্ট-পিরিয়ডে একবার স্লিপ দিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং মনিটার তাহাকে টিফিনের ছুটির পর অনুপমবাবুর কাছেই নালিশ করিতে পরামর্শ দিয়াছে।

মনিটার ও অন্যান্য ছেলের সাক্ষ্য লইবার পর অনুপম নরহরি ও সুবিমলের যাহা বলিবার আছে তাহাও শুনিল। দোষ সম্পূর্ণ সুবিমলের, সুতরাং তাহাকে সারা ঘণ্টা দরজার কাছে নীলডাউন করিয়া রাখা হইল। ব্যাপারটা এইখানে থামিবে না অনুপম তাহা জানে : ইহার পর এর গার্জেন আসিবেন—শিক্ষককে শাস্তির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে : অনেক কিছু। তবুও অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে অপর পক্ষের মনের গোল মিটে না। এইরূপ হইলে অনুপম সাধারণতঃ অপরাধীকে বুঝাইয়া তাহার অপরাধ স্বীকার করাইয়া লয়, তাহার পর তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হয়—যাহার নিকট সে অপরাধ করিয়াছে। দুইজনে শিক্ষকের সামনে হাত ধরিয়া ভাব করিয়া লয়। কিন্তু সুবিমল সে ধরণের ছেলে নয়, ইহার পূর্বে আরও কয়েকবার অনুপম তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। সত্য সত্য

অপরাধী হইয়াও সে অপরাধও স্বীকার করিবে না, ক্ষমাও চাহিবে না।

কিন্তু অনুপমের দুঃখ শুধু সুবিমলের ব্যবহারের জন্য নয়। এই দুইটি বালককে কেন্দ্র করিয়া যে ভাবনা তাহার মনে উদিত হইয়াছে তাহার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে সমস্ত স্কুলে। অনুপম কেবলি সেই কথা ভাবিতে লাগিল : সুন্দর দামী পোষাক পরা বড়লোকের ছেলের পাশে ময়লা ছেড়া-জামা-গায়ে-দেওয়া গরিবের ছেলে বসিয়া এখানে লেখাপড়া করে, কোনও দিন ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের মনে বেদনা জাগে না, অথচ টিফিনের সময় যখন চাকর-বাহিত সুদৃশ্য টিফিন ক্যারিয়ার এবং রূপার মত ঝকঝকে নিকেলের ফ্লাস্ক হইতে খাদ্য ও পানীয় ঢালিয়া বড়লোকের ছেলে গলাধঃকরণ করিতে থাকে, তখন গরিবের ছেলে যে ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিয়া নিতান্ত পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহাই কি সত্য!

নরহরির মলিন মুখখানি আজ অনুপম কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। গরিবের প্রতি যে অবহেলা—ধনীর যে ঔদ্ধত্য আজ সুবিমলের আচরণের মধ্যে নগ্ন-মূর্তি প্রকাশ করিয়াছে—এমনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার রূঢ়তা হয়ত অনেকের মাঝে নাই। কিন্তু আসল বস্তুটি প্রচ্ছন্নভাবে সকলের মাঝেই রহিয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে আংশিকভাবে উদ্ধার পাইবারও কি কোন উপায় নাই! অনুপম কেবলি ভাবিতে লাগিল। সেকালে রাজার ছেলেও গুরুগৃহে আসিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিত। গুরু-গৃহে ধনী দরিদ্রে কোন ইতর বিশেষ ছিল না। পাঠ সাঙ্গ হইলে রাজার ছেলে হয়ত রাজপোষাকে রাজত্ব করিত, বিলাস করিত, গরিব ঘরে ফিরিয়া হয়ত আবার দারিদ্র্য-ব্রতই গ্রহণ করিত,—কিন্তু গুরু-গৃহে তাহারা সবাই এক : বিলাস-বর্জিত

সাত্ত্বিক অন্ন, বিলাস-বর্জিত সাধারণ পরিচ্ছদ—তাহাদের মাঝে কিছু-কালের জন্যও অন্তত সাম্য আনিয়া দিত। কিন্তু এ কথা ভাবিয়া লাভ কি—সেদিন ত আর নাই!...ভাবিতে ভাবিতে অনুপমের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—নাই কেন, এখনও ত আছে। আমাদের দেশে আমাদের সমাজে না হইলেও এখনও ত আছে: মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে এখনও সব এক পোষাক: রাজার ছেলে সৈনিক ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাকেও সেই সৈন্যের ধড়া-চূড়া পরিতে হয়,—সাধারণ সৈনিকের খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। অনুপমের মনে পড়িল এই কলিকাতা সহরেও অনেকবার সে পথে দেখিয়াছে একই রকম পোষাক পরিয়া সারি বাঁধিয়া শত শত ফিরিঙ্গি মেয়ে কোথায় চলিয়াছে, অনুসন্ধানে সে জানিয়াছে উহারা সবাই কোন এক স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের নিয়ম সবারই স্কুল-নির্দিষ্ট বিশেষ-রকম পোষাক পরিয়া স্কুলে আসিতে হইবে। বাড়ীতে যার যেমন খুশি পরুক কিন্তু স্কুলে সবারই এক পোষাক।... এমন একটা কি আমাদের স্কুলে চালু করা যায় না! সকলেই কিনিতে পারে এমন একটা সস্তা টেঁকসই অথচ সুন্দর পোষাক!...এমন একটা প্রস্তাব সে কমিটিতে দিলে কমিটি নিশ্চয়ই উহা সাদরে গ্রহণ করিবে। ছেলেরা বাড়ীতে গিয়া সিল্কের জামা কাপড় পরিয়া সিনেমা দেখিতে যায় যা'ক,—কিন্তু স্কুলের পোষাক থাকিবে শুধু কার্যোপযোগী।

এইরূপ একটা মনে মনে সমাধান করিয়া অনুপম উল্লসিত হইয়া উঠিল। মিঃ বোসের কাছে আগামী রবিবারে গিয়াই সে কথাটা পাড়িয়া দেখিবে। তিনি কমিটিতে তুলিয়া পাশ করাইয়া লইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলিতে হইবে খাইবার কথা। বাড়ীতে গিয়া যে যাহার মত চর্ব্য, চোষ্য খা'ক—তাহাতে কি আসিয়া যায়—স্কুলে. সকলেরই

খাইতে হইবে একরকম টিফিন। কিছু টিফিন ফি ধরিয়া লইয়া স্কুল হইতেই উহা সরবরাহ করা হইবে।

সুতরাং—স্কুল হইতে যখন অনুপম বাড়ী ফিরিল—তখন তার মনের বেগ অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে, শুধু ললিতের প্রচারিত সেই জঘন্য কথাটা মনে পড়িলেই তাহার মনটা আবার মুষড়াইয়া পড়িতেছিল। অনুপম এ সব কথা বিশ্বাস করে না, তবুও মানুষের মনের মাঝে কয়টা মন বাস করে কে জানে!···মাঝে মাঝে সে ভাবিতেছিল,—আচ্ছা যদিই এ সত্য হয়!···কি সর্বনাশ,—অনুপম এ সব ভাবিতে পারে না।

মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে—অনুপম ভাবিল: সত্যই হ'ক আর মিথ্যা হ'ক এ সম্পর্কেও তাহার কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। তাহার কর্তব্য হইতেছে প্রভাত ও মৌলভী প্রভৃতির সহযোগিতায় এ প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। কোনরূপে কথাটা সত্যবাবুর কানে গিয়া না পৌছায়। কথাটা অবিশ্বাস করিয়া যাহাদের ললিতের উপর আক্রোশ হইতেছে,—সকলের কল্যাণের জন্য তাহাদেরও মনোভাব চাপিয়া রাখিতে হইবে।

দুইটি সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার দুইটি উপায় মনে মনে নির্ধারণ করিতে পারিয়া অনুপমের মনের স্বস্তি অনেকটা ফিরিয়া আসিল।

কয়েক মাসের পরিচয় হইলেও কনকের সহিত অনুপমের মনের এমন একটি সহজ বিশ্বাসের সম্বন্ধ আপনাআপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল যে অনুপম প্রত্যেক সুখ-দুঃখের কথা গিয়া কনকের কাছে বলিত। নিজের জীবনের অনেক কথাই সে ইহার মাঝে কনককে বলিয়া ফেলিয়াছে। স্কুলের কথাও কিছু বড় বাদ যাইত না। স্কুলের যে দুইটি ঘটনা আজ অনুপমের মনে বিশেষ করিয়া পীড়া দিয়াছে, সন্ধ্যাকালে

কনকের কাছে গিয়া সে তাহা অকপটে বলিয়া ফেলিল। সুবিমল ও নরহরির ব্যাপার লইয়া অনুপম কমিটিতে যে নূতন প্রস্তাব পেশ করিবে তাহা শুনিয়া কনক খুব উৎসাহ দিল। হাবভাবে বোধ হইল ইহাতে অনুপমকে আরও সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিল। কিন্তু ইহার পর যখন ললিতের জঘন্য উক্তিটা অনুপম বিশেষ উষ্মার সহিত নিন্দা করিতে লাগিল, তখন কনক প্রথম একচোট খুব হাসিয়া উঠিল। কনককে হাসিতে দেখিয়া অনুপম তাহার উপরও রাগিয়া উঠিল:

এমন একটা কথা শুনে আপনার হাসি পাচ্ছে কেন আমি ত বুঝি না!

অনুপমকে সত্য সত্যই রাগিতে দেখিয়া কনক শান্ত হইল।

অনুপম বলিল, বেচারা অশোকের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন ত। কষ্ট করে শুশ্রূষা করতে গিয়ে এ কি অপবাদ!...আমি ওকে বেশ ভালো করেই জানি, মুখে একটু আধটু ফষ্টি নাষ্টি করে বটে, কিন্তু অন্তরটা ওর খুবই সাদা,...তা ছাড়া সত্যি মিথ্যে যাই হ'ক: এ কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করা কি ভালো?

কনক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, মেয়েদের এসব ব্যাপারের সত্য মিথ্যা আগে থেকে একেবারে সঠিক করে বলা যায় না, ঠাকুর পো,...তবে খুব সম্ভব ললিতবাবুর রটনা করা কথা—মিথ্যাই,...আর ভগবান করুন তাই হ'ক।...তবে এ সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন—তা ঠিক সত্য হ'ক মিথ্যা হ'ক এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে নেই।

কনকের সঙ্গে অনুপমের সকল ধারনাই প্রায় মিলিয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়ে কনক যেন অনুপমের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইতে পারে নাই। অনুপম সে কথাটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল: আর এই ভাবনাটা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

বাসা করিবার পর একদিন রবিবারে কালীশঙ্কর আসিল। ইহার আগে অনুপম যখন মেসে থাকিত তখন অনুপমই মাঝে মাঝে গিয়া কালীশঙ্করের সহিত দেখা করিয়া আসিত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ লইয়া কালীশঙ্করের অবসর বড় কম তা ছাড়া কাজের বাঁধা ধরা নিয়ম নাই,—নির্দিষ্ট কোন সময়ে ছুটি নাই। কিন্তু অনুপম বাসা করিয়াছে, পিসীমা আসিয়াছেন—নিরুপমা আসিয়াছে—একবার না আসিলে ভাল দেখায় না। পিসীমা কালীশঙ্করকে দেখিয়া কত খুশি :

এস বাবা, এস।

কালীশঙ্কর পিসীমাকে প্রনাম করিল।

ভাল ত বাবা,—বৌমা ভাল ?...খুকী ভাল আছে ?

হাঁ, পিসীমা, আপনার আশীবাদে সবাই এক রকম ভাল।

তোমার সেই কঠিন অসুখ শুনে তখন ভয়ে কেঁপে মরি, অনু তো পাগলের মত হয়ে গেছল।

ও না থাকলে সেবার বাঁচতুমই না আমি !

ছি, ও কথা বলতে নেই, আমার মাথায় যত চুল তত পরমাই নিয়ে থাকো...আমাদেরও সেবার বড় দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে।...অনু আর তোমাতে কিছু তফাৎ দেখি না আমি।

তফাৎ দেখবেন কেন ?...তফাৎ ত কিছুই নেই। তফাৎ ত ও-ই হ'তে চায়, নইলে ও আমাকে ছেড়ে এল কেন ?

অনুপম পাশেই বসিয়া ছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, পাছে তফাৎ হয়ে যাই সেই ভয়েই ত বাইরে তফাৎ থাকতে চাই।

কালীশঙ্কর সে কথার উত্তর অনুপমকে দিল না, সে পিসীমাকে বলিল, পিসীমা, ও আমার কত বল ছিল, ব্যবসাতেও কত বল পেতাম আমি। ডাক্তার ত চিকিৎসার সময় ওর সেবা শুশ্রূষা দেখে বলে, এযে আপনার

ভাইয়ের চেয়েও বেশি। এখন ও চলে আসাতে আমি কত দুর্বল হয়ে পড়েছি। নির্ভর করে কোন একটা লোকের উপর কাজের ভার দেব এমন একটা লোক নেই, টাকা পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করব এমন একটা লোক নেই।

অনুপম হাসিয়া বলিল, টাকা পয়সা বড় সাংঘাতিক জিনিস, ভাই,—ঐ নিয়ে শেষে হয়ত আমাকেও অবিশ্বাস করতিস্!

কালীশঙ্কর রাগিয়া উঠিয়া বলিল, মারব চড়!

অনুপম হাসিতে লাগিল।

কালীশঙ্কর পিসীমার উদ্দেশ্যে বলিল, অনেক নালিশ আছে, পিসীমা, দেখা হ'লে বলব বলে তুলে রেখে দিয়েছি: ও আমাকে একেবারে পর করে ছেড়ে আসতে চায়; আর শুধু চায় কেন—তাই ত এল! ...আমি ওকে ব্যবসায় ভাগ দিতে চেয়েছিলাম, ও রাজী হ'ল না। ওর না কি জীবনের কি ব্রত আছে,—কি যে সে ব্রত আমি ত তা এখনও বুঝতে পারলাম না। দশটা চা'রটে ইস্কুল করে,—সকাল সন্ধ্যা টিউসন করে—জীবনের ব্রত যে কখন পালন করে তা ত আমি বুঝি না। টাকার জন্যই ছাত্র পড়ায়—ব্যবসা করলেও টাকাই হ'ত, হয়ত বেশ ভাল রকমই হ'ত। শেষ জীবনে নিজের ইচ্ছামত অনেক ভাল কাজই তা দিয়ে করা যেত।

হাঁ, বাবা, আমিও ত তাই বুঝি,...ও যে কি বোঝে তা ঐ জানে! ...টাকার কত দরকার ,—নিরুটা বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে!

অনুপম পিসীমার এ কথাটা তেমন পছন্দ করিল না, বিশেষতঃ কালী-শঙ্করের কাছে, ঐ ধরণের আরও কিছু পাছে পিসীমা বলিয়া ফেলেন তাই অনুপম প্রসঙ্গ পালটাইতে বন্ধুকে বলিল, নিরু বলছিল তোদের ওখানে একদিন যাবে।

কই আর যাও,...আমরা ত তোমাদের পর হয়ে গেছি!

তাই না কি?...কই তুমিও ত শান্তি আর খুকীকে সঙ্গে আনতে পারতে, আনলে না ত!

ওরা ত এখানে নেই! থাকলে নিশ্চয়ই আসত।......কিন্তু নিরু কই, কতদিন দেখিনি তাকে!

আসবে এখনই। তোর জন্যে খাবার করছে।

কিছুক্ষণ পরে লুচী ও সুজির প্লেট হাতে করিয়া—নিরুপমা আসিল। কালীশঙ্করকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, দাদা, কেমন আছেন?—বৌদি আর খুকীকে আনলেন না কেন?

আরে, তুই কত বড় হয়েছিস!

লজ্জায় নিরুপমার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

আমাকে নিয়ে চলুন, দাদা, বৌদির সঙ্গে আমি দেখা করে আসব।

ওরা ত এখানে নেই রে, বাপের বাড়ী গেছে, এলে তোকে নিয়ে যাব।

নিরুপমার লজ্জার ভাব তখনও কাটে নাই, সে বলিল, বসুন দাদা, খাবার জল হয়ে গেল, চা-টা করে নিয়ে আসি।

নিরু রান্নাঘরে গেলে, কালীশঙ্কর বলিল, নিরু ত বড় হয়ে উঠল, এবার বিয়ের জোগাড় করো।

উত্তর দিলেন পিসীমা: অনুর ত ইচ্ছে নিরু আরও কিছু লেখা পড়া করুক। নিরুরও লেখাপড়ার দিকে বড় ঝোঁক!

কালীশঙ্করের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় না সে ইহা অনুমোদন করে। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে না কি?

না, ও বাড়ীতেই পড়ে, ম্যাট্রিকটা বাড়ী পড়েই দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে, অনুর এক বন্ধু ওকে—

অনুপম ইসারায় পিসীমাকে নিষেধ করিল। কালীশঙ্করও তাহা লক্ষ্য করিল। পিসীমা পুনরায় বলিলেন, সবাই বলে স্কুলে পড়লে অনেক দেরী লাগবে, তাছাড়া মেয়েরও বয়স হয়েছে, বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে ত কতকাল দেশেই কেটে গেল। এখন বাড়ীতে পড়াই ভালো।

কালীশঙ্কর বাল্য বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রী তার বেশি লেখাপড়া জানে না, তাহার সাহচর্যেই হ'ক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হ'ক, মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করা সে পছন্দ করে না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া সে বলিল, এখন থেকে বিয়ের জোগাড় করাই ভালো, করতে হ'বে ত সেই ঘরকরণাই!

পিসীমা অমনি বলিয়া উঠিলেন, সে ধুন্দেও আমি একটা ছেলে—

অনুপম ব্যাপার বুঝিয়া পিসীমাকে ইসারায় নিষেধ করিল। আর আশ্চর্য যে কথা অনুপমের সঙ্গে পিসীমা খোলাখুলিভাবে কোনদিন আলোচনা করেন নাই, সে কথা কালীশঙ্করের কাছে এমন অসঙ্কোচে তিনি কেমন করিয়া পাড়িতেছিলেন।

পিসীমা বলিলেন, একটা ভালো ছেলে দেখে দাও না, বাবা, টাকা পয়সা বেশি দিতে পারব না, যা কিছু হাতে ছিল তোমার বন্ধুর লেখা-পড়াতেই সব শেষ হয়ে গেছে।

কালীশঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা দেখব।

ইহার পর নিরুপমা চা লইয়া আসিল। চা খাওয়ার পর আরও নানা কথার পর কালীশঙ্কর বিদায় লইল।

অনুপম বন্ধুকে কিছুদূর আগাইয়া দিবার জন্য সাথে সাথে আসিতেছিল, ইহার মাঝে পথে প্রভাতের সঙ্গে দেখা।

কি গো, তুমি ত বেরিয়ে যাচ্ছ!

না, আসছি, তুমি বসো গিয়ে।

কে ?—কালীশঙ্কর অনুচ্চ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

হাঁ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি—ইনি হচ্ছেন কালীশঙ্কর—এর কথা অনেক—

হাঁ, শুনেছি তোমার মুখে।

আর ইনি হচ্ছেন—প্রভাত কমল আমার সহকর্মী বন্ধু।

স্মিতহাস্যে নমস্কার বিনিময় হইল।

প্রভাতকে বাড়ী গিয়া বসিতে বলিয়া অনুপম কালীশঙ্করের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইলে—কালীশঙ্কর মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল, আমি তোদের এর মাঝেই অনেক পর হয়ে গেছি রে, অনু।

অনুপম তাড়াতাড়ি বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল, যা তা বলে না অমনি করে।

তাহারা ট্রামের কাছে আসিয়া গিয়াছে। কালীশঙ্কর ট্রামে পা দিয়া মৃদু হাসিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, যা তা নয়, যা বলছি ঠিকই বলছি—আচ্ছা আসি—

ট্রাম চলিতে সুরু করিল।

রবিবারের সকালে অনুপম স্কুলের সেক্রেটারী মিঃ বোসের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। বেলা তখন প্রায় ৮টা। মিঃ বোস বাইরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছিলেন। অনুপম গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

কি হে খবর কি ?...বসো।

অনুপম সামনের একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, দেখা করতে এলাম একটু, কয়েকটা কথা আছে।

খবরের কাগজটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মিঃ বোস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বিরুদ্ধে যে নালিশ আছে হে।

অনুপম জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

তুমি রায় চৌধুরীর ছেলেকে মেরেছ?

অনুপম বিস্মিত হইয়া কহিল, সুবিমলকে?...কই মারি নি ত আমি! শুধু নীল-ডাউন করিয়ে দিয়েছিলাম।

ঐ হ'ল—শাস্তি ত দিয়েছ?

অনুপমের মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল, একটা ভালো প্রস্তাব করিবার যে উৎসাহ লইয়া সে এখানে আসিয়াছিল—তাহা তাহার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে বলিল কোন ছেলে বিশেষ অন্যায় করলেও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না, আপনার স্কুলে কি আপনি সেই নিয়মই চালাতে চা'ন।

মিঃ বোস এবারও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ আছ, অনুপম,—কথাটা আরও একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো।

অনুপম সত্যই কিছু বুঝিতে পারিল না।

মিঃ বোস বলিলেন, তোমরা শিক্ষকেরা ছাত্রকে শাস্তি দিতে চাও কেন? তার চরিত্র শোধরাবে বলে ত?...কিন্তু কোন কোন ঘরের ছেলেরা বাড়ীতে এমনি ভাবে লালিত পালিত হয় যে, শাস্তিতে তার স্বভাব কিছুই পালটায় না, বরং তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে শিক্ষককেই মুস্কিল পোহাতে হয়,...কেমন কি না?...আমাদের ভালো করে স্কুল চালাতে হ'লে হোমরা চোমরা লোকের ছেলেপিলে চাই-ই—

কিন্তু—

কিন্তু কি বলো?

অপরাধটা যখন 'ইণ্ডিভিজুয়ালী' হয় তখন না হয় চাকরি বজায় রাখবার জন্যও কোন কোন শিক্ষক সেটা 'ওভারলুক' করতে পারেন, কিন্তু অপরাধটা যখন অপরের প্রতি করা হয়?

অর্থাৎ?

আমি বলতে চাইছি—যদি কোন ছেলে সত্যি সত্যি নির্যাতিত হয়ে আমাদের কাছে নালিশ করে আমরা তার নালিশ শুনে কোন রকম প্রতিবিধান করবো না—এই কি আমাদের কর্তব্য হবে?

মিঃ বোস একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিলেন, তা অবশ্য নয়।

অনুপম বলিল, এই সুবিমল ছেলেটি কি অপরাধ করেছে, তা অবশ্য আপনি শুনেছেন?

মিঃ বোস কিছু কথা বলিলেন না।

অনুপম বলিল, আমি একেবারে গোড়া থেকে বলছি—আপনি একবার শুনে কি ব্যবস্থা করা উচিত বলুন।

অনুপম তখন সুবিমলের প্রতিদিনকার ব্যবহার, সেদিনকার ঘটনা, সমস্ত বিবৃত করিল। মিঃ বোস শুনিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, একটিও কথা বলিলেন না।

একে কিছু শাস্তি দিয়ে আমি আমার বিবেকের নির্দেশ মতই কাজ করেছি—তাতে যদি আমার চাকরি যাবার সম্ভাবনা থাকে—তা বরং আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়েই দেবেন—অনুপম বলিল।

মিঃ বোস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, চাকরি যাবে না তোমার—আমি যতদিন আছি। সে সবের কিছু ভয় নেই। তবে রায়চৌধুরী এই নিয়ে একটু হৈ চৈ করতে ছাড়বে না।...হেডমাষ্টারের সামনে তোমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তুমি বেশি ঔদ্ধত্য দেখিও না। সমস্ত ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে বুঝিয়ে বলো। তা হ'লেই

ঢুকে যাবে। ওরা আবার জমিদার লোক কি না—তা ছাড়া আবার নানা ব্যবসা ফেঁদে টাকার কুমীর।

তা' ওঁরা ত বাড়ীতে টিউটর রেখে ছেলে পড়ালেই পারেন—গরিব ছেলেদের সাথে এক সঙ্গে বসতে স্কুলে পাঠানো কেন?

মিঃ বোস হাসিতে লাগিলেন: তাঁদের কর্তব্য তাঁরাই বুঝবেন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাই কেন? আমরা ভাববো আমাদের কর্তব্য কি!...সবই ত বুঝি,—কিন্তু উপায় কি বলো?

অনুপম দেখিল মিঃ বোস ঘটনাটার গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, মনও তাহার বেশ নরম হইয়া আসিয়াছে, তাহার কথা পাড়বার এই উপযুক্ত সময়। সে বলিল ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, উপায়ও একটা উদ্ভাবন করেছি যদি অনুমতি দেন ত বলি!

কি রকম?

অনুপম এইবার সুযোগ পাইয়া তাহার উদ্ভাবিত দুইটা পন্থার কথা সুযুক্তির সহিত বর্ণনা করিল। মিঃ বোস শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অনুপম বলিল এ শুধু সুবিমল আর নরহরির—এই দুইটি ছেলের সমস্যা নয়; স্কুলের সকল ছেলের কথা। একদল ছেলে দামী সুন্দর জামা কাপড় পরে আসবে আর তারই পাশে গরিবের ছেলের দীন বেশ, এক দলের চাকরের বয়ে আনা ভাল খাবার আর তারই সামনে আর একজনের চীনাবাদাম চিবানো—বা তারও অভাবে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা—আপনারা দূরে থেকে এর নগ্নমূর্তিটা কল্পনা করতে পারবেন না। গরিবের ছেলের কষ্ট এতে লাগেই—কেউ বা সেটা স্পষ্ট করে অনুভব করে—তাদের চোখে মুখে সেটা ধরা পড়ে, কেউ বা 'সাবকনসাস্‌লি' সেটা 'ফিল' করে।...এ সব দেখে শুনে আমি ত

ঐ দুটি পন্থা ভেবে রেখেছি।...বাড়ী গিয়ে ওরা ভালমন্দ যা ইচ্ছা খা'ক, যত ফ্যান্সি ড্রেস পরুক—কিন্তু স্কুলে কেন পার্থক্য থাকবে—য়ুরোপীয়ানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির দিকে একবার চেয়ে দেখুন না—মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট!

য়ুরোপীয়ানদের কথা রেখে দাও টাকা আছে তাদের সবই শোভা পায়। আমাদের এখানে এ সব সম্ভব কি না ভেবে দেখে আমি কমিটীতে তুলবো।...তবে টিফিনের কথা যা বলেছ—এটা বেশ ভালো কথা এটা আমি ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো।

অনুপমের একটু ভালো লাগিল। সেক্রেটারী তাহা হইলে তাহার প্রস্তাবের গুরুত্ব কিছু উপলব্ধি করিয়াছেন।

অনুপম মিঃ বোসের প্রিয় ছাত্র ছিল। ইহার পর কিছু সাংসারিক কথাবার্তা হইল। অনুপম বাসা করিয়াছে—সেখানে কে কে আসিয়াছে। খরচ পত্রের কোনরূপ অনটন হইতেছে কি না, অনুপম এখন ক'টা টিউসন করে—ইত্যাদি।

টিউসনের প্রসঙ্গ উঠিলে মিঃ বোস বলিলেন, ভাল কথা—ক'দিন ধরে তোমায় খবর দেব ভাবছি—।

অনুপম জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

সময় আছে তোমার...সকাল বা সন্ধ্যায় ঘণ্টা খানেক হ'লেই চলবে।

কি টিউসন?

হাঁ একটা মেয়েকে পড়াতে হবে, বেশি টাকা কিন্তু দিতে পারবেন না। আমাকে ক'দিন থেকে ধরাধরি করছেন—একজন বিশ্বাসী ভালো লোক চাই। মেয়ের বয়েস্ হয়েছে—তা প্রায় সতরো আঠারো হবে। বাপ নেই অনাথার মেয়ে। বাপ বেশি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। ছোট্ট একখানা বাড়ী আছে তারই দুখানা ঘর নিজেদের জন্য

রেখে বাকী ক'খানা ভাড়া দিয়ে সংসার চলে। সুতরাং টাকার জন্যই পড়াতে চাইলে এখানে বিশেষ কিছু সুবিধা নাই, তবে কিছুটা 'হিউম্যানিটি'—

অনুপম বাসা করা অবধি টাকার প্রয়োজন বিশেষ বোধ করিতেছে, তাহা ছাড়া নিরুর বিবাহ আছে, তাহার জন্যও কিছু টাকা জমানো দরকার, সুতরাং টিউসন তাহার প্রয়োজন। যে আয় আছে তাহার পর সামান্য কিছু বাড়িলেই মন্দ কি। তাহা ছাড়া সময় মাত্র এক ঘণ্টা। সে বলিল, কত দূর, ছাত্রী কোন ক্লাসে পড়ে?

দূর মোটেই নয়, তলাপাত্রের বাড়ীর খুবই কাছে। ওখানে কখন পড়াও?

সন্ধ্যায়।

তবে ওখানে পড়িয়ে ফিরতি বেলায় এ বাড়ীতে এক ঘণ্টা বসে যেতে পারো। হাঁ,...এ মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে, আর বছর ম্যাট্রিক দেবে।

কত দিতে চা'ন এরা?

গোটা পনের টাকার বেশি দিতে পারবে না।

গোটা কুড়িক করা যায় না। বাবা ত কিছু রেখে গিয়েছেন বললেন, তা'ছাড়া বাড়ী ভাড়ার আয় আছে।

রেখে গিয়েছেন সে অতি সামান্যই, অনাথা বিধবা তা' বোধ হয় খরচ করতে চা'ন না, বড় হিসেবী লোক। তা'ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে,—খুব ছোট, তাকেও মানুষ করা আছে, দু'টী মেয়ের বিয়ে দেওয়া আছে।

আপনি একবার একটু বলে দেখবেন,—নইলে আসব আমি ওতেই। বোনের বিয়ের জন্য টাকার আমারও বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যা' আসে তাই ভালো।

পনের টাকার বেশি না হলেও ত ওদের আমি কথা দেব ?

আজ্ঞে, হাঁ।

তবে দু'তিন দিন পরে একবার এসো আমি চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

অনুপম মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

আরও দু'একটি অন্য কথা বলিবার পর অনুপম সেক্রেটারীর নিকট হইতে বিদায় লইল। পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে মনে কেমন যেন একটু হাসি পাইতে লাগিল: মেয়ে ছাড়া কি তার টিউসন জুটিতে নাই। কনক বৌদির কাছে সে এ টিউসনের কথা কেমন করিয়া বলিবে ?—পরক্ষণেই তাহার মনে হইল এ টিউসনের কথা কনককে বলিবে না।...নিরু ও পিসীমাকেও বলিবে না,—তাহা হইলেও কনকের কানে যাইবে। অনুপম ভাবিতে ভাবিতে চলিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, আচ্ছা কনকই বা তার মেয়ে পড়ানোর কথা শুনিয়া এমন চটিয়া যায় কেন ? হরেন বাবু পড়াইতে গেলে বরং চটিবার কারণ আছে, তবে কি সত্যই কনক মনে মনে—! মনের গহন-তলের খবর কে জানে ? অনুপমের না যাওয়ার জন্য কনক সেদিন অভিমান করিয়াছিল, অনুপমকে সোনার হরিণ বলিয়া যেদিন সে সমুখ হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছিল—ফিরিয়া ফিরিয়া অনুপমের আজ সেই সব দিনের কথা মনে পড়িতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে মিঃ বোসের চিঠি লইয়া গিয়া অনুপম নতুন টিউসন আরম্ভ করিল। নতুন ছাত্রীর মা বিভাবতী মিত্র মহিলাটি বেশ। শান্ত সৌম্য-মূর্তি, দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। অনুপমকে তিনি 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করিলেন—

বেশ হ'ল, বাবা, তুমি অরবিন্দ বাবুর ছাত্র—আমার ছেলের মত। আজ দুই বছর হ'ল উনি স্বর্গে গেছেন, এখন বিধবার সংসার।

তোমাকে উপযুক্ত কিছু দিতে পারলাম না বটে, তবে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবো। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন রেবাকে উনিই দেখিয়ে দিতেন। মেয়ের লেখাপড়ায় আগ্রহ আছে, সবাই বলেন একজন দেখিয়ে দেবার লোক থাকলে ভালো হয়। ক্লাসে ও বরাবরই ফার্ষ্ট হয়। কেউ দেখিয়ে দিলে হয়ত একটু ভালো 'রেজাল্ট'ও হতে পারে। পুত্র সন্তান ত নেই, ওরা মানুষ হয়ে—

সে ত বটেই,—আজকাল আর ছেলেতে মেয়েতে কি তফাৎ আছে! মেয়েও লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ছেলের মতই বাপমায়ের দেখাশুনা করতে পারে।

আমার দেখাশুনা না করুক, নিজেরা ত মানুষ হ'ক তা হ'লেই আমি বাঁচি। আমি বিধবা মানুষ, দিন আমার এক রকম করে চলে যাবেই।

অনুপমের মনে পড়িল, হাঁ বাড়ী ত এঁদের একখানা আছে!

একটি ছয় সাত বৎসরের ছোট মেয়ে উঁকি মারিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বিভাবতী বলিলেন, তুমি একটু বসো, বাবা, রেবা এক্‌খুনি আস্‌ছে।

—বলিতে বলিতে অনুপমের নতুন ছাত্রী রেবা বাঁ হাতে বই খাতা ও ডান হাতে এক পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল।

এখন আবার চা কেন?

বিভাবতী হাসিয়া বলিলেন, ঐ এক দোষ আমাদের বাড়ীতে দিনের মাঝে অনেকবার চা খাওয়া চাই। ওদের বাপের কাছ থেকে ওরা এটা শিখেছে। বিকেলে চা খাবার পরে সন্ধ্যায় পর পর আরও দু'কাপ চাই।

রেবা লজ্জা পাইয়া মৃদু হাসিয়া গ্রীবা বাঁকাইল।

অনুপম ত্বরিতে তাহাকে একবার দেখিয়া লইল : উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, চোখের ভঙ্গিটা বাস্তবিকই মনোহর।

অনুপমের চা-পান শেষ হইলে বিভাবতী বলিলেন, এইবার তুমি পড়াও, আমি যাই।

ইহার পর পড়ানো সুরু হইল।

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, কাল্‌কের তোমার কি কি পড়া আছে বের কর!

রেবা জানাইল, পরদিনের পড়া সে একপ্রকার সারিয়া রাখিয়াছে। অনুপম সেগুলি দেখিতে চাহিল। রেবা কষা-অঙ্ক, ট্রান্‌স্লেসান দেখাইল, ইংরাজী যেখানে পড়া ছিল ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইল। অনুপম দেখিল ছাত্রীটি ভালোই। ভালো করিয়া খাটিলে বৃত্তি পাওয়া অসম্ভব নয়। অঙ্কে ভুল ছিল না, কষিবার পদ্ধতি শুধু একটু দেখাইয়া দিল। ট্রান্‌স্লেসান-এ সামান্য দুই একটা ভুল তাহা শোধরাইয়া কোথাও বা একটু পরিবর্তিত করিয়া ভালো ইংরাজী দিয়া দিল। ইংরাজী কবিতাটা শুধু অনুপম একবার নতুন করিয়া পড়াইল। শুনিবার ভঙ্গি দেখিয়া অনুপমের মনে হইল, পড়ানো সে শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছে। অনুপমের উৎসাহ বাড়িয়া গেল।

আসিবার সময় অনুপম বলিয়া আসিল, স্কুলের টাস্ক রেবা যতটা সম্ভব করিয়া রাখিবে, যেখানে বুঝিবার আছে তাহা যেন রাখিয়া দেয়, অনুপম আসিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহার পর সিলেবাসের যে অংশ বাকী আছে অনুপম রেবাকে পড়াইয়া ক্লাস হইতে আগাইয়া রাখিবে। রেবা এ প্রস্তাবে খুশিই হইল। অনুপমের নতুন ছাত্রীকে পড়ানো প্রায় সাড়ে ন'টায় শেষ হইল।

পথে আসিতে আসিতে অনুপম অনেক কথা ভাবিতে লাগিল :

সকালে ছেলেটা পড়ানো আর তলাপাত্রের মেয়ে পড়ানোর মাঝে অনুপম কোন পার্থক্য অনুভব করে না, কিন্তু রেবাকে পড়াইতে কেন যেন তাহার একটু বাধো বাধো লাগিতেছে। টাকার তাহার সত্যই প্রয়োজন, সুতরাং টিউসনও তাহার প্রয়োজন, কিন্তু এ টিউসনের কথা কনক পিসীমা ও নিরু সবার কাছেই লুকাইতে হইবে। এই লুকাচুরিও তাহার ভালো লাগে না... টাকার দিকে এবার তাহার একটু সুবিধা হইল, স্কুলের কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়ত সে সেক্রেটারীর সাহায্যে করিতে পারিবে তিনি অন্তত সেইরূপ একটু আশা দিয়াছেন। স্কুল জীবনেও সে হয়ত সাফল্য লাভ করিবে: ছেলেদের দিয়া একটা সেবা-সমিতি, একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিতে হইবে।...নিজের কথাও মনে পড়ে। গান বাজনা তাহার কত ভালো লাগে। বৌদি কনক-লতার কাছে মাঝে মাঝে গান গাওয়া ছাড়া নিজে সে আর একটুও বসিতে পারে না। এইবার থেকে সে আবার সকালে উঠিয়া গলা সাধিবে। সেতারটা মেরামত করিয়া আনিতে হইবে। রাত্রে খাইবার পর একটু বাজাইবে।···সাহিত্য সাধনা সে কতকাল করে না। কলেজে পড়িবার সময় তাহার কয়েকটা গল্প কবিতা কাগজে ছাপা হইয়াছে। কতকগুলি লেখা বাক্সে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সময় পাইলে এখন একটু সাহিত্য চর্চা করিলে হয়। টলস্টয় নানাভাবে জীবন যাপন করিয়া বলিয়াছেন, জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ সাহিত্য সৃষ্টিতে। বড় বড় ছুটিছাটাতে ত তার প্রচুর অবসর থাকে!

জীবনকে আরও কত ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহারই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অনুপম সেদিন বাড়ী ফিরিল।

... ...

ইহার পর কয়েকটি মাস অনুপমের অনেকটা শান্তিতে কাটিল। জীবনটাকে সে যেন একটা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

খুব ভোরে উঠিয়া কিছুক্ষণ গলা সাধিয়া সে ঘণ্টা খানেক লেখে, তারপর টিউসন। টিউসন্ ফিরতি বাজার করিয়া বাড়ী,—ব্যায়াম, স্নানাহার, স্কুল। সন্ধ্যায় বৌদি কনকলতার ওখানে গল্প ও গান।

কনকের নিকট হইতে ঠিক সময়ে বাহির হইতে না পারিলে রাত্রে দুইটা টিউসন সারা মুস্কিল, তাই সে বার বার ঘড়ি দেখে। কনকের মুখ ভার হইয়া আসে। এক একদিন সে বিরক্ত হইয়া রাগিয়া বলে, আমার ইচ্ছা করে দিই ঘড়িটাকে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে।

একদিন যাইবার সময় অনুপম দেখিল সত্যই কনক তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছে না; অথচ ঘড়িতে তখন যাইবার সময় নির্দেশ করিতেছে। অনুপম জোর করিয়া গেল বটে—কিন্তু পথে গিয়া বৌদির বিষণ্ণ মুখখানা কেবলি মনকে পীড়িত করিতে লাগিল। অনুপম সেদিন টিউসন কামাই করিয়া ফিরিয়া আসিল।

বৌদি ফিরে এলাম!

কনক সেদিন কত খুশি: ফিরে আসবেন সে কথা জানতাম আমি।

কেমন করে?

মনে মনে ডাকছিলাম কত!

মনে মনে আবার ডাকেন নাকি?

ডাকি না!—নইলে শুধু শুধুই আসেন আপনি? আপনি ত আসতেই চা'ন নি, ডেকে ডেকেই ত আমি এনেছি!

অনুপম হাসিয়া জানালার ধারে ডেক্‌চেয়ারে আসিয়া বসিল।

এক কাপ চা করে দেব?

দিন।

কনক গিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে এক কাপ চা করিয়া আনিয়া অনুপমের হাতে দিল। অনুপম চা শেষ করিয়া একটি স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলিয়া মাথাটা চেয়ারে এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল—একটা দিন তবে ছুটি !

সহসা মাথার চুলে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চোখ মেলিয়া দেখে কনক চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া চুলের মাঝে ধীরে ধীরে আঙ্গুল বুলাইতেছে।

এঃ বৌদি, শেষে ছুঁয়ে দিলেন আমায় !

কনক হাসিতে গেল, কিন্তু অনুপম যখন তাহার মাথা ঘুরাইয়া তার মুখের দিকে চাহিল, সে দেখিল কনকের দুই গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। লজ্জা পাইয়া কনক সরিয়া গেল, তাহার পর বাহিরে গিয়া চোখ মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল।

এক অননুভূতপূর্ব আনন্দে অনুপমের অন্তর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সে বেশি কথা কহিতে পারিতেছিল না। কনক আসিয়া দূরে দেয়াল ঠেস দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ছুঁতে আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করে, মনে মনে কত মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই, বাতাস দিয়ে দিই···

অনুপমের মনে হইতে লাগিল, এ এক আচ্ছা পাগল ত !

কনক কিন্তু বিষণ্ণ উদাস কণ্ঠে বলিয়া চলিল, আপনি যদি আমার আপন দেওর হ'তেন, তা হ'লে বাঁচতাম, কেউ কোন কথা বল্‌তে পারত না। এ তো মনের ভাব আমার সব চেপেই রাখতে হয়। এঁদের ঘরে আসবার আগে আমার ছোট ভাই ছিল—আমার সাথী, আমার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। রাত্রে খাওয়ার পরে ছাদে গিয়ে জোছনায় বসে বসে ভাই বোনে গল্প করতে করতে কত রাত হয়ে যেত ! কতদিন সে আমার কোলে মাথা রেখে শুতো আমি তার মাথার চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে গল্প করতাম। শ্বশুর বাড়ী এসে ভাইকে আর পাব না জান্তাম, কিন্তু আশা ছিল দেওর

পাবো, ঠিক আমার সমবয়সী। ভাবতাম তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা আমার কি সুন্দর জমে উঠবে!···কিন্তু সে গুড়ে বালি। ছোট ভাই ওঁর একটিও নেই।···জীবনের একটা মাধুর্য থেকে আমি একেবারে বঞ্চিত ছিলাম। আপনাকে পেয়ে—

তবে এখন ত আর দুঃখ করা সাজে না আপনার, আমি ত আপনাদেরই হয়ে গেছি!

কনক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, তাইত এসেই ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করেন।

ওঁর আপন ভাই হ'লে সব সময়েই পাশে বসিয়ে রাখতেন বুঝি?

তাহলে ত এক বাড়ীতেই থাকতেন, কত সময় কাছে পাওয়া যেত।

তা ঠিক!

কনক দার্শনিকের মত বলিয়া চলিল, বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী এর যে কোন একটা না থাকাটা যেমন মানুষের একটা অভাব, তেমনি দেওর না থাকলেও জীবনে মস্ত বড় একটা খুঁৎ থেকে যায়। চোখের সামনে দেখি সবাই দেওর নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছে; কত দুষ্টামি, ঠাট্টা, স্নেহ, অনুরাগ। দেওরের নতুন চাকরি হ'লে বৌদির জন্যে কত সাবান, তেল, জামা উপহার। বৌদির দেওরের জন্য সোয়েটার মাফলার বোনা, এক সঙ্গে থিয়েটার বায়োস্কোপে যাওয়া। ছুটির দিন বসে কেরাম খেলা, গল্প দুষ্টামি করা।···বৌদি ঠাকুরপোর চলাফেরার মাঝে যেন শৈশব চিরকাল বাসা বেঁধে থাকে। স্বামী বড় হয়ে গেলে— দেওরের মাঝে স্বামীর আগেকার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম অবাক্ বিস্ময়ে কনকের মুখে দিকে তাকাইয়া ছিল: এই মেয়েটি এত কথাও ভাবিয়াছে। কই আর কেহ ত কোন দিন এ সম্বন্ধটা তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে নাই!

কনক বলিল, দেওর অর্ধেক ভাই—অর্ধেক স্বামী,—মানে আমি বলতে চাই ভাইয়ের মত স্নেহপ্রীতি এবং স্বামীর মত রহস্য করা যায় তার সঙ্গে।

অনুপম হাসিয়া বলিল, বৌদি, আজ আপনি আমার মাষ্টার মশায় হলেন—সত্যিই বলছি।

কনক সলজ্জ মুখে একটু মুখ ভেঙাইয়া বলিল, ইঃ,—কত বিনয়ই জানেন!

একটুও বিনয় নয়—সত্যি কথা বলছি, এমন করে আমায় কেউ কোন দিন বুঝিয়ে দিতে পারে নি—

কনক গম্ভীর হইল। তারপর কি একটু ভাবিয়া বলিল, দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবার পর তার বৌদির কাছে যে চিঠি খানা লিখে গিয়েছিল তা দেখেছিলেন আপনি?

অনুপম কোন উত্তর না দিয়া কনকের মুখের দিকে চাইল।

কনক নিজের আবেগেই বলিয়া চলিল,···পড়ে কেঁদে বাঁচি না। কত ভালবাসা যে ছিল দু'জনার মধ্যে। সকলের শেষে বলে গেছে,··· ভগবান যদি কেউ থাকেন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—জন্মে জন্মে যেন তোমার মত বৌদিদি পাই!

—বলিতে বলিতে কনকের চোখ দিয়া দু'ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। পুরুষ হইলেও অনুপমের বুকটা যেন বেদনার্ত হইয়া উঠিল,—তাহার চোখ দিয়াও যেন জল আসিতে চায়।

এই সব বলিয়া কনক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনুপম আনন্দে বিস্ময়ে মূক হইয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে কনক যখন আবার আসিল তখন তাহার হাতে একটি সুন্দর ডিজাইনের 'স্লিপ্-ওভার'—ও দুই খানা সুন্দর এমব্রয়ডারী করা রুমাল। কনক

সেগুলি অনুপমের হাতে দিয়া বলিল, আপনার জন্যে করেছি, ঠাকুর পো !

অনুপম প্রথমে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, তারপর সেগুলি প্রথমে মাথায় তারপর বুকের মাঝে চাপিয়া রাখিল। তাহার হৃদয় তখন আবেগে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। অনুপমের মনে হইতে লাগিল আজ তাহার টিউশন কামাই করা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

ইহার পর এ কথায় ও কথায় রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল। হরেনবাবু ছাত্র পড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অনুপমকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—কি খবর ?

আজ আর ছাত্রী পড়াতে গেলুম না, বৌদির সঙ্গে গল্প করার একটা নেশা আছে—দেখছি।

বেশ ত !—তারপরেই হরেনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কনক স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, আজ ও 'গুলি ঠাকুরপোকে' দিলাম, গো।

বেশ ! বেশ !···তা' ওর পছন্দ হয়েছে ত ?···সোয়েটারের রং টা ?

—তারপর অনুপমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, উলের রং নিয়ে তোমার বৌদির কি মহামারী কাণ্ড,···এ রং আনি—ফেরৎ দাও, ও রং আনি—ফেরৎ দাও, বলে, ঠাকুর পোর শিল্পীর মন,—এ সব পছন্দ হবে না।

না, না, এ ত চমৎকার রং আর ডিজাইন হয়েছে।

তোমার বৌদির শ্রম তা'লে সার্থক !

বৌদির নানা কাজ, তার মাঝে কষ্ট করে কেন যে এ সব করতে গেছেন !

জামা খুলিতে খুলিতে হরেনবাবু বলিলেন, এ সব আনন্দের কাজ হে, মেয়েদের চেন না তুমি !···এক কাপ চা হ'ক, কেমন ?

না, না, সন্ধ্যাকালে—একবার হয়ে গেছে আমার !

তা' হ'ক,···ঐ সঙ্গে আমারও এককাপ হবে।

স্বামীর নির্দেশ মত কনক চা করিতে গেল। অনুপমও বিশেষ আপত্তি করিল না, হরেনবাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওঠা ভালো দেখায় না। দু'জনের মধ্যে স্কুলের ব্যাপার আলোচনা চলিতে লাগিল ঃ মনস্কান্তের মেজাজ একেবারে খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছে।···ললিতটার মন কি, সবাই পাত্তা না দিলেও এখনও সত্যবাবুর বাড়ীর নামে যা তা বলিয়া বেড়ায়।···শোনা যাইতেছে অনুপমের টিফিনের প্রস্তাবটি না কি কমিটী অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আগামী বৎসর হইতে হয় ত ওটা চালু হইবে।···আবার ইলেক্‌সানের ব্যাপার আসিতেছে, আবার লাঠালাঠি ব্যাপার হইবে।···ইলেক্‌সানের ব্যাপারের কথা সব অনুপম জানে না : ব্যাপারটা কি ?

চা আসিয়া গেল। হরেনবাবু বলিলেন, ও ব্যাপার বছর কাবার হলেই দেখতে পাবে, এখন চায়ে মন দাও। ভালো লাগে না, ভায়া, মাষ্টারী করতে এসেও দলাদলি ! কমিটীর মেম্বারেরাও হয়েছে তেমনি, পয়সা নেই—কড়ি নেই, এর মেম্বার হ'বার জন্যে এত মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি কেন ?

জানিবার জন্য অনুপমের কৌতূহল বাড়িল। কিন্তু রাত্রি হইল, চা পান শেষ হইলে সে বলিল, আচ্ছা উঠি হরেন দা.···ও সব নতুন বছরেই জানা যাবে।

কনক বারন্দায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অনুপম তাহার সমুখে একটু দাঁড়াইয়া বলিল, তা'লে—আসি বৌ-দি ?

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া করুণ হাসিয়া কনক বলিল, থাকতে বল্‌লেই কি আর থাকবেন আপনি ?

সে সৌভাগ্য যে আমিও করে আসি নি, বৌ-দি!—একটা লঘু দীর্ঘ নিশ্বাস অনুপমের অনিচ্ছাতেও বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিতে আসিতে অনুপম বার বার ভাবিতে লাগিল, শরৎ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন,—এ দেশের ঘরে ঘরে মা বোন!

প্রায় মাস দুয়েক পরের কথা।

অনুপম মনে মনে যে শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহা যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সব দিকেই এলোমেলো লাগে। প্রভাত প্রায় প্রতিদিনই নিরুকে পড়াইতে আসে, অনুপম নিজের কাজের জন্য সে সময় কোনদিনই উপস্থিত থাকিতে পারে না, অথচ প্রভাত কোন প্রকার প্রস্তাবই এ পর্যন্ত করে নাই। বিবাহের কোন কথা তুলিতে অনুপমের লজ্জা লাগে। পিসীমার কথাবার্তায় বুঝা যায় তাহার ধারণা অনুপম প্রভাতের নিকট হইতে কোন প্রকার অঙ্গীকার পাইয়াছে: আজকালকার ছেলেরা ত হামেশা বন্ধু-বান্ধবের এরূপ দায় হইতে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও উদ্ধার করে! অনুপম পিসীমার ভুলও ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। প্রভাতকেও আসিতে নিষেধ করিতে পারে না। তাহার সন্দেহ হয় প্রতিবেশীরা ইহা লইয়া আলোচনা করে।

এদিকে মনস্কান্ত বাবুও নাকি অনুপমের নামে কুৎসা রটনা করিতেছে। তাহার পূর্বেকার ছাত্রী মিঃ তলাপাত্রের মেয়ে শুভার সহিত নাকি অনুপমের চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে। মনস্কান্ত বাবু এখনও শুভার ছোট ভাই বোনকে অপর ঘরে পড়ান। তাহার চোখকে না কি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়! তাহা ছাড়া আরও অনেক সূত্রে তিনি জানিতে পারিয়াছেন। শুভা না কি চিরকালই চপল প্রকৃতির ছিল, শুধু মনস্কান্ত বাবু গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া সুবিধা করিতে পারিত না। অনুপমের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি ক্ষোভ করিয়া বলেন, এমনি সব চরিত্তিরের

যুবক মাষ্টার দিয়ে লোকে মেয়ে পড়াতে সাহস পায় কি করে বুঝি না।

স্কুলে মনস্কান্ত বাবু অনুপমের সহিত প্রায় কথা বন্ধ করিয়াছেন। মেজাজও তাহার অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়া বেড়াইতেছেন—কমিটীর একটা লোকও মানুষ নয়,—সাধু ভাষায়—তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই। নিজেদের লোকের পেট ভরানো ছাড়া তাহাদের অন্য কাজ নাই। যাহারা তাহার উপরে মোটা মাহিনা পান তাহাদের জন্যই মনস্কান্তবাবুর ইনক্রিমেণ্ট হইতেছে না। বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের দুই জন 'রিপ্রেজেনটেটিভ'-এর জন্য উহাদের বেতন বেশি, ইনক্রিমেণ্টের হারও বেশি। উহাদের দিতে গেলে আর টাকায় কুলায় না; সুতরাং আর ইনক্রিমেণ্ট হইতেছে না। মনস্কান্ত বেপরোয়া ভাবে উচ্চরবে ঘোষণা করিতেছেন—উহাদের আর প্রতিনিধি করা হইবে না। নিজেদের পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উহারা নীচের মাষ্টারের জন্য চেষ্টা করেন না। সর্বশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন এবার তিনি নিজেই ঐ পদের জন্য দাঁড়াইবেন।

অনুপমের—শুনিয়া শুনিয়া মায়াও হয়: বেচারার বোধহয় মাথা খারাপ হইতে সুরু করিয়াছে।

... ...

রেবাকে লইয়া আবার নতুন মুস্কিল বাধিয়াছে। রেবা অবশ্য লেখাপড়া ঠিক মতই করিতেছে, এমন কি পূর্বাপেক্ষা কিছু উন্নতিও করিয়াছে। কিন্তু হাবভাবে অনুপম কিছু বিপদ আশঙ্কা করে। শিক্ষক ছাত্রীতে প্রেমে পড়ার গল্প অনুপম অনেক শুনিয়াছে, বন্ধু-বান্ধবের মাঝে এরূপ প্রসঙ্গ লইয়া ঠাট্টা তামাসা সেও অনেক করিয়াছে। কিন্তু নিজের জীবনেই শেষে এরূপ কিছু না ঘটিয়া যায়! রেবা আজকাল

পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিপাটি করিয়া সাজিয়া পড়িতে আসে। পড়িতে পড়িতে অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবে। তখন পড়া জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। সকলের চেয়ে বড় সন্দেহের কারণ তাহার বাড়ীর 'রাফ' খাতার ভিতর এক ছিন্ন পত্রে এক কবিতা পাওয়া গেল: পড়িবার জায়গায় বই খাতা রাখিয়া সে বাড়ীর ভিতর গিয়াছিল, অনুপম ইহার মাঝে আসিয়া—গিয়াছে! বাড়ীর 'টাস্ক' গুলিতে আগেই চোখ বুলাইবে বলিয়া 'রাফ' খাতাটা খুলিলেই কবিতাটা আত্ম-প্রকাশ করে। পাতাখানা সরানো হইবে বলিয়া ছেড়া হইয়াছিল কিন্তু সরানো হয় নাই। ছাত্রীর রচনা দেখিবার কৌতূহলে অনুপম উহা দেখিয়া ফেলিয়াছে। কবিতাটা অনুপমের হাতেই ছিল, রেবা আসিলে সে হাসিয়া বলিল, 'টাস্ক' দেখতে গিয়ে তোমার কবিতা, কিন্তু, দেখে ফেলেছি আমি!

লজ্জায় চোখমুখ লাল করিয়া রেবা বলিল, কেন দেখলেন আমার কবিতা;...ভারী ই'য়ে আপনি!...দিন, আমার কবিতা দিন।—বলিয়া নিজেই অনুপমের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ব্লাউজের আড়ালে লুকাইয়া ফেলিল। তাহার পর লজ্জায় কিছুক্ষণ আর মুখ তুলিতে পারিল না সে। কবিতায় যে বর্ণনা তাহা অনুপমের উদ্দেশ্যে না হইয়া যায় না: এ অবস্থায় অনুপমের মন কিছু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক: সেও ত বৌদ্ধ নির্বাণ লাভ করে নাই!

... ...

এদিকে স্কুলের বিষাক্ত আবহাওয়াতেও তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতে চায়। নন্দবাবুর সহিত ছেলেরা সেদিন কি দুর্ব্যবহার না করিল: নন্দবাবু 'ক্লাস এইট এ'-তে ঢুকিয়া দেখিতে পান টেবিলের উপর কতকগুলি উপড়ানো কাঁচা ঘাস। কি ব্যাপার? না—দেখা গেল সেই

কাগজের উপর লেখা রহিয়াছে, সার্ আপনার খাদ্য। নন্দবাবু দেখিবামাত্র চটিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ কোণ ও কোণ হইতে কুকুর বেড়ালের ডাক সুরু হইল। নিজে ক্লাস শান্ত করিতে না পারিয়া তিনি মনিটারের হাতে হেড্‌মাষ্টারের কাছে নোট পাঠাইলেন। হেডমাষ্টার ব্যাপার দেখিতে পাঠাইলেন একজন বেয়ারাকে। উদ্দেশ্য বোধ হয় ভালই ছিল: হেড্‌মাষ্টার আসিলে সবাই চুপ করিয়া শান্ত হইয়া যাইবে, অপরাধী ধরা পড়িবে না। কিন্তু ফল হইল বিপরীত: বেয়ারা রামদীন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চাদিদিক হইতে আবার উচ্চরোল উঠিল, আমাদের রামদীন হেড্‌মাষ্টার এসেছেরে— !...আমাদের নতুন হেড্‌মাষ্টার রামদীন !

ব্যাপারটা অবশ্য সমস্তই হেড্‌মাষ্টারকে জানানো হইয়াছে, কমিটার ও কর্ণ-গোচর হইয়াছে। অপরাধী কে কে বাহির করিতে না পারায় সমস্ত ক্লাসকে ফাইন্ করা হইয়াছে। কিন্তু ফাইন্ আদায় হইলে হয়; সমস্ত ক্লাস ষ্ট্রাইক্ করিয়াছে।

কয়েক দিন আগে গুণেনবাবুর ক্লাসেও এক মজার কাণ্ড হইয়া গেল। গুণেনবাবুর বোধ হয় ক্লাসে বসিয়া একটু ঝিমানোর অভ্যাস আছে। টিফিনের ছুটির পর সেদিন গুণেনবাবু ক্লাসে গিয়া দেখেন, প্রত্যেক ছেলে হাইবেঞ্চের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। একটি ছেলে মাথা তুলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সবাইকে ডাকিল, এই তোরা ওঠ্, ওঠ্, সার্ এসেছেন এক সঙ্গে সব ছেলে মাথা তুলিয়া চোখ মেলিয়া একবার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত দেখিল তারপর আবার চোখ বুজিয়া হাইবেঞ্চের উপর মাথা রাখিল। এ যেন এক রিহার্সেল দেওয়া ঘুমের ড্রিল।

ইহারই মাঝে একদিন টিচার্স কমন্-রুমে গিয়া অনুপম শুনিল ছাত্রদের ব্যবহারের কথাই আলোচনা হইতেছে। হীরেনবাবু ‘ক্লাস

এইট্‌'এ—বাংলা পড়াইতে গিয়াছিলেন। পড়াইবার বিষয় ছিল জড় ভরত। হীরেনবাবু বুঝাইতেছিলেন—জড়ভরত জাতিস্মর ছিলেন। জাতিস্মর অর্থে পূর্ব জন্মের কথা যার স্মরণ থাকে। পূর্ব জন্মের সামান্য ত্রুটিতে তার হরিণ জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় হিন্দুরা জন্মান্তরবাদ মানেন।

জন্মান্তরবাদ কি, স্যার ?

নিজেদের পাপ পুণ্যের দ্বারা মানুষ পর জন্মে ভালো মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুখ দুঃখের ভাগী হয়। যেমন এ জন্মে তুমি যদি শুভকর্ম কর পরজন্মে তোমার এর চেয়ে উন্নত আবহাওয়ার মাঝে জন্ম হবে, আবার এ জন্মে যদি কেউ পাপ করে পর জন্মে তার দুর্গতি-গ্রস্ত হয়ে জন্মাতে হবে।

শেষ বেঞ্চ হইতে অমনি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, কি পাপে মাষ্টার হয়ে জন্মায়, স্যার ?

হীরেনবাবু ত একেবারে অবাক্।

এই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। হীরেনবাবু অতি দুঃখে হাসিয়া হাসিয়া বর্ণনা করিতেছিলেন। ছেলেটি যাহা বলিয়াছে হীরেনবাবু যখন তাহা বলা শেষ করিলেন সত্যবাবু তখন উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অ্যাঁ,—বলেছে,—বলেছে ?...বেশ ! বেশ ! বেশ বলেছে ! কোন ছেলেটি আমায় দেখিয়ে দেবেন ত, আমি তাকে বাবা বলে ডাকবো। বড় সত্যি কথা বলেছে।...হাসছেন আপনারা ? সত্য কথা !...অনেক জন্মের অনেক পাপ না থাকলে মাষ্টার হয় না,...উচ্চারণটা ঠিক হ'ল না, মাষ্টার নয়—ম্যাস্‌টর। সকাল বেলা যেমন ঝি আসে, দুধওয়ালা আসে, তেমনি মাষ্টারও আসে।—বাড়ীর কর্তা ডেকে বলেন, খোকা তোর ম্যাসটর এসেছেরে !

সবাই হাসিতে লাগিলেন।

হাসছেন আপনারা ?...তা'ত হাসবেনই, অপমান আমাদের গায়ে লাগে না, গণ্ডারের চামড়া হয়ে গেছে আমাদের, একেবারে কঠিনত্বক্ ...এর মত জঘন্য-বৃত্তি জগতে আর নেই। আমার যদি ছেলে হয় আমি তাকে মরবার আগে তামা তুলসী হাতে করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব—সে যেন মাষ্টার না হয়। জগতের আর যে কিছু হ'ক—চোর হ'ক, বাটপাড় হ'ক, খবরের কাগজ ফেরি করুক, পথে পথে সেপ্‌টিপিন্ বিক্রী করে বেড়াক তবু যেন মাষ্টার না হয়।

সত্যবাবুর কথাগুলি এইবার যেন সকলের হৃদয়-স্পর্শ করিল। সকলে মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। উৎসাহ পাইয়া তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া চলিলেন—

—আরে মশায়, দুঃখের কথা বলব কি,—আপনারা হয়ত তেমন লক্ষ্য করেন না, লক্ষ্য করলে আপনারাও দেখতে পাবেন,—বলব কি,—ট্রামে চড়েছি দিব্বি ভালো জামা কাপড় পরে সাজ গোজ করে—কন্‌ডাক্‌টর বেশ সম্ভ্রম করে টিকিট দিচ্ছে, এমন সময় পাশ থেকে কে একজন বলে উঠলো,—এই যে মাষ্টার মশায়, ভালো ত ? —অমনি কন্‌ডক্‌টর ডা'ন হাতের টিকিট বাঁ হাতে করে দিয়ে গেল, সবাই একবার তাচ্ছিল্য করে মাষ্টার মশায়ের দিকে চেয়ে নিল। আচ্ছা কেন বাপু, আমি কি তোর চৌদ্দ পুরুষের শত্তুর,—সত্যবাবু না বলে মাষ্টার মশায় বলা কেন ? আমি যদি তোকে কেরাণী বাবু বলে ডাক্‌তে সুরু করে দি, কি দোকানদার বাবু!...হয়ত তিনি কর্পোরেশানের মেথর খাটান, আমি যদি তাকে মেথর-সর্দার বাবু বলে সবার সামনে ডাকতে আরম্ভ করি।

বাড়ীর সামনে জুতো সারাচ্ছি মশায়,—মুচি ঘর-দোর সাজানো

দেখে মনে করেছে বড় বাবু—বেশ যত্নের সঙ্গে জুতো সেলাই করছে। দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখে একজন পথ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, এই যে মাষ্টার মশায়, ভালো আছেন ত? যেই বলা অমনি মুচি জুতোয় লম্বা লম্বা ফোঁড় দিতে সুরু করে দিলে, মশায়;

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসির কথা নয়, এই আমাদের অবস্থা!...তা' ছেলেটার দোষ কি মশায়, সে যা বলেছে, ঠিকই বলেছে: অনেক জন্মের অনেক পাপ না থাকলে মাষ্টার হয়ে জন্মায় না।

অনুপম মাস দুই হইল একটু আধটু সাহিত্য সেবা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার একটি গল্প সম্প্রতি একটি বাংলা মাসিকেপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এবং শিক্ষকদের ভিতরে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রভাত গল্প পড়িয়া খুব খুশি। সে অনুপমকে বলে, এইবার তুমি তোমার সত্যিকারের পথে চলা সুরু করেছ। এতেই তোমায় বাঁচিয়ে রাখবে। অন্য শিক্ষকদের কেহ বা প্রশংসা করিল, কেহ বা পরোক্ষে গল্পের ত্রুটি বাহির করিল। কিন্তু কাণ্ড করিয়া বসিল ললিত: সে হরেনবাবুর সামনেই গল্পটা সত্যবাবুকে দেখাইয়া বলিল, অনুপমবাবুর গল্প পড়েছেন?...এই দেখুন, পড়ে দেখুন এ গল্প হরেনবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে লেখা হয়েছে—এ কথা আমি 'বেট্' রেখে বলতে পারি। আর গল্পের নায়ক যে কে—তা' ত বুঝতেই পারছেন!

হরেনবাবু রীতিমত চটিয়া গেলেন। চটিবারই কথা। ললিতকে

তিনি বলিলেন, একটু সংযত হয়ে কথা বলবেন, ললিতবাবু, এতগুলি পাশ দিয়েছেন মুখ সামলে কথা বলতে শেখেন নি আপনি !

ললিত প্রথমে একটু ভ্যাবাচেকা খাইল, তাহার পরই দ্বিগুণ আক্রোশে বলিয়া উঠিল—

উনি লিখতে পারলেন, কোন দোষ হ'ল না তা'তে—আর আমরা বলতে গেলেই যত দোষ ?...দেখুন না পড়ে, গল্পের 'হিরোয়িন' নলিনীর যে সব 'কোয়ালিফিকেশান' দেওয়া হয়েছে আপনার স্ত্রীর সেই সব গুণ আছে কি না ?

আমার স্ত্রীর কি কি গুণ আছে না আছে—তা' আপনি জানলেন কি করে ?

আপনিই এখানে গল্প করেছেন হরেনবাবু,—সবার সামনেই গল্প করেছেন, নইলে আমরা কি আপনার বাড়ীতে গিয়ে জানতে পেরেছি ? অনুপমবাবুর মত কি আর সবার সৌভাগ্য হয় !

উত্তেজিত হরেনবাবুর চোখমুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, এই বুঝি তিনি ললিতকে অপমান করিয়া বসেন ! এমন সময় সত্যবাবু ললিতের হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া বলিলেন, ওহে ভায়া, গল্পের নায়িকার সঙ্গে অনেক বাড়ীর মেয়েছেলেরই সাদৃশ্য থাকতে পারে, তাই বলে যে এ সেই হ'বে তার কোন মানে নেই,...আর মুখে কি কোন ভদ্র মহিলার নামে এমন কথা বলতে আছে,—ছি !...বড্ড ছেলে মানুষ তুমি !... আপনি বসুন গিয়ে হরেনবাবু, ওসব কথায় কান দেবেন না,—অমৃতং বালভাষিতং।

ব্যাপারটা অনুপমেরও কানে আসিল। সে ত লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশিয়া গেল : হরেনবাবু কি মনে করিয়াছেন—কে জানে ! কথাটি বৌদি কনকও শুনিতে পাইবেন নিশ্চয়। তাহার কাছে অনুপম

মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া। দুশ্চিন্তায় শীতের দিনেও সে ঘামিয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কনকের ওখানে সে একটা অস্বস্তি লইয়া গেল। স্বামীর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বৌদি না জানি কি মনে করিয়া রহিয়াছেন!

কনক কিন্তু এ প্রসঙ্গে কোন কথা তুলিল না। অনুপম অবশেষে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, বৌদি বোধ হয় আজ আমার উপর রাগ করে আছেন!

কেন?

হরেনদা বলেন নি কিছু?

ওঃ সেই গল্পের কথা?...তা'তে রাগ করব কেন?

কেমন এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হাসিয়া কনক বলিল, তাতে কি আমার রাগ করবার কথা? গল্পে যদি আমাকেই চিত্রিত করে থাকেন— তাতে ত আমার উপর অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।—ভালবাসা ত পাপ নয়!

অনুপম স্তম্ভিত হইয়া গেল। বৌদি কনককে সে একেবারে বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষকতা করিতে আসিয়া যত লোকের সান্নিধ্যে সে আসিয়াছে, সকলের সম্বন্ধেই সে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়াছে—কিন্তু বৌদি কনক তাহার কাছে এখনও একটা রহস্য হইয়া রহিল।

... ...

অনুপমের বাসা করিবার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। নিরুকে পড়াইতে প্রভাত প্রতিদিন না হইলেও সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই আসিয়া থাকে। পিসীমা বাড়ীর রান্না নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। অনুপম সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়—প্রথমে হরেনবাবুর বাড়ী তারপর ছাত্রী পড়াইতে। সুতরাং নিরুও প্রভাতের সন্ধ্যাকালে একেবারে নির্জনে কয়েক ঘণ্টা কাটে। প্রভাত যদি মুখেও এরূপ একটা কথা দিত যে সেই নিরুপমাকে গ্রহণ করিবে তাহা হইলে পিসীমার বিশেষ উদ্বেগ হইত না। তাঁহার বয়স হইয়াছে, জগতের অনেক কিছু তিনি দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন। প্রতিদিন সাহচর্যের একটা ফল আছে, বিশেষ করিয়া বয়োপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের! প্রভাত ছেলে ভালো তাহা তিনি জানেন, অনুপমের বিশেষ প্রিয় বন্ধু, সুতরাং অবিশ্বাস তিনি কাহাকেও করেন না, তবুও কথাটা পাকা করিয়া লইলে হইত—ইহাই তাহার অভিমত। অনুপমকে এসম্বন্ধে কিছু বলিলে প্রথমে সে যেন কি একটু ভাবে তারপর নিরুৎসাহভাবে বলে, আচ্ছা দেখি, বলব'খন তাকে।

মুখে বলে বটে,—কিন্তু বলা আর তার হয় না, কেমন যেন বাধো বাধো লাগে! প্রভাতের সরল উদার মনের কথা সে জানে। প্রথম দেখা হইতেই তাহাদের যে বন্ধুত্ব সূচিত হইয়াছে—নিরুর সহিত প্রভাতের বিবাহ হইলে সে বন্ধুত্ব আরও কত পাকা হইবে, সে একেবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া যাইবে, একথা অনুপমের মত প্রভাতও নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছে,—নইলে সে এমন করিয়া নিরুর পড়ার জন্য উৎসাহ দেখাইত না। নিজে গ্রহণ করিবে বলিয়াই সে নিজে-হাতে নিরুকে গড়িয়া লইতে চায়! কথা পাকা করিতে গিয়া ব্যাপারটার গাম্ভীর্য নষ্ট করা কি ভালো!...তাহা ছাড়া প্রভাতের মা বাপ বাঁচিয়া

নাই, সুতরাং তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিবার কে আছে? এমন অকপট বন্ধু যে তাহার কি একটা দায়িত্ব-বোধ নাই!

অনুপম মনে মনে এই সব ভাবে—সুতরাং পিসীমার ইচ্ছানুসারে কাজ করা আর তাহার হয় না। এদিকে নিরুপমার গতিবিধি মনোভাব পিসীমা ও অনুপম কাহারও অগোচর নাই। প্রভাত সপ্তাহের ভিতর যেদিন কামাই করে নিরুর সেদিন মেজাজ ভাল থাকেনা, সে মনমরা হইয়া বেড়ায়, ছটফট করে। পরদিন সন্ধ্যা হইতেই আবার আকুল আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া থাকে। কনক অনুপমকে হাত কাটা যে সোয়েটারটা দিয়াছে তাহা দেখিয়া তাহারও মনে হইয়াছে—সেও প্রভাতকে অমনি একটি সোয়েটার তৈরী করিয়া দিবে। তাই সে দাদাকে দিয়া উল্ ও কাটা আনাইয়া রোজ দুপুরে কনকের বাড়ী ছোটে। পিসীমা একদিন একটু বাধা দিতে গিয়াছিলেন, মেয়ের অমনি কি রোখ, বলে—

এমনি নিমকহারাম তোমরা পি-মা, একজন যে রোজ সন্ধ্যায় এসে মাসিক বিশ টাকা খরচ বাঁচিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তোমাদের—সেটা গনা নেই, তার জ'ন্যে দু'টাকার উল খরচ হয়েছে ত একেবারে সর্বনাশ হ'য়ে গেল তোমাদের!

পিসীমা মেয়ের কথা শুনিয়া অবাক্: টাকার জন্য কি তিনি বাধা দিয়াছেন? কিন্তু যে-জন্য তিনি বাধা দিয়াছেন তাহা নিরুকে তিনি বুঝাইয়া বলিবেন কেমন করিয়া!

সেই অবধি পিসীমা ইহাদের কোন কথায় আর থাকিবেন না—ঠিক করিয়াছেন। দেখা যা'ক অনুপম শেষ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা করে।

বাৎসরিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে অনুপম একদিন মৌলভীর ঘরে বসিয়া প্রশ্নপত্র করিতেছিল। মৌলভী সেদিন আসে নাই, অনুপমের সেটা 'অফ্ পিরিয়ড্', এমন সময় প্রভাত আসিয়া ঘরে ঢুকিল :

কি ব্যাপার ? মৌলভী না আসাতে বড় সুবিধা হয়েছে—না !...কি করছ ও সব ?

প্রশ্ন করছি, এসো।

অনুপম ভাবিল ভালই হইল, প্রভাতকে একা পাওয়া গিয়াছে, আজ যদি কথায় কথায় প্রসঙ্গটা পাড়া যায়। অনুপম বই বন্ধ করিল।

তোমার সাথে প্রাণ খুলে কতদিন কথাবার্তা বলা হয় না !

তার আর সময় কোথায়—বলো, আসুক আবার বি, টি, পরীক্ষার ছাত্রেরা, তখন আবার হয়ত আড্ডা দিবার সময় হবে।...ও, এবার ত তাও হবে না, এবার আবার ইলেক্শান আছে !

অনুপম বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল।

বুঝতেই পারবে তখন।...হাঁ, তুমি অমন এখানে বসে প্রশ্নটশ্ন করো না, বাপু !

কেন ?

অনেকে এসেই দেখতে চাইবেন—দেখি কেমন প্রশ্ন হ'ল ! যারা তোমার সাথে চিরকাল শত্রুতা করে এসেছেন, তাদের অনেকেও এখন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠবেন।

কেন, ব্যাপার কি ?

ব্যাপার হচ্ছে, সকলের চেয়ে বড়—'ব্রেড প্রবলেম'।

এর মাঝে আবার 'ব্রেড প্রবলেম' কোত্থেকে এল ?

বুঝছ না ?

না।

জানোত অনেকেই টিউসন করেন, আর তা করেন সব 'ব্রেড'এর জন্যেই—ধরে নিতে হ'বে, কেমন কি না ?

হাঁ।

ছাত্রেরা যাতে পাশ মার্ক পেয়ে ক্লাসে ওঠে—এইটায় তাদের একমাত্র সাধনা।

তা'তে আমার সাথে ভাব করবে কেন ?

শুধু কি তোমার সাথে করবে,—সবাই সবার সাথে ভাব করবার চেষ্টা করবে,—একদিন যে এদের কারো সঙ্গে কারো বিরোধ ছিল, তা আজকালকার ব্যবহার দেখে ধরাই মুস্কিল হবে। আর সেটা করবে কেন—জানো, প্রশ্ন জানবার জন্য !

অনুপম অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল।

প্রভাত বলিল, প্রশ্ন জানা থাকলে এখন থেকে সেইগুলি 'ইমপর্টাণ্ট' বলে পড়িয়ে যাবে। ছাত্রেরাও অন্য সময় টিউটরের কথায় অবাধ্য হলেও পরীক্ষার সময় এই 'ইমপর্টাণ্ট'গুলি বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়বে—কারণ তারা জানে এ 'ইমপর্টাণ্ট'এর অর্থ কি ?

সবাই প্রশ্ন দেখান ?

সবাই দেখান কি না জানিনা—কারণ এ ব্যাপারগুলি প্রকাশ্যে চলে না, তবে অধিকাংশই না দেখিয়ে পারবেন না, পারা ও শক্ত—। ধরো তোমাকে কেউ যদি এসে ধরে আর বলে, মশায়, ছা-পোষা মানুষ, এতগুলি ছেলেপিলে নিয়ে বসত করি,—টিউসনটি গেলে—না খেয়ে সব মারা যাবে...আর যে ছাত্র আমার, মশায়, একটু 'ইমপর্টাণ্ট' দেখে না পড়িয়ে দিলে—বুঝতেই ত পারছেন—পাশ সে কিছুতেই করতে পারবে না—টিউসনটি যাবে মশায়,...ছেলে ফেল করলে তার বাপ আর আমায় রাখবে না,—এ আমি নিশ্চয় জানি,—

এখন আপনার ধর্ম্মোকর্ম্মে যা নেয় করুন।—তুমি কি না দেখিয়ে পারবে ?

বিরক্তিতে অনুপমের চোখমুখ ছাইয়া গেল।

প্রভাত হাসিয়া বলিয়া চলিল, আর ব্যাপার এই খানেই শেষ হ'ল না কিন্তু,—প্রশ্ন জেনে পড়াবার পরেও ছেলে হয়ত কিছু লিখতে পারে নি—তখন তোমার বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করবে নম্বর বাড়াতে, সেও তুমি কি করবে ঠিক নেই ঃ অনুরোধ এড়াতে পারবে না,—বলবে, নম্বর বাড়িয়ে পাশের মত না করে দিলে টিউসন থাকবে না, আমার সহকর্মী হয়ে যদি আমাকে না খাইয়ে মারতে চা'ন, মারুন।...আরে মশায় একেই ত এই চাকরি করি, তারপর যদি একটু পরস্পর সহানুভূতি না থাকে তবে আমরা আর কোথায় আছি বলুন।

শুনিয়া অনুপম মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। এইরূপ ভাবে কেহ তাহার কাছে সাহায্য চাহিলে প্রত্যাখ্যান করা কত শক্ত, অথচ শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে কোন স্তরে নামিয়া যাইতে হয়! এই সব মহান আদর্শ লইয়া কি সে এই লাইনে আসিয়াছে!...তাহার মনে পড়িল কোন কোন মণীষী বলেন, যাহারা চুরি করে তাহাদের সকলকেই একেবারে পাষণ্ড নয়, তাহাদের অনেকে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বা প্রিয়জনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পরের জিনিষ লইতে বাধ্য হয়। শিক্ষকদিগের এই দুর্নীতির মূলেও জগতের সেই একই কারণ কার্য করিতেছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে অনুপম কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতেই পারিল না, তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করা যায় বল ত ?

প্রভাত হাসিয়া বলিল, একেবারে রেহাই পাবে বলে ত মনে হয় না, তবে আমার যুক্তি এই—এখানে ত প্রশ্ন করবেই না, আর প্রশ্নের নোটিশ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে হেড্‌মাষ্টারের কাছে দিয়ে দিও, সবাই একটু দেরী করেই প্রশ্ন দেয়, আর তারা ভাববে—তুমিও দেরী করেই প্রশ্ন দেবে।

বলিয়া প্রভাত কৌটা হইতে একটা পান বাহির করিয়া মুখে দিল।

অনুপম প্রভাতের সঙ্গে যে প্রসঙ্গ আজ আলোচনা করিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল—তাহা সে একপ্রকার ভুলিয়াই গেল। তাহার দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল—মনের শুচিতা রক্ষা করিয়া কি করিয়া সে এখানে কাজ করিবে?

প্রভাতের উপদেশ মত অনুপম স্কুলে প্রশ্ন করা বন্ধ করিল এবং সেইদিনই রাত্রি জাগিয়া প্রশ্ন শেষ করিয়া পরের দিন হেড্‌মাষ্টারের কাছে দাখিল করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, দু' একদিন পর হইতে দু'এক জন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, অনুপম বাবু, প্রশ্ন করা হয়ে গেছে?

প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি ত আমি!

এর মাঝেই দিয়ে দিয়েছেন, ভারী 'প্রম্পট' ত আপনি? তা কি কি প্রশ্ন করলেন?

অনুপম একটু ভাবিয়া বলিল, তা'কি সব মনে আছে!

সব মনে না থাকলেও কিছু কিছু ত আছে, তা থেকেই দু'একটা বলুন।

অনুপমের দু'একটা অবশ্য মনে ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিল, কি বলতে কি বলে দেব, শেষে ভুল পড়িয়ে মুস্কিলে পড়তে হ'বে আপনাদের—

সহকর্মী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, জানি, মশায়, জানি, মেয়ে পড়ান তাই বেঁচে গেলেন। আর যে ছাত্রটি পেয়েছেন...ভাগ্যচক্রে সেটিও ভালো ছেলে,—তা চিরদিন এমনি যাবে না, চাকা ঘুরে যাবে মশায়,—শেষে আমাদের হাতের মাঝেও আসতে হ'বে একদিন—

শোনা গেল মনস্কান্তবাবু অন্যান্য কয়েক জনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু অনুপমের কাছে তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হেড্ মাষ্টার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার, সত্যবাবু ও নন্দবাবু—ইহাদের কাছে কেহ প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করে না। আর সকলের কাছেই সকলে অন্তত একবার চেষ্টা করে। অবশ্য যাহারা টিউসন করেন না তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

সন্ধ্যাকালে বৌদি কনকের ওখানে যখন অনুপম গেল তখন হরেন বাবু বাড়ী ছিলেন। সেদিন ইচ্ছা করিয়াই ছিলেন কি না—কে জানে! দু'এক কথার পর হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার তোমার কোন কোন ক্লাসের 'কশ্চেন' পড়ল?

অনুপম প্রথম কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরই ক্লাসের নাম বলিল।

হরেনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: আমার ছাত্রের কিছুই পড়ে নি দেখছি তোমার কাছে, এমনি ভাগ্য জানা শোনা বন্ধু-বান্ধবের কাছে পড়বে না একটাও—দেখেছ!

অনুপম গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল: এ ব্যাপারটা এঁরা কেউই অন্যায় বলে মনে করেন না।

হরেনবাবু বলিলেন, দু'একজন এমন পাজী আছে, ভায়া, বলব কি—ছাত্রকে চেপে চেপে মার্ক দিয়ে ফেল করিয়ে শেষে গার্জেনকে বুঝিয়ে দেবে, দেখুন ওর কাছে পড়া ভালো হচ্ছে না—আমার কাছে দিয়ে দেখুন—কেমন রেজাণ্ট করে!

শুনিয়া অনুপমের মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল: ভালো লাইন বাছিয়া লইয়াছে সে! বিংশ-শতাব্দীর এই তপোবন, আর এই সব ঋষিদের নমুনা!

হরেনবাবু ছাত্র পড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন: বসো তুমি গল্প করো, আমি উঠি, পরীক্ষা আসছে, আমাদের স্কুলেরই ছাত্র দুইটি, ফেল করলে টিউসন থাকবে না,—বুঝলে না—হা, হা, হা।

হাতের কাজ সারিয়া কনক আসিয়া বলিল, মুখখানা অত ভার কেন?

এমনি নানা কারণে মনটা ভালো নেই।

মুখটা অমনি দেখলে—এমন মায়া ল্যাগে!

অনুপমের হৃদয়টা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল: মাষ্টারী করতে এসে আপনিই আমার একমাত্র লাভ, আর তা ছাড়া—

কনক বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ইংরেজী না বাংলা?

অনুপম বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল।

এত লেখাপড়া শিখে—যা'ন কিছুছু বুদ্ধি নেই আপনার! আমার হাত থাকলে আমি ডিগ্রিগুলি কেড়ে নিতাম।

অনুপম সহসা অর্থটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ বুঝেছি,... তা ইংরেজী বাংলা দুই অর্থেই বলা যেতে পারে। আপনি ত সেদিন বলেছেন—

ভালবাসাতে পাপ নেই—কেমন?

হাঁ; আপনিই ত বলেছেন!

তবু নিজে কথাটা উচ্চারণ করতে পারবেন না—কনক কেমন অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল।

অনুপম কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে বলিতে লাগিল, সত্যি, বৌদি, একটুও শান্তি পাচ্ছি না আমি এখানে কাজ ক'রে, এখানকার আমার এক মাত্র সান্ত্বনা শুধু আপনি। সারাদিন ধরে মনে যত গ্লানি সংগ্রহ ক'রে আসি, সে সব ধুয়ে যায় আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে।···তাও ত লোকে নানা কথা বলতে সুরু করেছে!

ওতে ভয় পাবার কিছু নেই।

কি জানি, হরেন দা যদি কোনদিন কিছু মনে ক'রে বসেন!

না, সে ভয় নেই, উনি কিছু মনে করবেন না,—উনি জানেন।

কি জানেন?

—যে আমাদের ভালবাসার ভেতর পাপ নেই।

অনুপম কি যেন ভাবিতে লাগিল। কনক বলিল, ঠাকুর পো, আপনার গল্পটা আমাকেত এ পর্যন্ত দেখালেন না!

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল, গল্পটা আর সবাইকে দেখাতে পারি, আপনাকে দেখাতে কেমন যেন একটু লজ্জা লাগে।

ইস্,—গল্প কাগজে ছাপা হ'য়ে গেল, দশজনে দেখলে,—আমি যদি পুরুষ হতাম, বাইরে যাতায়াত থাকত আমার তা' হ'লে—

... তা'হ'লে অন্য দশজন বন্ধুর মতই আপনি হ'তেন, গল্প লেখাই আমার হ'ত না!...আচ্ছা গল্প দেখাব আপনাকে কা'ল কি পরশু, কিন্তু আমার সামনে আপনি পড়তে পাবেন না।

মৃদু হাসিয়া কনক বলিল, বেশ তাই হ'বে!...আর গল্প লিখছেন না?

লিখছি কিছু কিছু, বের হ'লে দেখাবো।

আপনার ত তবু পথ আছে, মনের কথা খুলে লিখতে পারেন! কষ্ট আমাদেরই, মনের কথা খুলে জানাবার উপায় নেইঃ মনে যে কত কথা আসে!

একটুখানি থামিয়া কনক বলিল, আচ্ছা শুনেছি যারা লিখতে পারেন তাদের না কি ভারী আনন্দ হয়,—সৃষ্টির আনন্দ! আপনারও নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হয়—...এই বোধ হয় আপনার শ্রেষ্ঠ আনন্দ!

অনুপম প্রথমে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর বলিল, আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ আপনার—কি বলব—স্নেহ? প্রীতি? না, আপনি ত ভয় ভেঙ্গে দিয়েছেন—ভালবাসা।

শুনিয়া কনকের অন্তর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তারপর হচ্ছে গান,—কারণ আপনি গান ভালবাসেন। তারপর লেখা।...কেমন এইবার হয়েছে ত!

এ ত আর সত্যি কথা নয়!

মিছে কথা আমি আপনার কাছে এ পর্যন্ত একটিও বলি নি, বৌদি।

ইহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। পূজার ধূপের গন্ধে বুঝি নেশা লাগিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে কনক মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিল, কত কথা ভাবি, কত ভয়! যে চাকরি—শেষ বয়সে হয়ত ছেলেপিলে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে, একটু দেখতে ইচ্ছা করলেও হয়ত দেখতে পাব না। ভাবি—ওঁকে আপনাকে—দু'জনকেই বলব এইখানেই একটু একটু করে জায়গা কিনতে...ছোট্ট দু'টি কুটীর যদি কোন রকমে তোলা যায়—তা হ'লে শেষ বয়সে আর ছাড়াছাড়ি হ'তে হবে না।

অনুপম কনকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কনক মৃদু হাসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আবার ভাবি ঠাকুর-পো যে গোঁয়ার, স্কুলের সঙ্গে নিজের মত না মিললে কবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

আশ্চর্য নয় সে।...আজই ভয় হচ্ছিল হরেনদার সঙ্গে বুঝি মনান্তর হয়ে যায়! ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কনক কিছু না বুঝিয়া অনুপমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অনুপম বলিল, বুঝে আর আপনার কাজ নেই। ভগবান যখন রক্ষা করেছেন তখন সে কথা থাকই।

সেই জন্যই বুঝি মুখ ভার করে বসে ছিলেন:...কি ভয়ে ভয়েই যে আমার দিন কাটে!

অনুপম ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহার যাইবার সময় হইয়াছে। সে উঠিয়া বলিল, আমি উঠি, বৌদি, যাবার সময় হয়ে গেছে।... ভেবে কিছু লাভ নেই,—তেমন দুর্ভাগ্যই যদি কোন দিন আসে, বুক পেতে নিতে হবে তাকে। জগতে চির দিনের কিছুই নয়ঃ মৃত্যু এসে ত একদিন সকল সম্বন্ধের শেষ করে দেবেই—

কনক অনুপমকে আগাইয়া দিতে দিতে বলিল, আমি জন্মান্তর পরলোক—এ সবে বিশ্বাস করি, ঠাকুর পো।

আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আর একদিন কথা হবে।

কিছু পথ অগ্রসর হইয়া অনুপম একবার পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলঃ কনক জানালার ধারে বিষন্ন মুখ রাখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। অনুপমের মনে হইতে লাগিল স্কুল জীবনের কুটিল সর্পঅধ্যুষিত কণ্টক-পরিবেষ্টিত পঙ্কের মাঝে যেন সে একটি কমল কুড়াইয়া পাইয়াছে।

যথা সময়ে বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পরীক্ষার সময় এক মজার ব্যাপার ঘটে! প্রশ্নপত্র দিবার পর হইতেই অবশ্য প্রত্যেক

ঘরে দুইজন করিয়া গার্ড থাকেন—যাহাতে ছেলেরা কোনরূপ টোকাটুকি না করে। সতর্ক পাহারা সত্বেও ছেলেরা কি করিয়া যে অপরের লেখা নকল করে, বই দেখিয়া টোকে, সে এক ভাবিবার কথা। কেহ কেহ ধরাও পড়েঃ বাঁ-হাতে উরুতে লিখিয়া আনে, মানি-ব্যাগের ভিতর—জুতার ভিতর হইতে কাগজ বাহির হয়। কিন্তু এ সকল বড় কথা নহে, আশ্চর্য ব্যাপার হইতেছে প্রশ্ন দিবার ঘণ্টা খানেক পর হইতেই রাস্তায় চীৎকার সুরু হয়,—ওরে ও সন্তোষ টুকে নে,—৫ নং অঙ্কের উত্তর ১৫৫৲ টাকা ১০ আনা ৩ পাই, ৩ নম্বরের উত্তর—সতের হাজার পাঁচশো তিরিশ। একজন মাষ্টার যেমনি ছুটিয়া নীচে আসেন অমনি ছেলেরা পলাইয়া যায়। কয়েক মিনিট পরেই আবার চীৎকার সুরু হয়,—ক্লাস এইটের সংস্কৃত, কারেক্‌শান্ করে নে রে,—দিবা শব্দ অব্যয়, রূপ হবে না রে,—দিবায়াম্ এর জায়গায় দিবা। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত আরো কয়েকটা বলিয়া ফেলে। তারপর মাষ্টার ছুটিয়া গেলে আবার তখনই পলাইয়া যায়।

একদিন ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার গিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোনও ছেলে আসিল না বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল স্কুলের সমুখ দিয়া একখানা গরুর গাড়ী যাইতেছে এবং তাহার উপর চাদর মুড়ি দিয়া কে একজন শুইয়া যাইতেছে। মাষ্টার মশায় ভাবিলেন গাড়োয়ানদের কেহই হইবে! কিন্তু গেট পাস্ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাদরাবৃত লোকটি কণ্ঠ বিকৃত করিয়া উচ্চস্বরে প্রশ্নের উত্তর বলা সুরু করিল। সবাই বলিল, এ পণ্টু।

পণ্টু কে?—অনুপম জিজ্ঞাসা করিল।

ও প্রসন্ন মিত্তিরের ছেলে কল্যাণ মিত্তির। আর বছর ওকে এ স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ও কোশ্চেন পেল কি করে ?

সে সব আপনাদের এই সব শ্রীমানদেরই কাণ্ড !

ও সব ঠিক ঠিক বলছে ত ?

সব একেবারে কারেক্ট্, বিশ্বাস না হয় কোশ্চেন মিলিয়ে দেখতে পারেন।

ও কি খুব ভালো ছেলে ছিল ?

মোটেই না, তিন তিন বার ক্লাস সেভেনে ফেল।

তবে এ সব বলে কি করে ?

এ সব দস্তুর মত 'ওয়েল অরগানাইজ্‌ড্ ক্যামপেন'—মশায়, পিছনে দল আছে। তারা সব উত্তর লিখে লিখে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল পণ্টু বেশ ভারিক্কে চালে স্কুলের সমুখ দিয়া যাইতেছে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাষ্টারের সাথে আরও দু'একজন গেটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুতরাং এবার আর সে চীৎকার করিল না।

পরের দিন দেখা গেল পণ্টুর সঙ্গে একদল ছেলে আসিয়াছে, আর তাহার মাঝে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে একটি ছেলে—যেমনি দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে।

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কে ?

অনুপমের সঙ্গে গার্ড দিতেছিলেন সেদিন হরেনবাবু। তিনি বলিলেন ওটির নাম হচ্ছে রণজিৎ দত্ত। গতবার মাষ্টার ঠেঙিয়ে স্কুল ছেড়েছেন।

অনুপম হাসিয়া বলিল, তা যেমনি চেহারা, মাষ্টার কেন—ইচ্ছা করলে উনি স্কুল ঠেঙাতে পারেন।

যা বলেছেন !

একটু পরে এদিক ওদিক ঘোরা-ফিরা করিয়া বাহিরের ছেলের দল চীৎকার সুরু করিল। কখনও বা প্রশ্নপত্রের উত্তর বলিতে লাগিল। উপরের কয়েকজন শিক্ষকের 'কাউন্সিল' আরম্ভ হইল: কি করিয়া প্রশ্ন বাহিরে যায়! প্রশ্ন ত সব গনিয়া দেওয়া হয়! সাব্যস্ত হইল ক্লাস্ নাইনের ছাত্রদিগের সবাইকে প্রশ্ন দেখাইতে বলা হউক। এই রীতিতে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেল—মনোজ সরকারের প্রশ্নপত্র নাই। অমনি হেড-মাষ্টারের ঘরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। ধমকানি মিষ্ট কথা কিছুতেই সে কিছু স্বীকার করিতে চাহে না, বলে, প্রশ্ন হারিয়ে গেছে। থুথু ফেলতে একবার বারান্দায় গিয়েছিলাম, ফিরে এসে আর পেলাম না, সার !

প্রশ্নের উত্তর লিখছ কেমন করে ?

বিমলের কাছ থেকে মাঝে মাঝে 'কোশ্চেন' চেয়ে নিচ্ছি, সার !

বিমলকেও ডাকিয়া পাঠানো হইল। সেও কিছু বলিতে চাহে না। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার রাশ-ভারী লোক, শেষে তিনি চোখ পাকাইয়া বলিলেন, যদি তোমরা কেউ স্বীকার না করো—তবে দু'জনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেব আমি, প্রমোশন ত পাবেই না। ভেবে দেখ একজনের দোষে দু'জনের কি গুরুতর শাস্তি হবে, আর স্বীকার করলে, আমি কথা দিচ্ছি, এবারকার মত একেবারে মাপ করা হবে, পরীক্ষার খাতাতেও মার্ক কাটা হবে না।

মনোজ সরকার তখন আমতা আমতা করিয়া কহিল, সার, আমিই দোষী, ওর কোন দোষ নেই: কোশ্চেন আমিই বাইরে দিয়েছি।

কি করে বাইরে দিলে তুমি, তোমাকে ত নীচে নামতে দেওয়া হয় নি !

ঢিলের চারিধারে মুচড়ে, থুথু ফেলতে গিয়ে—বাইরে ছুড়ে দিয়েছি।

ঢিল কোথা পেলে ?

আগে থেকে পকেটে করে এনেছিলাম, সার্।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্-মাষ্টার কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ধীর কণ্ঠে বলিলেন, চলো, তোমার 'কোশ্চেন' চেয়ে নেবে, চলো।

মনোজ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টারের পিছু পিছু আসিয়া গেটের কাছে দাঁড়াইল, সদলবলে পণ্টু তখন রাস্তার ওপাশে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতেছিল। মনোজ আসিয়া ইঙ্গিতে তাহার 'কোশ্চেন' চাহিল। পণ্টু প্রথমে নিজেদের দলের সহিত কি যেন যুক্তি করিল, তারপর রণজিতের হাতে 'কোশ্চেন' পাঠাইয়া দিল। রণজিৎ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরবিক্রমে আসিয়া মনোজের হাতে 'কোশ্চেন' দিয়া বলিল, এই নে তোর 'কোশ্চেন' নে,—কাউয়ার্ড কোথাকার !...থু :—

একরাশি থুথু আসিয়া মনোজের চোখে মুখে লাগিল। পণ্টুর দল অমনি চীৎকার করিতে লাগিল, শেম, শেম—থু :, থুঃ, থুঃ—

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার মনোজকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এই তোমার সব বন্ধু !...যাও ভালো করে কলে মুখ ধুয়ে লিখতে বস গিয়ে, যাও !

গেট হইতে ইহারা চলিয়া গেলে পণ্টুর দল আবার অত্যাচার সুরু করিল। এবার আর প্রশ্নের উত্তর নয়, এবার মাষ্টারদের নাম ধরিয়া জোর গলায় ডাকা, এই হীরেণ, হরেন রে, এই হেডু, বেরিয়ে আয়—। চীৎকারে কান পাতা যায় না। অনুপম তার সঙ্গী গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, এরা সব এমনি-ধারা করে কেন ?

ওদের সব এ স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা যে কোন কারণেই হ'ক পড়া ছেড়ে দিয়েছে, এই করে ওরা প্রতিশোধ নিতে চায়।

রণজিৎ ইহার মাঝে আসিয়া স্কুলের বেড়া হইতে 'বারবড্ অয়্যার' কয়েক জায়গায় টানিয়া ছিঁড়িল। দারোয়ান দেখিয়া ছুটিয়া গেল, হেড্মাষ্টার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্মাষ্টার আসিলেন। ছেলেরা পলাইল।

হেড্ মাষ্টার দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঁটা তারে হাত দিল কি করে?

কয়েকখানা রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনেছে।

পরদিন স্কুলে পুলিশ আসিল। স্কুলের রিপোর্ট লইয়া রণজিৎ ও পণ্টুকে ধরিয়া লইয়া গেল। একজন পুলিশ গেটের সামনে মোতায়েন রহিল।

পরদিন স্কুলে আসিয়া ছেলেদের মুখে শোনা গেল রণজিৎ ও পণ্টু স্কুলের আশেপাশে আসিয়া আর কোন উপদ্রব করিবে না বলিয়া—অঙ্গীকার করায় এবারকার মত ছাড় পাইয়াছে।

বাকী কয়েকদিন গেটের সুমুখে লাল পাগড়ী দেখিয়া কোনও ছেলে আর আগাইতে সাহস পায় নাই। আর আর পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই শেষ হইল।

বাৎসরিক পরীক্ষার শেষ হইতে জানুয়ারী মাসের আধাআধির মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা স্কুলে ঘটিয়া গেল যাহাতে সকলের মনই একটু খারাপ না হইয়া যায় না। ব্যাপারগুলি সংক্ষেপে এই—

মিঃ তলাপাত্রের মেয়ের নামে মনস্কান্তবাবু যে কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা কি করিয়া তলাপাত্রের কানে যাওয়ায়—মনস্কান্তবাবুর সে বাড়ীর টিউসনটি যায়। ঐটিই ছিল তাহার সব চেয়ে ভালো টিউসন। টিউসন যাওয়ার পর হইতে মনস্কান্তবাবু এক প্রকার

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্লাস 'এইটে'র ইংরেজী সেকেণ্ড পেপার তিনি পরীক্ষা করিবেন। মার্ক দিবার শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি মার্ক দিলেন না, খাতাও ফেরত দিলেন না। তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন, স্কুল হইতে প্রেরিত কোন শিক্ষক গিয়া যখনই খাতা বা মার্কের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তখন তিনি জানালায় মুখ রাখিয়া স্পষ্টই বলিয়া দেন, তাহার প্রতি সর্বপ্রকারে স্কুল অবিচার করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মার্ক দিবেন না, তিনি দেখিয়া লইবেন কি করিয়া ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হয়।

প্রমোশন অবশ্য শেষ কালে হইয়া গেল,—ফাষ্ট পেপারের রেজাণ্ট এবং সেকেণ্ড টারমিনেলএর সেকেণ্ড পেপারের মার্ক যোগ করিয়া। তবু মনস্কান্তবাবু মার্ক দিলেন না।

এক বৎসরের জন্য তার চাকরী সাস্‌পেণ্ড করা হইল।

বড়দিনের কয়েক দিন আগে জানা গেল স্কুলের তহবিল তছরুপ হইয়াছে—প্রায় আড়াই হাজার টাকা। প্রথমে ছোট ক্লার্ক, পরে বড় ক্লার্ককে সাসপেণ্ড করা হইল। বড় ক্লার্ক প্রৌঢ় বয়সে প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর সম্প্রতি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন! প্রথম পক্ষের অনেকগুলি ছেলে, দুইটি বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে. তাহার পর নবপরিণীতার মনস্তুষ্টির জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য—এই সব নানা কারণে তিনি ব্যয়ের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন নাই, শোনা যায়, কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছিলেন, অথচ আয়ের উৎস শুধু এই স্কুলের চাকরিটি। তাহাও অনির্দিষ্ট কালের জন্য হয়ত বা চিরকালের জন্যই বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে একদিন শোনা গেল তিনি সন্ন্যাস-রোগে পীড়িত হইয়া মেডিক্যাল কলেজে গিয়াছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া

বলিলেন, মাথার একটি শিরা ছিড়িয়া গিয়াছে। পরদিন সকালে তিনি মারা গেলেন।

ছোট ক্লার্ক সংবাদ শুনিয়া ফেরার হইল।

ক্লার্কের কাজগুলি শিক্ষকদের ভাগাভাগি করিয়া করিতে হইল।

জানুয়ারীর প্রথমে হেঁড্‌মাষ্টারও সাস্‌পেণ্ড্‌ হইলেন। কয়েক দিন পরে শোনা গেল শুধু সাস্‌পেণ্ড্‌ ন'ন,—তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, এবং তহবিল তছরুপের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাও ফেরত দেওয়া হইবে না।

প্রৌঢ় হেড্‌মাষ্টার চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে স্কুলের আঙিনা ত্যাগ করিলেন।

এদিকে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপার লইয়া সত্যবাবুর মাথা ফাটিয়া গেল। কতদিন তিনি শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

মনোজ সরকারের মার্ক জানিবার জন্য রণজিৎ একটা অচেনা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া সত্যবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল :

সত্যবাবু বাড়ী আছেন ?

সত্যবাবু দরজা খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহারই প্রাক্তন ছাত্র তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মেজাজটা বোধহয় রুক্ষ হইল :

কি চাই তোমাদের ?

মনোজ কত পেয়েছে ?

মার্ক বলবার নিয়ম নাই ত!

মার্ক না বললেন, সে পাশ করেছে ত ?

না, সে পাশ করে নি।

পাশ তাকে করিয়ে দিতে হবে,নইলে—

নইলে কি ?

নইলে মজা টের পাবে।

কি—কি বল্‌লে ?—সত্যবাবু চীৎকার করিয়া একটা মোটা লাঠি লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন, মাথা বোধ হয় তাঁহার তখন ঠিক ছিল না, নহিলে এই প্রৌঢ় বয়সে এমন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বাহিরে আসিতেন না।

রণজিৎ ও তাহার বন্ধু তখন পিছন ফিরিয়াছে। সত্যবাবু রাগের মাথায় বলিলেন, গুণ্ডাগিরি করবার আর জায়গা পাও না, জেলে পাঠাব তবে ছাড়বো—

কত শালাই জেলে পাঠালো।

—বলিয়া অতি দ্রুতপদে ছেলে দুইটি প্রস্থান করিল! যাইবার সময় দূর হইতে বলিয়া গেল, পাশ করিয়ে দিও কিন্তু, নইলে মাথা ফাটবে তোমার।

সেইদিনই সত্যবাবু মার্ক সাবমিট্ করিয়া দিলেন। মনোজ ইংরাজী ফাষ্ট পেপারে ৮ পাইয়াছে।...সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিবার সময় একটা অন্ধকার গলি হইতে একটা ভাঙ্গা ইটের ঢিল আসিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিল।

... ...

ষোলই জানুয়ারী হইতে স্কুলে নতুন হেড্‌মাষ্টার আসিলেন,—অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বের হেড্‌মাষ্টারের চেয়ে বয়স অল্প, বোধ হয় পয়তাল্লিস্ ছেচল্লিশ হইবে। ভদ্রলোক অতিশয় গম্ভীর। সকলে বলাবলি করে, কমিটি হইতে কড়া হইবার উপদেশ পাইয়াছেন,—এখানে যে সব ব্যাপার! আরও শোনা গেল ইনি প্রেসিডেণ্টের লোক। অনেক দিন থেকেই ইহাকে আনিবার চেষ্টা চলিতেছিল। মনস্কান্ত বাবুর স্থানেও লোক লওয়া হইল, সন্তোষ কুমার বসু, বাড়ী যশোর, মিঃ বোসের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি।

অনুপমের দেশ যশোর হইলেও সন্তোষের সহিত তেমন হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিল না: মিঃ বোসই অনুপমকে আনিয়াছেন এ কথা শোনা অবধি সে অনুপমকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিল না। হয়ত তাহার মনে হইল: এই লোকটি প্রথমে আসিয়া মিঃ বোসের অনুগ্রহের সর্বাপেক্ষা বেশির ভাগ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

অনুপমের প্রায়ই মনে হয় আগেকার বৎসরের কথা: কত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে এমনি দিনে এই স্কুলে আসিয়াছিল। মনে ছিল তাহার একটি আদর্শ তপোবনের ছবি: যেখানে হিংসা নাই দ্বেষ নাই, পরস্পর একটা পরম প্রীতির সম্বন্ধ, শ্রদ্ধার ভাব, ছাত্রদের নিষ্কলুষ মনের শুচি স্নিগ্ধ আচরণ। চারিদিকে জ্ঞান-স্পৃহা, জিজ্ঞাসা, বাংলাকে নতুন করিয়া গড়িবার বীজ এখানে প্রথম উদ্ভিন্ন হইবে।

এক বৎসর কাজ করিয়া সে স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। স্কুলকে নতুন করিয়া গড়িবার কোন আশাই তাহার সফল হইল না। মিঃ বোস অনুগ্রহ করিয়া এবার হইতে শুধু একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ছেলেরা টিফিনের জন্য চা'র আনা মাত্র পয়সা দিয়া

স্কুল হইতেই টিফিন পাইবে! চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়ায় ইহার সুফলও হয়ত বিষাক্ত হইয়া উঠিবে।

হইলও তাহাই। কয়েক দিন পরেই শোনা গেল 'ক্লাস এইট'এর 'এ সেক্সান'এর একটি ছেলে খাবার পা দিয়া মাড়াইয়াছে। সে বলে, ইস্ এই খাবারের জন্যে আবার আমাদের পয়সা দিতে হয়, আমাদের বাড়ীর চাকরেও এ খাবার খায় না। ক্লাসের অন্য ছেলেদের ডাকিয়া সে বলিয়াছে, তোরা খাস নে এ খাবার, ফেলে দে, ফেলে দে...!

তাহার কথা মত কোনও কোনও ছেলে খাবার ফেলিয়া দিয়াছে, কেহ বা খাবার লয়ই নাই। এরূপ ভাবে চলিতে থাকিলে হয়ত এ প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

অনুপমের মনের আর সে উৎসাহ নাই। সে প্রায়ই মন খারাপ করিয়া থাকে! বৌদি কনকের ওখানে গিয়াও সে আজকাল গান করিতে পারে না, গল্পগুজব আগেকার মত জমে না, মন খারাপ করিয়া বসিয়া থাকে।

কনকেরও এক বিষম দুর্ভাবনা। হরেনবাবু বাড়ীতে স্কুলের অশান্তির গল্প প্রায়ই করেন, কনক সবই শোনে। কিন্তু কনকের ভাবনা অনুপমকে লইয়া। হরেনবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি বাধ্য হইয়া সংসারের দায়ে সব দিক মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু অনুপম স্বপ্নবিলাসী লোক আদর্শবাদী সে হয়ত যে কোন মুহূর্তে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। ভাবিতেই কনকের বুকটা বেদনায় টনটন করিয়া ওঠে।

কিসে অনুপমকে একটু খুশি করা যায়—সে জন্য কনক যেন আরও বেশি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই তাহার জন্য নতুন রকমের কিছু খাবার করিয়া রাখে, কখন বা মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দেয়, কখনও বলে, আর আমাকে শুনাতে গান গাইতে ইচ্ছা করে না আপনার!

গান আর আসছে না আজকাল, বাড়ীতে সকালে যে গাইতাম, তা'ও ছেড়ে দিয়েছি।

বাড়ীতে না গাইলেন, আমাকে শোনাবার জন্য একখানা গা'ন।

অনুপমের যেন সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গিয়াছে, সে বলে, আজ থাক, বৌদি, আর একদিন না হয় হবে!

কনক বলে, আমাকে আপনি আর তেমন ভালবাসেন না।

অনুপম বলে, এটা একেবারেই সত্যি নয়, আপনিই আমায় এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যায়, তারপর কনক বলে, আচ্ছা ঠাকুর পো, আপনার যে সেতারটা দেখেছিলাম, সেটা আছে?

আছে, কেন বলুন ত!...চাই সেটা আপনার,—বাজাবেন?

না, আমি তা বলছি না, আমি বলছি, সেটার কোনও দিন তার কাটে নি?

তা' কেটেছে বই কি!

তখন সেটা ফেলে দিয়েছেন কী?

না, ফেলে দেব কেন?

তবে?

তার আবার লাগিয়ে নিয়েছি।

প্রথম প্রথম যখন সেতার বাজাতেন, তখন কি ঠিক এমনি বাজতো?

তা কি বাজে?

মাঝে মাঝে বেসুরো বাজতো ত?

তা বাজত বই কি?

তবু তাকে ভেঙে ফেলেন নি ত?

না, ভেঙে ফেলব কেন?

কনক ইহার পর কিছুক্ষণ কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অনুপম কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল :

এসব জিজ্ঞাসা করছেন কেন—আমি বুঝতে পারছি না!

কনক খানিক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, আমি আপনাদের মত লেখা পড়া করি নি, ঠিক বুঝেছি কি না জানি না,—কিন্তু আমার ত মনে হয়, আপনি জীবনে যা কিছুই করুন না কেন, প্রথম থেকেই একেবারে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে না, তারের যন্ত্রের মতই প্রথমে কত বেসুরো বাজে, কতবার তার কেটে যায়, তাই বলে যে ভেঙে ফেলে বা ফেলে দেয় সে আর—

অনুপম সহসা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া গিয়া কনককে প্রণাম করিয়া ফেলিল।

একি, একি, করেন কি?—কনক অনুপমের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, কি করে ফেললেন—বলুন ত।

অনুপমের মুখের রেখা সহজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, আপনি আমার গুরু!

পাগল!

সত্যি বলছি, এমনি করে আমার সমস্যার সমাধান কেউ করে দিতে পারে নি। আমি দিনের পর দিন ভেবে যখন কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলাম, তখন আপনি চোখের সামনে একটি প্রদীপের শিখা তুলে ধরলেন, এই ত গুরু!

কনক অনুপমের হাত ধরিয়াই ছিল, হাসিয়া বলিল, ইস্ কথার গোঁসাই—একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—

...না, আমরা কেউ কারো গুরু নই, আমরা দু'জনা দুজনার সাথী, এমনি করে হাত ধরাধরি করে জীবনের পথে এগিয়ে

যাবো। আপনি আমার পায়ে হাত দিয়েছেন দেখি আমিও একটা সেরে নি—

—বলিয়া কনক হঠাৎ অনুপমের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল।

আঁ্যা, আঁ্যা,—করেন কি, করেন কি—আপনিও দেখছি পাগল কম নয়!

আজ কতদিন পরে অনুপম আবার তাহার মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। অনুপম টিউসনে চলিয়া যাইবার পর কনকও আজ অনেক দিন পর গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সাংসারিক কাজ করিতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের কয়েকদিন হইলেই ইলেক্‌শানের জন্য তোড়-জোড় চলিতে লাগিল। আফিসের রেকর্ড হইতে গার্জেনের লিষ্ট তৈয়ারী হইতে লাগিল। সেখানে সকলের প্রবেশ নিষেধ। সত্য-বাবু, নন্দবাবু কয়েকজন তরুণ শিক্ষকের সাহায্যে 'এক্‌সারসাইজ বুক'-এ নাম তুলিতে লাগিলেন।

অনুপম প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে আমাদের যেতে দেয় না, কেন?

ওঁদের ভয় হয়,—গার্জেনের ঠিকানা পেয়ে পাছে আমরা গিয়ে তাদের ভোটটা আদায় ক'রে নি।

আমরা অর্থে তুমি কাকে 'মিন' করছ, আর ওঁরাই বা কারা?

ওঁরা মানে কমিটীতে এখন যে দল রাজত্ব করছেন—তাদের দল। ওঁরা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চা'ন।

আর এরা?

এরা হ'চ্ছেন আর বাকী,—অনির্দিষ্ট শত্রু,—তার মাঝে নির্দিষ্টও আছে, নির্দিষ্ট হচ্ছে এখানকার স্থানীয় লোক—যারা টাকা দিয়ে জমি কিনে স্কুলটা প্রথমে গ'ড়ে তুলেছিলেন।

এদের মোটে ঢুকতে দিতে চা'ন না কেন? সব জায়গার লোক থাকলেই ত ভালো হয়!

সে ত হ'ল আদর্শবাদের কথা!

তা'তে ক্ষতি কি?

ক্ষতি তা'তে আছে,—নিজের লোক ঢুকানো যায় না।...তোমার নিজের কথাই ভেবে দেখ না। মিঃ বোস তোমায় এখানে এনেছেন,—উনিও শুধু তোমার কোয়ালিফিকেশান দেখে আনেন নি। এই ত সেদিন সন্তোষবাবু এলেন, ভেবে দেখো ত কি তার কোয়ালিফিকেশান! ওর চেয়ে ঢের বেশি কোয়ালিফিকেশানের লোক এর জন্য ক্যাণ্ডিডেট ছিল, তাকে না এনে ওকে আনা হ'ল কেন?—না যশোরের লোক।

অনুপম বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রভাতের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এই জন্যই তোমাকে প্রথম আলাপেই ব'লেছিলাম, বাড়ী তোমার যশোর।

অনুপম যখন বুঝিল তার কোয়ালিফিকেশানের জন্য তার এখানে স্থান হয় নাই—হইয়াছে সাম্প্রদায়িকতায় দল পুষ্ট করিতে—তখন তার নিজের উপর খানিকটা ধিক্কার জন্মিতে লাগিল।

বিষণ্নস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এতে ব্যক্তিগত স্বার্থ তাঁর কি আছে?

তা' আছে বই কি? তুমি তার হয়ে ভোট সংগ্রহ করবে। টিচার্স রিপ্রেজেণ্টেটিভ পাঠানোর সময় এমন লোককে ভোট দেবে—যিনি কমিটীতে তাঁর পক্ষে!

টিফিনের পর ছোট ঘণ্টা পড়িয়া গেল, ক্লাস আরম্ভ হইল।

স্কুলের ছুটির পর প্রভাত অনুপমকে বলিল, শুনেছ, এবার আবার এক নতুন আয়োজন চলেছে।

কি ?

কমিটীতে যে সব মেম্বার থাকেন, তাদের ভেতর হেড্‌মাষ্টার ছাড়া শিক্ষকদের দু'জন ক'রে প্রতিনিধি থাকেন। এ পর্যন্ত সত্যবাবু ও নন্দবাবুই ঐ পদ অধিকার ক'রে আসছেন, এবার মাষ্টারদের ভেতর কথা হ'চ্ছে তরুণ শিক্ষকদের ভেতর থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হবে।

বেশ ভালই ত হয়, দলাদলিটা হয়ত মিটে যাবে তা হ'লে! তরুণদের ভেতর হয়ত অত দলাদলির ভাব গড়ে ওঠে নি।

প্রভাত মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখা যা'ক!

পরদিন হইতে ললিতের ভিতর এক আকস্মিক ভাব দেখা গেল। মৌলভীর ঘরে টিফিনে আসা সে এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল, সেদিন হঠাৎ আসিয়া সকলের সহিত হাসিমুখে বিশেষ আপ্যায়ন করিয়া কথা বলিতে লাগিল! এক প্যাকেট ক্যাভেণ্ডার সে পকেটে করিয়া আনিয়াছিল, যাহারা সিগারেট খায়—সকলকে এক একটা করিয়া দিয়া শেষে অশোককে বলিল, একটা গান গাও না অশোক, কতদিন তোমার গান শুনি না।

সকলে ব্যাপার না বুঝিয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অশোক কিন্তু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—হাসিয়া বলিল, হবে বৈ কি, হারমোনিয়ম জোগাড় করুন, ডুগি তবলা জোগাড় করুন, মজলিসে ব'সে গান হবে।

হবে বৈ কি—ভগবান দিন দিলে হবে।

কথাটার অর্থ সেদিন কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। ললিত প্রতিদিনই মৌলভীর ঘরে আসিতে সুরু করিল, এবং কয়েক দিন পরেই ভগবানের সুদিন দিবার অর্থটা সকলের কাছেই জলের মত সহজ হইয়া উঠিল: ললিত এবার 'টিচার্স রিপ্রেজেণ্টেটিভের' ইলেক্‌শানে দাঁড়াইতেছে।

অশোক ভোট দিচ্ছ ত আমায়?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অনুপমবাবু!···আপনার সহানুভূতি পাবো নিশ্চয়!

তা পাবেন বৈ কি, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা—তরুণ দলের ভেতর থেকে কমিটীতে একজন কেউ যান।

প্রভাত কি বলো?

বেশ ত, আমার জন্য ভাবনা কি!···দেখ না আর ক'টা যোগাড় হয়!

দুই একদিন পরে প্রৌঢ় ধীরেনবাবু মৌলভীর ঘরে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন! অনুপম প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি হে?

বুঝছ না?...এ সব ওঁরা পাঠাচ্ছেন, এখানে কোন রকম ক্যানভাসিং না হয়!

ঠিক এই সময় একদিন অনুপম তাহার দ্বিতীয় গল্প 'মনের-মানুষ'—এর জন্য কলিকাতার কোন বিখ্যাত পত্রিকা হইতে ১৫৲ দক্ষিণা পাইয়া গেল। টাকা পাইবার পরই অনুপম ভাবিতে লাগিল এ টাকা দিয়া কি করা যায়! চাকরি ও টিউসনের উপার্জিত সাধারণ টাকা এ নয়, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিসে ব্যয় করিলে ইহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠে।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অনুপমের মনে হইল—বৌদি কনককে এ পর্যন্ত কোন উপহার দেওয়া হয় নাই, অথচ সেখান হইতে ইতি পূর্বেই সে নিজে হাতে বোনা সোয়েটার পাইয়াছে। দিতে তার অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা করে—কিন্তু কোন কিছু উপলক্ষ্য না পাইলে শুধু শুধু উপহার লইয়া হাজির হইতে তাহার বড় লজ্জা করে। এইবার এই একটা উপলক্ষ্য পাইয়া সে যেন একটা পথ খুঁজিয়া পাইল।

রবিবারে বৈকালে কলিকাতা বাহির হইয়া সে ঐ টাকায় একখানা মুর্শীদাবাদ সিল্কের সাড়ী, এক শিশি জবাকুসুম ও এক বাক্সো গড়রেজ সাবান কিনিয়া সন্ধ্যাকালে কনকের ওখানে হাজির হইল।

হরেনবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহার সুমুখে দেওয়াই ভালো।

কনক নিকটে আসিলেই অনুপম কাগজে মোড়া প্যাকেটটি হরেন বাবুর সামনেই তার হাতে দিয়া বলিল, ধরুন, বৌদি!

কি ব্যাপার কি?

ধরুন আগে, তবে বলছি!

কি—এ সব?

এ আমার গুরু দক্ষিণা।

হরেনবাবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া—তাকাইয়া রহিলেন। কনক তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দ্যাখো ত—ঠাকুর পো আমায় শুধু শুধু গুরু গুরু ক'রে ঠাট্টা করে!

হরেনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কনক অনুপমের দিকে তাকাইয়া বলিল, না—ঠাকুর পো, ঠাট্টা নয়, এ সব কি আরম্ভ করলেন আপনি!

অনুপম হাত জোড় করিয়া—বিশেষ বিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, এ

এমন কিছু নয়, অতি সামান্য।...শুনে সুখী হবেন—আমি আমার গল্পের জন্য কিছু টাকা পেয়েছি, সেটা কিছু সৎকাজে—মানে যাতে আমার একটু আনন্দ হয় এমন কাজে ব্যয় করতে চাই।

কনক প্যাকেট খুলিতে লাগিল, হরেনবাবু উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন।

এসব আবার কি দরকার ছিল বল ত, নিরুর জন্য—

থামুন, দাদা, থামুন—এসব আপনি বুঝবেন না,...বৌদিদি আপনারই সব—আর কারো বুঝি কেউ নয়! মানুষকে একেবারে তৈজস পত্রের মত মনে করবেন না।

হরেনবাবু তাহার প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, ও:—ভুলে গেছলাম তোমার যে আবার গুরু!

কনক কোপ প্রকাশ করিয়া অনুপমের উদ্দেশে বলিল, হাঁ,—ফের যদি ঐ রকম গুরু গুরু করেন, তা হলে কিন্তু আপনার দেওয়া কোন জিনিস আমি হাতে তুলবো না—তা বলে দিচ্ছি!

অনুপম হাসিয়া বলিল, না, বৌদি ওসব কথা আর আমি মুখে আনব না ঃ ও ত আমার মনের কথা!

ছেলেপিলে ও হরেনবাবু সকলের সুমুখেই কনক অনুপমের মাথায় আস্তে একটি চড় লাগাইয়া দিল ঃ যত সব দুষ্টামি!

সবাই হাসিয়া উঠিল।

হরেনবাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, সত্যি তোমাদের দেখে হিংসে হয়। এমনি ক'রে আমায় যদি কেউ ভালবাসত!

অনুপম হাসিয়া বলিল ঃ মানুষের সাধ আর কিছুতেই মেটে না, দাদা!

সেদিন সকলের মনটাই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল! নানা কথা নানা গল্প হইল, মাঝে মাঝে গান হইল। হরেনবাবু একবার

বলিলেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে এত ভাব হ'য়ে গেছে অথচ এখনও আপনা আপনি ছাড়তে পারলে না তোমরা।...আজ থেকে —কি বলো গো ?—বলিয়া হরেনবাবু কনকের দিকে তাকাইলেন।

লজ্জায় রাঙা হইয়া কনক বলিল, বেশ ত !

হরেনবাবু অনুপমকে জিজ্ঞাসা করিলে সে মৃদু হাসিয়া বলিল, প্রথম দিন থেকে না অভ্যাস হ'য়ে যায় তা ছাড়ানো মুস্কিল। নইলে যে আপন হ'য়ে গেছেন আপনারা—তা'তে 'তুমি আমি'ই ত বলবার কথা !

সে সব শুনছি না আমি, আজ থেকে আপনা আপনি ছাড়িয়ে দেব তোমাদের।

হরেনবাবুর পীড়াপীড়িতে দুই জনেই সেদিন কথা বার্তায় দুই-একটা 'তুমি' প্রয়োগ করিল বটে, সে মারাত্মক ব্যাপার। কনকের কথা ত বলাই অনাবশ্যক, অনুপম পুরুষ হইয়াও 'তুমি' বলিতে শীতকালেও যেন ঘামিয়া উঠিতে চায়।

হরেনবাবু বেশ মুরব্বিয়ানার সুরে বলিলেন, হাঁ, এইত চাই—আবার 'আপনি' বলা শুনলে দু'জনের দেখাশুনা বন্ধ করে দেব আমি !

হরেনবাবুর বাড়ীতে এমন নিরঙ্কুশ আনন্দের সন্ধ্যা অনেক দিন কাটে নাই।

পরদিন স্কুলে গিয়া শোনা গেল সত্যবাবুর ছেলে হইয়াছে। সমস্ত স্কুলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল ! সত্যবাবু স্কুলে আসিয়াই ছুটি লইয়া গেলেন। সবাই ধরিল, মশায় খাওয়াতে হবে কিন্তু পেট ভরে !

সত্যবাবুর মুখ খানা বড় হাসি হাসি : সে হবে বৈ কি !

আমরা যাচ্ছি কিন্তু ছুটির পর ছেলে দেখতে!

বেশ ত! বেশ ত!

টিফিনে মজলিস বসিল। সত্যবাবুর ছেলে দেখিতে যাওয়া হইবে, কিন্তু শুধু হাতে যাওয়া যায় না, কি দিয়া ছেলের মুখ দেখা যায়! অনেক বাগবিতণ্ডার পর সাব্যস্ত হইল—রূপার দুধের বাটি ও ঝিনুক, তাহার সঙ্গে একটি অর্দ্ধ গিনি। হরেনবাবু উদ্যোগী হইয়া চাঁদা আদায় করিলেন। একজন তরুণ শিক্ষককে দু' পিরিয়ড আগে ছুটি করিয়া দেওয়া হইল তিনি গিয়া জিনিষ কিনিয়া আনিলেন।

যাইবার আগ্রহ প্রায় সকলেরই। কেহ বা সত্যই আনন্দিত কাহারও বা প্রচ্ছন্ন কৌতূহল: ললিতবাবু যে কথাটা একদিন সন্দেহ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে কথা মনে মনে কেহই ভুলে নাই, আজ শুধু তাহার সত্যতা যাচাই করিবার সুযোগ আসিয়াছে।

স্কুলের ছুটির পর অনেকেই অপেক্ষা করিলেন। তাহার পর বাটী, ঝিনুক, গিনি আসিলে সকলে এক সঙ্গেই যাত্রা করিলেন। অশোক প্রথমে আসিতে চাহে নাই কিন্তু অনুপম তাহাকে জোর করিয়া আনিল: যাহাই ঘটুক না কেন তাহাকে না আনিলে বড়ই বিসদৃশ্য দেখায়।

সারা পথ অনুপমের বুকটা যেন কাঁপিতে লাগিল।

সত্যবাবু সকলকে দেখিয়া বড় খুশি। তিনি সকলকে কোথায় বসাইবেন কি দিয়া আপ্যায়িত করিবেন সে জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্কুলের পরই সকলে গিয়াছে: জল খাবার আসিল, চা আসিল, তাহার পর পান সিগারেট—সবই।

এই বার ছেলে দেখিবার পালা।

যে ঘরে নবজাত শিশু রহিয়াছে—সেই খানে সকলেই আগাইয়া

আসিলেন। ধাই—একটা সাদা তোয়ালের উপর শায়িত খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া আসিল অনুপমের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বেশী পাওয়ারের আলোটা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।

এই যে খোকা!

সবাই আগাইয়া আসিল: বেশ বেশ ছেলে, সুন্দর ছেলে হয়েছে!

অনুপম বাঁচিল: খোকার মুখের আদল অবিকল সত্যবাবুর সহিত মিলিয়া যায়। অমনি চোখা চোখা নাক, গভীর দুটি চোখ, ভ্রূর ভঙ্গী, সবই মিল। আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত যেন চেনা যাইতেছে।

অনুপম প্রভাতের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিল: প্রভাতও হাসিল। ললিতের মুখটা যেন চূণ হইয়া গিয়াছে। অশোক পাশেই ছিল সে অনুপমের বাম বাহুতে চাপ দিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, কি দাদু! অনুপম ও তাহার হাতে একটু চাপ দিল। অনুপমের আজ একটু অনুতাপ হইতে লাগিল! সে ললিতের কথায় কোনও দিন বিশ্বাস করে নাই, তবুও অশোকের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে নাই কেন! তাহার ইচ্ছা করিতেছিল নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত সে একবার অশোককে জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা চায়।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মহিমবাবু গিনিটা খোকার হাতের উপর দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, বাটী ও ঝিনুক সত্যবাবুর হাতে দিলেন।

ছেলের মুখ দেখা হইয়া গেলে আবার সকলে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিলেন। সকলের মুখেই হাসি, মন আন্তরিকতায় পূর্ণ। শুধু ললিতের হাসিটায় কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয়।

মহিমবাবু হাসিয়া সত্যবাবুকে বলিলেন, শুধু চা মিষ্টি খাইয়ে আপনি রেহাই পাচ্ছেন না মশায়, দস্তুর মত পাতা পেতে খাওয়াতে হবে, সৎব্রাহ্মণে এসে পাক করবে।

বেশ ত তাই হবে, মাসটা কাবার হ'ক।

মাস কাবারের পর এই প্রীতিভোজের কি কি 'মেনু' হইবে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে সেদিন শিক্ষকেরা সত্যবাবুর গৃহ ত্যাগ করিলেন!

স্কুলে ইলেকশানের তোড় জোড় চলিতেছে। দুইজন যখন এক সঙ্গে কথা বলে তখন অন্য কেহ তাহার কাছে আসিলে তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়। শুনা যাইতেছে সত্যবাবু ও নন্দবাবু 'গার্জেনস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ' সব নিজেদের পক্ষের লোক হইতে ব্যবস্থা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তরুণ সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষকদের প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইতে চায় শুনিয়া তাহারা তরুণদের কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দেন না।

ইহারই মাঝে একদিন প্রভাত অনুপমকে একান্তে লইয়া বলিল, তরুণ সম্প্রদায়ের সবাকারই মত—তুমি এবার দাঁড়াও. ললিতকে কেউ ভোট দিতে চায় না অশোকের ঐ ব্যাপারে সবাই ওর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

অনুপম একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ওকে ভোট দেব বলে কথা দিয়েছি!

তুমি একা দিলে ত ওর বিশেষ ফল হবে না। আমরা ওকে কেউ ভোট দেব না। ভেবে দেখ না অশোক কি কোন মতেই ওকে ভোট দিতে পারে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনুপম শেষে রাজী হইল। একটি কারণে তাহাকে ইলেক্শানে দাঁড়াইবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিল: স্কুলকে নতুন করিয়া গড়িবার যে সব পরিকল্পনা তাহার মাথার মধ্যে আসিয়াছিল,

সেক্রেটারী মহাশয় তাহার সবটুকু গ্রহণ করেন নাই। কমিটিতে গেলে সে এ সব লইয়া লড়িতে পারিবে।

প্রভাত বলিল, হরেনবাবুর ভোটটা কিন্তু তোমাকে জোগাড় করতে হবে, তা'হলেই হয়ে যাবে! তুমিত ওদের বাড়ীতে যাও, ওদিক থেকে একবার চেষ্টা করে দেখ না!

সে দিন সন্ধ্যায় অনুপম হরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়া দুই এক কথার পরই কনককে বলিল, তোমার কাছে আমার একবার দরবার আছে।

কনক হাসিয়া ফেলিল।

কি হাসছ যে!

তোমার কথা শুনে।

আমার কথা এখনও শোন নি।

না দরবারের কথা শুনে। কত বড় লোক আমি।... কিন্তু কি ব্যাপার বল দেখি।

অনুপম তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল।

দাঁড়াবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, এখন ভাবছি একবার দেখাই যাক না। যে সব প্ল্যান আমার মাথায় আছে, কমিটিতে ঢুকে সে গুলির যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।

কনক গম্ভীর হইয়া বলিল, বাড়ী এলে আমি বলব। তুমি দাঁড়ালে 'না' করবেন কেমন করে তা ত বুঝি না। আশা করি রাজী করাতে পারব।

পরের দিন গিয়া—অনুপম কনকের কাছে শুনিল হরেনবাবু রাজী হইয়াছেন। তবে তিনি অনুপমকে বলিয়াছেন এ কথা যেন সে স্কুলে প্রকাশ না করে।

অনুপম নিশ্চিন্ত হইল। অন্যান্য ব্যবস্থা প্রভাত ও অশোক করিবে।

এমনি সময়ে একদিন ঠিক একই রকমের দুইটি ঘটনা অনুপমকে বিশেষ করিয়া বিচলিত করিয়া তুলিল।

রেবা চিঠি লিখিয়াছে। প্রেমের চিঠি। রেবার ভাবভাব অবশ্য অনুপম অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন সে রেবাকে মৃদু তিরস্কারও করিয়াছিল। রেবা তাহাতে ব্যথিত হইয়া দৃষ্টি নত করিয়াছিল। অনুপমের মনে সহজাত একটি কোমল স্থান আছে: সে কাহারও মনে কোনরূপ আঘাত দিতে পারে না। রেবার বেদনা দেখিয়া আর কোন দিন কিছু বলে নাই। সে ঠিক করিয়াছিল—নিজে ইহাতে কোনরূপ প্রশ্রয় দিবে না। তাহা হইলে আপনা আপনি উহা ঠিক হইয়া যাইবে। অথবা তাহার মনে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতূহল ছিল, দেখা যাউক কি হয়, একটু খেলা করিবার ইচ্ছা—হয়ত! অনুপম ভালো করিয়া কোন দিন হিসাব করিয়া দেখে নাই। তরুণ বয়সে মেয়েদের বাহিরের রূপ দেখিবার যেমন একটি প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহা অপেক্ষা প্রবলতর আগ্রহ থাকে তাহাদের অন্তর দেখিবার। কে জানে হয়ত—এ তাই! তাহা ছাড়া রেবা পাত্রী হিসাবেও কোনরূপে অযোগ্য নয়। সুতরাং ব্যাপারটা যদি পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহা হইলেও তাহার শেষ ফল এমন কি নিন্দনীয় হইবে! কনকের রহস্যময় স্নেহই তাহার মনকে স্বপ্নজালে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং এ সব কথা ভালো করিয়া নিজেও সে কোনদিন ভাবিয়া দেখিত না। আজ রেবার চিঠি পড়িয়া সে একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল।

পড়াইয়া উঠিবার সময় রেবা হঠাৎ একখানা চিঠি অনুপমের বাঁ পকেটে পুরিয়া দিল।

কি—কি ?

রেবা কোন উত্তর না দিয়া বই খাতা লইয়া দ্রুত অনুপমের সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল।

পথে আসিয়া গ্যাসের আলোকে অনুপম চিঠি পড়িল। মেয়েটার মাথা নিশ্চয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। পাগলের মত কত কি সে লিখিয়াছে—

অনুপম রেবার মনোভাব এতদিন নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু অনুপমের মন কি পাষাণ দিয়া তৈরী তাহা—একটুও সাড়া দেয় না। এই পাষাণ দেবতার সামনে রেবা মাথা খুঁড়িয়া মরিবে! রেবার মা'ও হয়ত তার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। অন্য কাহারও কাছে সে তার মনের কথা জানাইতে পারে না তাই সে লজ্জাহীনার মত অনুপমের নিজের কাছেই লিখিতে বসিয়াছে। সারা দিনরাত সে অনুপমের কথা ভাবে, পড়াশুনা করিতে পারে না। সে কি করিবে অনুপম বলিয়া দিক। অনুপম যদি তাহাকে দয়া না করে তাহা হইলে সে ত পাশ করিতেই পারিবে না, বাঁচিবে কি না সন্দেহ। অনুপম তাহাকে এমনি করিয়া অবহেলা করে বলিয়াই বুঝি তাহার ভালবাসা এমনি দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে।— এমনি সব আরও কত কথা বলিয়া রেবা চিঠি শেষ করিয়াছে। সর্বশেষে মিনতি করিয়া বলিয়াছে—অন্তত একখানা চিঠি লিখিয়া যেন অনুপম তাহার মনোভাব জানায়। তাহার এখন চারিদিকই আঁধার।

অনুপম নিজেও চিঠি পড়িয়া এখন চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিল। কি করা যায়! মেয়েটির আকুতি দেখিয়া সত্যই বড় কষ্ট হয়। মেয়ে হিসাবে অবহেলা পাইবার যোগ্য সে নয়। তবে কি

সে রেবার অনুরাগে গা ভাসাইবে? তার পরিণতি ত শীঘ্র হ'ক বিলম্বে হ'ক রেবাকে জীবন-সঙ্গিনী করা। কিন্তু নিরুর বিবাহ এখনও হয় নাই, বিবাহ করিবার মত সংস্থান তাহার নাই। তা'ছাড়া বিবাহ কোন দিন সে করিবে কি না তাহাও যে এখনও তাহার ঠিক করা হয় নাই। জীবনে কত কাজ করিবার আছে, বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে সে চায় কি? সে কি করিবে ভাবিয়া দিশে হারা হয়। বৌদি কনকই বা কি মনে করিবে?...তা' কি মনে করিবারই বা তা'র আছে!—সেও ত নিজে সংসারী!

অনুপমের মনের মধ্য হইতে একবার কে যেন বলিয়া উঠিল: একবার দেখই না, ব্যাপার কতদূর দাঁড়ায়, দাও না একটা উত্তর। এমন সুযোগ মানুষের জীবনে বড় বেশি আসে না। যদি এসেছে, সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করে নাও, জীবনের কোন মাধুর্য্যকেই বাদ দেওয়া ঠিক না, শেষে আপশোষ করতে হবে।

অনুপম বুঝিল, এ তার দুষ্টবুদ্ধি। তবু এই আহ্বান যেন তাহার কানে এক অপূর্ব রাগিণীর মত বাজিতে লাগিল।

সে দিন অনেক রাত পর্য্যন্ত অনুপম ঘুমাইতে পারিল না। নানা চিন্তায় সে মন স্থির করিতে পারিতেছে না। সহসা তাহার মনে হইল—প্রভাত ও নিরুপমা এই রকম চিঠি লেখালেখি করে না ত! তাহাদের অনুরাগ ত আমরা প্রতিদিন চোখের উপরই দেখিতেছি।

অন্য সময় হইলে হয়ত অনুপম এইরূপ অসঙ্গত চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিত না, কিন্তু আজ মাথা তার গোলমাল হইয়া গিয়াছে। বেতের যে বড় সুটকেসটা সে নিরুকে দিয়াছিল সেটার একটি চাবী এখনও তাহার কাছে আছে। নিরুর যত কিছু তৈজস-পত্র তাহাতেই থাকিত। বাইরের ঘর ও ভিতরের ঘরের দরজা ভেজানোই থাকিত,

অনুপম চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দেখিল পিসীমা নিরু অকাতরে ঘুমাইতেছে। সে অনায়াসে সুটকেসটি নিজের ঘরে আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আলো জ্বালাইয়া অতি সন্তর্পণে নিরুর প্রতি জিনিসটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। আশা করিয়াছিল প্রভাতের লেখা দুই একখানা চিঠি অন্তত সে পাইবে। কিন্তু সেরকম কোন কিছুই সে পাইল না, পাইল একখানা মোটা খাতা, তাহার মাঝে প্রভাতের একখানা ছোট ফোটো, তাহারই গায়ে লাগানো কয়েকটা গোলাপের পাপড়ি। খাতাখানা নিরুর ডায়রী। তাহার পাতায় পাতায় রহিয়াছে প্রভাতের প্রতি তাহার অনুরাগের বিপুল উচ্ছ্বাস। যেদিন প্রভাত না আসিয়াছে সেদিন নিরুর বেদনা যেন কান্নায় ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অনুপম অনেকগুলি পাতা উল্টাইয়া পড়িয়া বুঝিল—নিরু রেবার অবস্থা ছাড়াইয়া আরও অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছে। সত্যই বড় ভাবিবার কথা! প্রভাতের নিকট হইতে একটা পাকা কথা অতি শীঘ্র আদায় করিতে না পারিলে তাহাদের নিজেদের বাড়ীতেই অনর্থ ঘটা অসম্ভব নয়।

বেতের তোরঙ্গের জিনিস-পত্র সযত্নে সাজাইয়া সন্তর্পণে তাহা ভিতরের ঘরে রাখিয়া আসিয়া অনুপম বিছানায় শুইল। কিন্তু সে রাত্রি সে এক প্রকার না ঘুমাইয়াই কাটাইল।

পরদিন অনুপমের কেবল ভাবিয়া ভাবিয়াই কাটিল। কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না। সন্ধ্যায় কনক তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, কি হয়েছে, ঠাকুর পো?

কেন, কি হয়েছে?

মুখখানা অমনি শুকিয়ে গেছে কেন?

অনুপম ম্লান হাসিয়া বলিল, সংসার আর ভালো লাগছে না, সন্ন্যাসী হ'ব আমি!

আমাকে সাথী করো।

দাদার কি অবস্থা হ'বে তা' হ'লে?

সে সব ভাবনা থাকলে কি আর সন্ন্যাস নেওয়া যায়!

লোকে নিন্দা করবে যে!

ও ভাবনা ভাবলেও কি আর সন্ন্যাস নেওয়া যায়!

হার মানলাম!...কিন্তু সন্ন্যাসীর সাথীও থাকতে নেই যে!

সাথী না হোক—শিষ্যা করে নিও।

অনুপম হুঁ বলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কনক বলিল, সত্যি ঠাকুর পো, কি হয়েছে বলবে না! সারারাত আমি ভেবে মরবো।

অনুপম এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বলবো, তোমাকে বলবো না—এমন আমার কোন কথা নেই, কিন্তু আজ বলব না, আমার কথা এখনও বলবার মত অবস্থায় আসে নি!

সে দিন অনুপম সন্ধ্যার পর রেবাকে আর পড়াইতে গেল না। তার পরদিনও না। অনেক কষ্টে মন স্থির করিয়া নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। রেবাদের বাড়ীতে আর না যাইয়া সে রেবার মাকে একখানা চিঠি লিখিল—

বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অনুপম তাহার কন্যার আর পড়াইবার ভার লইতে অক্ষম। তিনি যেন অন্য কোন মাষ্টার নিযুক্ত করেন। অনুপমের সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি যেন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা না করেন। রেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার অনেক দেরী আছে...সুতরাং অন্য কোন ভালো মাষ্টারের হাতে দিলে রেবা ভাল ফলই করিবে! অনুপম নিজে পারিল না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে।

চিঠিখানা পোষ্ট করা হইলে অনুপম একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল : জীবনে মস্ত বড় একটা প্রলোভন সে জয় করিল।

কয়েকদিন পরেই শিক্ষকদের ইলেকশান হইয়া গেল। অনুপমের দল হেডমাষ্টারের কাছেও তাহাদের আবেদন জানাইয়াছিল। তিনি কথা দিয়াছিলেন—একটি ভোট তিনি অনুপমকে দিবেনই, এবং প্রয়োজন হইলে যে ভোটটি তাহার অতিরিক্ত আছে তাহাও তিনি অনুপমের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবেন! কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা গেল একটি ভোটও তিনি অনুপমকে দিলেন না। সকলেই অনুমান করিল, তিনি ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। সত্যবাবু ও নন্দবাবুর পক্ষ সমর্থন না করিলে তাহার এখানে চাকরি করা মুস্কিল। ললিতও অনুপমকে ভোট দিল না, একটি ভোট সে নিজেকে দিয়াছে—আর একটি নন্দবাবুকে। সকলের চেয়ে রহস্যের হরেনবাবুও অনুপমকে ভোট দেন নাই, সত্যবাবু ও নন্দবাবুকে দিয়াছেন। ফলে অনুপম দুই ভোটে পরাস্ত হইয়া গেল। হরেনবাবু ইলেকশন শেষ হইলেই অনুপমকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, একটা তোমাকে একটা নন্দবাবুকে দিয়েছি, কাউকে বলো না যেন। ওদের বলেছি ওদেরই দুটো দিয়েছি।

অনুপম হাসিয়া বলিল, আচ্ছা!

ইলেকশানে হারিয়া যাওয়া অপেক্ষা হরেনবাবুর ব্যবহারেই অনুপম দুঃখ পাইল বেশি।

সন্ধ্যাকালে কনকের ওখানে গেলে কনক বলিল, একটু থেকে তোমার হ'ল না, উনি কত দুঃখ করলেন উনি একটা তোমায় একটা নন্দবাবুকে দিয়েছেন।

অনুপম হাসিতে লাগিল।

কি, হাসছ কেন ?

রাগ করবে না তুমি ?

না, রাগ করব কেন ?...তুমি বলো।

উনি ভোট দেন নি আমায়।

দেন নি কি রকম, উনি এসে বললেন যে একটা ওকে দিয়ে এসেছি।

দেন নি,...এসো তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অনুপম তখন হিসাব করিয়া বুঝাইয়া দিল; সত্যবাবু ও নন্দবাবু ক'টা ভোট পাইয়াছেন, সে ক'টা পাইয়াছে! ললিতবাবু, হেড মাষ্টার ও হরেনবাবু কি করিয়া নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া সমস্ত ওলোট পালট করিয়া দিয়াছেন। নতুবা অনুপমের জয় হইতই।

শুনিয়া কনক গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন সন্ধ্যায় অনুপম আসিলে কনক একটু পরেই বলিল, কা'ল ওঁর সঙ্গে কথা হ'ল।

অনুপম বিব্রত হইয়া বলিল, কেন আবার ও সব বলতে গেলে, আমারই বলা উচিত হয় নি।

না, না, কি লজ্জার কথা!...লজ্জায় মাথা কাটা যায়। উনি শেষে স্বীকার করেছেন—উনি তোমায় ভোট দিতে পারেন নি। ওঁরা সব ভয় দেখিয়েছেন—ওঁরা না থাকলে অন্য দল এসে যাবে—ওঁর এখানে চাকরি থাকবে না।

অনুপম হাসিয়া বলিল, ওঁর কি বিশ্বাস আমি কমিটিতে গেলে কোনদিন আমি ওঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম!

ওঁরা ওঁকে সেই সবই ভজিয়েছেন। আর এই কয়দিন ধরে পেছু পেছু ফেউয়ের মত লেগে থাকতেন সব, গা ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন।

অনুপম বলিল, ইলেকশানে আমি হেরে গিয়েছি তাতে আমার দুঃখ নেই, বৌদি, সত্যই নেই,—আমার দুঃখ—আমার বিশ্বাস ছিল উনি আমায় সত্যিই আপন ভাইয়ের মত ভালবাসেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম। উনি ত অনায়াসে বলতে পারতেন,—ওঁদের হাত কিছুতেই এড়াতে পারলাম না, ভাই, তোমাকে আর ভোট দিতে পারলাম না !...এমনি ক'রে প্রতারণা করবার দরকার ছিল না ত !

কনক হাসিল : আমাকেও ত প্রতারণাই করলেন উনি !

তাইত দেখছি,—স্কুল এমনিই জিনিস তা' হ'লে যেখানে কাজ করতে হ'লে ভাইকে নিজের স্ত্রীকেও প্রতারণা করতে হয়।

কনক বলিল, তা'ও বলেছি, অবশ্য আমার কথা নয়, তোমারই কথা, বললাম,—ও এত আপন হয়ে গেছে তোমাদের, ওকে প্রতারণা করে এমনি করে দুঃখ দিবার কি দরকার ছিল ?—তা' বলেন, এর নাম পলিটিক্স্, বাপ একদিকে ছেলে হয়ত আর একদিকে, দাদা এক দিকে,—ছোট ভাই আর একদিকে,—তা'তে করে তাদের সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। বলো তাকে বুঝিয়ে—সে যেন এর জন্য দুঃখ না করে।

অনুপম বলিল, দুঃখ আমার কিছুতেই নেই !

বাহিরের নির্বাচন অর্থাৎ অভিভাবকদের প্রতিনিধির নির্বাচনও শেষ হইয়া গেল। কত গাড়ী আসিল, কত হৈ চৈ, কত বচসা, মারামারির উপক্রম,—অবশেষে ইলেকশান শেষ হইয়া গেল। পর দিন ফল বাহির হইল। সত্যবাবু নন্দবাবুর পক্ষের লোকদেরই জয় হইয়াছে। মিঃ বোস এবার কমিটিতে যাইতে পারিলেন না,—কো-অপ্শানেও না। নতুন করিয়া কমিটি গঠিত হইল। সেক্রেটারী হইলেন প্রফেসার অপূর্ব কৃষ্ণ নাগ। সত্যবাবু নন্দবাবু বড় খুশি।

মিঃ নাগ সেক্রেটারী হইয়াই ঘন ঘন স্কুলে আসিতে আরম্ভ করিলেন। হেডমাষ্টারের ঘরে বসিয়া তিনি কি সব যুক্তি করেন, শিক্ষকেরা ভাবিয়া মরে। অবশেষে একদিন এক নতুন সার্কুলার বাহির হইল—

শিক্ষকেরা কেহই এক মিনিটও দেরি করিয়া স্কুলে আসিতে পারিবেন না। একই মাসে তিনদিন দেরী হইলে তাহা একদিন অনুপস্থিতির সমান হইবে। একদিনও কামাই করিতে হইলে—আগে থেকে দরখাস্ত করিতে হইবে। স্কুলের কাজ ছাড়া বাহিরে অন্য কোন কাজ কোন শিক্ষক করিতে পারিবেন না। একটার বেশি টিউসন কেহ করিতে পারিবেন না, তাহাও কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। কোথায়ও টিউসন করিতে হইলে—কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বেই দরখাস্ত করিতে হইবে,—উহাতে লেখা থাকিবে কটি ছাত্র, কোন সময়, ক'ঘণ্টা ইত্যাদি। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ক্লাসে টাস্ক দিতে হইবে—সকাল বেলা ফ্রি থাকিয়া সেই সব খাতা কারেক্ট করিতে হইবে। স্কুলের ছুটির পর হইবে টিউটোরিয়াল—অবশ্য পালা করিয়া।

এইরূপ সব ফিরিস্তিতে ফুলস্কেপের দু'পৃষ্ঠা ভর্তি হইয়া সার্কুলার বাহির হইল। শিক্ষকেরা বড় অকূল সমুদ্রে পড়িলেন। স্কুলে যা বেতন পাওয়া যায় তাহাদ্বারা ঘর ভাড়া দিয়া শুধু চা'ল ডাল তেল কেনা যায়, টিউসনি না করিলে সংসার চলিবে কি করিয়া? অনেকেই বিবাহিত, ছেলেপিলে আছে, তাদের ভরণ পোষণ, দেশে বুড়া মা বাপ আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ পাঠাইতে হয়, কাহারও বিবাহ যোগ্য কন্যা, কি করিয়া কি হইবে! সকলেই চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলেন! স্কুলে উপস্থিতির নিয়মও ত সহজ নয়। তার পর খাতা দেখার ব্যাপার। টাস্ক অবশ্য মাঝে মাঝে প্রায়ই দেওয়া হয় কিন্তু

প্রতিদিন অন্তত দুই তিন শত করিয়া খাতা কি করিয়া দেখা সম্ভব! ক্লাস ত একটি নয়! সকলে সত্যবাবু নন্দবাবুর শরণাপন্ন হইল :

মশায়, এ কি ব্যাপার হ'ল!

সত্যবাবু যুক্তি দিলেন, আপনারা এক কাজ করুন—সবাই মিলে এক দরখাস্ত করুন সেক্রেটারীর কাছে,—তিনি একদিন সময় করে এসে আমাদের দুঃখু কষ্টের কথা শুনুন।

তাহাই হইল। সকলে মিলিয়া সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত পাঠাইল। উত্তরও আসিল, তিনি আসিবেন। তবে কবে আসিবেন সে দিন তিনি নির্দিষ্ট করিয়া বলিলেন না। সকলেরই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন স্কুলের ছুটির পর বাড়ী গিয়া অনুপম দেখে পিসীমার মুখখানা একেবারে খুশিতে ভরা। ব্যাপার কি? নিরুও যেন অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অনুপম হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিলে পিসীমা কাছে আসিয়া বসিলেন। মুখখানা হাসি-হাসি।

হারে—অনু!

অনুপম জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

তুই রাত্রে আর একটা টিউসন করতিস,—তা আমাদের বলিস নি ত!

তুমি জানলে কি করে?

ওরা আজ এসেছিল যে।

ওরা—মানে?

তোর ছাত্রী—রেবার মা আর ছোট বোন।

হঠাৎ?

কিছুই জানিস নে তুই, হ্যাকা ছেলে।...রেবাকে আমাদের ঘরে দেবার জন্য ওর মার কি আগ্রহ!

নিরু দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মুচকি' মুচকি' হাসিতেছে। অনুপম তাহার দিকে সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

পিসীমা বলিয়া চলিলেন, আমাকে বড্ডই ধরাধরি, বলে রেবাকে আপনি একদিন দেখে আসুন, তুই ত তাকে পড়িয়েছিস—কেমন মেয়ে?

অনুপমের মুখ শুকাইয়া গেল: আচ্ছা মুস্কিলে পড়িল ত! সে বলিল, ও সব কথা ছেড়ে দাও, নিরুর এখনও যোগাড় যন্ত্র হ'ল না,—তা' ছাড়া বিয়ে টিয়ে আমি করতে পারবো না।

পিসীমা রুখিয়া উঠিলেন, পারবি না অমনি বললেই হ'ল, আমার মনে কোন সাধ আহ্লাদ নেই—না?...শুনেই আমি অমনি বৌমার ওখানে ছুটেছি। নিরুর জন্যে ভাবনা কি—ওর ত এক রকম ঠিক হয়েই আছে।

শেষের কথাগুলি অনুপমের কানেই গেল না। তাহার বুক ভয়ানক কাঁপিতেছে।

বৌমা?...কার কথা বলছ তুমি?

বৌমা যেন এখানে আমার ক'জন আছে!...আমাদের বৌমা—কনক!

তার কাছে আবার গিয়েছিলে না কি?

তার কাছে যাব না—তুই বলিস কি রে! আর আমাদের আপনার লোক কই এখানে?...তাকে নিয়েই ত আসছে রবিবারে কনে দেখতে যাব আমরা!

অনুপম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল, তারপর ধীর কণ্ঠে বলিল, দেখ পি-মা তোমরা যদি এ সব করতে যাও, তাহলে ঠিক আমি কোথাও চলে যাবো! তুমি দেখে নিও—

অনুপমের এ মূর্তি পিসীমা জানেন, তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

অনুপম বলিল, বিয়ে করবার সময় আমার এখনও হয় নি,—আর বিয়ে আমি করব কি না তারও ঠিক নেই,—নিরুর বিয়ে এখনও বাকী,...তাদেরই বা তাড়া কিসের ঃ মেয়ে তাদের সামনের বছরে ম্যাট্রিক দেবে, এর মাঝেই বিয়ে কি !

পিসীমা তখনকার মত চুপ করিলেন বটে, কিন্তু মুস্কিল বাধিল কনকের ওখানে গিয়া ! কনকের মুখখানা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার পর সে আবার হাসিতে চেষ্টা করে ঃ

রেবার গল্প ত একদিনও কর নি, ঠাকুর-পো !

~~অনুপম~~ ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে চায় কিন্তু কথা খুঁজিয়া পায় না। তাহার মনের কথা আজ কনক বিশ্বাস করিবে কেন !

রেবা খুব সুন্দরী বুঝি ?...লেখাপড়ায়ও খুব ভালো—না ?

অনুপম কোন উত্তর দেয় না।

না বললে, আমি নিজেই ত পিসীমার সঙ্গে যাচ্ছি আসছে রবিবারে তাকে দেখতে।—বলিতে বলিতে কনকের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে যায়।

আবার যখন কনক ফিরিয়া আসে তখন অনুপম বলে, বারণ করে দিয়েছি আমি পিসীমাকে—বিয়ে আমি করবো না তাকে—

কনক এবার হাসে ঃ কেন বেচারীর অপরাধ কি ?—এতদিন পড়াতে পারলে সকলকে না জানিয়ে, এখন—। কেন জানালে কি দোষ হ'ত,—আমরা তাকে কেড়ে নিতাম ? আমার কথা ছেড়ে দাও—আমি ত পর,—যারা তোমার আপন জন তারা পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে টের পেলে না !

কনক হাসিয়া হাসিয়া বলে, তাইত বলি, সন্ধ্যা হ'লেই ঠাকুর পো ঘড়ি দেখে আমার এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে !—অথচ

মুখে শুনি, বৌদি, তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই !... এখানকার এ সাহারার মাঝে তুমিই আমার এক মাত্র ওয়েসিস্।... আমার কপাল !

অনুপমের ইচ্ছা করিতেছিল কনকের পায়ের কাছে সে মাথা খুঁড়িয়া মরে : সমস্ত কথা গোড়া হইতেই না বলিয়া সে কি ভুলই করিয়াছে ! কিন্তু আজ আর কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। অনেক ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিবার সময় সে বলিয়া আসিল, আজ তুমি শুধু শুধুই আমাকে অনেক কষ্ট দিলে বৌদি, একদিন তোমার এ ভুল ভাঙবে।

কনক তাহার সহিত সিঁড়ির দিকে আগাইতে আগাইতে বলিল, আমার একটা মস্ত বড় ভুল ভেঙ্গে গেছে,—ভগবানকে ধন্যবাদ !

একদিন শনিবারের ছুটির কিছু আগে শিক্ষকদের নিকট হেড্মাষ্টারের শ্লিপ গেল : আপনারা ছুটির পরে থেকে যাবেন, সেক্রেটারী মশায় আসছেন।

সকলের বুকই একটু কাঁপিয়া উঠিল : আজ একটা সাক্ষাৎ বোঝাপড়া হইবে। দেখা যা'ক কি হয় !

টিচার্স কমন-রুমে বসিবার জায়গা ঠিক করা হইল। আশেপাশের ক্লাস হইতে দুই তিনখানা বেঞ্চ আনিয়া রাখা হইল,—নইলে জায়গার সঙ্কুলান হয় না।

এলোমেলো কথা বলিলে অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তরুণ সম্প্রদায় অনুপমকে নিজেদের বক্তা ঠিক করিল। অবশ্য কোন বিশেষ

'পয়েণ্ট' কাহারও মনে হইলে সেও বলিতে পারিবে। প্রাচীনদের ভিতরে সেরূপ কিছু ব্যবস্থা হইল না।

ছুটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী আসিলেন। মুখে একটি বর্মাই চুরুট। এ্যাসিস্টাণ্ট হেড মাষ্টার তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া যথাযোগ্য আসনে বসাইলেন। হেড মাষ্টার আসিলেন। টিচার্স কমন-রুম শিক্ষকে ভর্তি হইয়া গেল। চারিদিকে থমথমে ভাব।

সেক্রেটারী চুরুটে একটা বড় টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—তারপর?

শিক্ষকেরা এ উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা বলেন না। অবশেষে নন্দবাবু উঠিয়া একটা নমস্কার করিয়া সুরু করিলেন, আমরা—মানে—অত্যন্ত ভয় পেয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি

বলুন!

নন্দবাবু হয়ত কিসের একটা অনুমোদন পাইবার জন্যই সকল শিক্ষকের দিকে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন, কিন্তু কেহ একটু নড়িলেন না পর্যন্ত, সবাই প্রস্তর-মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন। নন্দবাবু বলিলেন, স্কুলের যেসব নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হ'ল,—মাষ্টার মশায়রা সকলেই বলতে চান—সেগুলি তাদের—মানে—

আপনারা বলতে চা'ন স্কুলের উন্নতির দিক আমি দেখব না—শুধু আপনাদের সুবিধার দিক দেখব?...আপনাদের জন্য স্কুল না স্কুলের জন্য আপনারা?

নন্দবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, না, আমি তা বলছি না, কিন্তু মাষ্টারদের নির্যাতন করলেই কি স্কুলের উন্নতি হবে?

কি নির্যাতন আপনাদের করা হ'ল তা একটা একটা করে বলুন, আমি—সব গুলির উত্তর দিচ্ছি।

অনুপম এইবার উঠিবার উপক্রম করিতেছিল দেখিয়া তার বন্ধুবান্ধব তাহাকে আকারে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিতে লাগিল। অশোক তাহার পাশে বসিয়াছিল—সে তাহাকে এক প্রকার ঠেলা মারিয়াই উঠাইয়া দিল। অনুপম উঠিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল,—

আমাদের একটা নিয়ম হয়েছে! দুই একদিনের জন্য কামাই করতে হলেও আগে থেকে 'অ্যাপলিকেশন' করতে হ'বে, নইলে 'ক্যাজুয়াল লিভ' মঞ্জুর করা হবে না।

তা'তে কি অসুবিধা হয়েছে!—আর তা না হ'লে স্কুলের কাজ চলবে কি করে,—মাঝে মাঝে মাষ্টাররা এত কামাই করেন যে—স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং কামাই করতে হ'লে আগে থেকে দরখাস্ত করতে হবে—

অনুপম মৃদু হাসিল: কিন্তু, সার, অসুখ যে কবে করবে তা আমরা আগে থেকে টের পাব কি করে, আপদ বিপদ বাধা যে কখন আসবে তা কি আগে থেকে জানা যায়?

শিক্ষকদের দুই একজন একটু হাসিয়া ফেলিলেন। সেক্রেটারী উত্তেজিত সুরে বল্‌লেন,—মানে?

এই ধরুন—সকাল থেকে কারো বেশি পেটে অসুখ আরম্ভ হ'ল—কি জ্বর,—হয়ত সাড়ে ন'টা দশটার সময় কারো ছেলে বা মেয়ের কাঁপিয়ে জ্বর এল,—কি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে নাক মুখ কেটে গেল। তিনি তখন ডাক্তার ডাকতে যাবেন—না চিঠি লিখে সেখানা স্কুলে পৌছে দিতে ছুটবেন?

আশেপাশের কাউকে দিয়ে সংবাদ দিতে হবে।

দুই এক জনের খবর দিবার লোক জুটতে পারে,—কিন্তু সকলেরই কি এমনি সুহৃদ্ প্রতিবেশী আছে, সার—

সেক্রেটারী কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন : ও সব আপনার বাজে কথা!—আপনার ও সব 'এক্সট্রিম কেস্'। ও সব কথা বলা চলবে না। বড্ড কামাই করেন আপনারা!

বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া অনুপম বলিল, সার, এ কথাটাতেও আমার আপত্তি আছে।

কি?

আপনি যে ভাবে কথা বললেন তাতে বুঝায় আমরা ইচ্ছা ক'রে কামাই করি। কিন্তু তাই কি সত্যি?

সত্যি না হলে এত কামাই হয় কি ক'রে?

সার, আমাদের এত হীন না ভেবে খোঁজ ক'রে দেখুন—যারা কামাই করেছেন তাদের হয়ত কারো নিজের অসুখ করেছিল, কাহারও হয়ত স্ত্রীর, কারো ছেলে পিলের—কারো—

বেশ ত আপনারা সম্ভব হলে আগে, নয় ত পরেই দরখাস্ত দেবেন—আর সত্যই যদি অসুখ হয়ে থাকে তবে দরখাস্তের সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেবেন—।

আমাদের অসুখ করলেই কি ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য আছে! ডাক্তার দেখালে তার ফি দিতে হয়—পাবো কোথা?—না দেখিয়েও যদি ডাক্তারের কাছে সার্টিফিকেট আনতে যাই—তবে ফি অন্তত দু'টাকা, অথচ অনেকেই এমন মাইনে পান—যে দৈনিক তার হিসাব করলে ১৲টাকার বেশি হয় না, সুতরাং ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাতে গেলে তার ১৲ লোকসান : একদিনের ছুটি নিতে অর্থাৎ ১৲ বাঁচাতে গিয়ে ২৲ খরচ।

নন্দবাবু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন : অনুপম বাবু আপনি বসুন,—যা তা বলে সময় নষ্ট করছেন।

অনুপম হাত জোড় করিল: আর একটু,—আর একটি কথা বলেই বসছি আমি।

সেক্রেটারী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, বলুন।

লেট্ হওয়া সম্বন্ধেও সার, আমাদের ঐ কথা,—কেউ ইচ্ছা করে লেট্ হয় বলে মনে হয় না। আমাদের এত নীচ মনে করে যদি আপনি শাস্তি স্বরূপ ঐসব নিয়ম করতে চা'ন,—তবে—

না, না, কিছু 'পেনালাইজ' না করলে ওটা সারবে না আপনাদের!

পেনালাইজ করতে গেলেই সারবে না, সার!

কেন?

অনুপম বলিল, দেরী বোধ হয় সকলের হয় না, দুই এক জনের এক দিন হতে পারে। যদি এমন কেহ থাকেন যে রোজ দেরী করে আসছেন—তাকে হেডমাষ্টার মহাশয় ডেকে নিয়ে বলে দিলেই সেরে যেতে পারে। শাস্তির ব্যবস্থা করে কি সারাতে পারবেন?

কেন—পারা যাবে না?

মাষ্টারদের এত নীচ ভাবতে আরম্ভ করলে সত্যি সত্যি তারা নীচ হতেই সুরু ক'রে দেবে।

যাতে না পারে তার জন্যই ত আইন করা—হচ্ছে।

ও আইনে—আরও খারাপ হবে, সার!

কেমন?

কেমন! এই ধরুন, আপনি আইন করেছেন...এক মাসে তিন-দিন লেট্ হ'লে—একদিন 'অ্যাবসেণ্ট' ধরা হবে ত?

হাঁ।

তা হ'লে—আমরা—একমাসে অনায়াসে দুইদিন বেশ খানিক দেরী

করে আসতে পারি,—তার জন্য আপনি আমাদের কিছুই শাস্তি দিতে পারছেন না। অথচ আমাদের আত্মসম্মানের উপর ছেড়ে দিলে হয়ত একদিনও দেরী না ক'রে আসা হ'তে পারত! ফাঁকি দেওয়ার নীচতা যদি আমাদের কারো থাকে তবে মাসের অন্যান্য দিন নিয়মিত এসে—মাসের শেষ দুইদিন অনায়াসে আধ ঘণ্টা দেরী করে আসা যাবে, অথচ তার জন্য কিছু শাস্তি পেতে হবে না। দু'দিন যার আগে দেরী হয়ে গেছে—তৃতীয় দিনে দেরী হবার সম্ভাবনা—সে হয়ত পথ থেকেই ফিরে যাবে—কারণ তখন আপনার আইন মত তার অবস্থা এমন—যে স্কুলে হাজিরা দিলেও তার একদিন অ্যাবসেণ্ট—না এলেও সেই এক দিন।

সেক্রেটারী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, তা' হলে এমন আইন করা হবে যে—একদিন দেরী করলেও—

সেক্রেটারীর কথা শেষ করিবার আগেই নন্দবাবু হাত জোড় করিয়া কহিলেন, ও সব ছেলেমানুষের কথা, আপনি মাপ করুন, সার। ...তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া—অনুপমকে বলিলেন, কি সব বাজে কথা যে বলেন, অনুপমবাবু,—বসুন দেখি আপনি, বসুন।

নন্দবাবু আরম্ভ করিলেন, আসল কথা হচ্ছে, সার, আমাদের দুটি কথা—একটি হচ্ছে টাস্কের খাতা দেখা, আর একটি টিউসন বা বাইরের কাজকর্ম। প্রতিদিন টাস্ক দেওয়া মানে আমাদের মেরে ফেলা,—দেড়শ দু'শ খাতা রোজ কি করে দেখা যায়!

সেই জন্যই ত আমি এক বেলার বেশি টিউসন করতে দেব না, বা বাইরে কেউ অন্য কিছু করতে পাবেন না। দু'বেলা না হ'ক অন্তত একবেলাও ফ্রি থাকতে হবে, স্কুলের খাতা দেখা আর 'লেসন নোট' তৈরী করবার জন্য।

নন্দবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, মাষ্টারদের অন্নে মারবেন না, সার। টিউসন না ক'রলে আমরা খাব কি ?

অন্ন মানে আপনি কি ব'লতে চান, নন্দবাবু ?—চেষ্টা করলেও আপনি একপো দেড়পো চালের বেশি খেতে পারবেন না, একখানা কাপড়ের বেশি দু'খানা কাপড় পরতে পারবেন না। খরচ যদি আপনারা ইচ্ছা করে বাড়ান—তা হ'লে আমরা করব কি ? সকলেরই আপনাদের যে ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকতে হবে তার কি মানে আছে,—আকাঙ্ক্ষা বিলাস যত বাড়াবেন ততই বাড়বে,—মেসে থেকেও ত কতজন জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে—আপনারা সবাই যদি—কি আর ব'লব—

নন্দবাবু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, চিরকাল বিদেশে কাটাতে হ'লে ফ্যামেলি দূরে রাখা সকলের পক্ষে অনেক কারণে সম্ভবপর হয় না, সার, ছেলেপিলেরও একটু শিক্ষা দীক্ষা আছে, তা'ছাড়া—

অনুপম আর থাকিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া সেক্রেটারীর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করিয়া বলিল, যদি অভয় দেন, তা হ'লে একটা কথা বলব, সার !

বলুন।

আপনার স্কুলে তা' হ'লে এ সব মাষ্টারদের ছাড়িয়ে এমন সব মাষ্টার নিন যারা চিরকুমার-ব্রত বা সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছেন।

সেক্রেটারী হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। আপনাদের ছাড়ানোর কথা হ'চ্ছে না, কিন্তু যেমন ভাবে আপনারা থাকতে চান, তাতে স্কুলের কাজের সত্যিই ক্ষতি হয়। মেসে থাকলে চার পাঁচ টাকা ঘর ভাড়াতেই চলে যায়। আর কিছু খাওয়া খরচ,—এবাদে যা বাঁচে তা বাড়ীতে পাঠালেই চলে যায়। তা না ক'রে আপনারা বাসা

ক'রে—অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ টাকা ঘর ভাড়া দেন, সবাইকে সহরে নিয়ে এসে খরচান্ত। সেই খরচ মিটাতে স্কুলের বেতনে কুলায় না, —তাই দু'বেলা টিউসন খোঁজেন,—বা অন্য কাজ ক'রে দু'পয়সা কামাই করতে চান,—ধনলোভ ছাড়ুন সবাই,...পতঞ্জলি অপরিগ্রহের কথা ব'লে গেছেন—জানেন ত,—সেই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ-পন্থা, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সহসা অনুপমের কি যেন হইয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মাপ করবেন স্যার, এ সব কথা রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের মুখেই শোভা পায়। আপনারাও পড়ান—পড়িয়ে পাঁচ-ছয় শো মাইনে নেন,—স্ত্রী-পুত্র মা-বাপ সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে আপনাদের দোষ নেই, দোষ কেবল আমাদের! স্কুলে যে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায় তার আর একটু খেটে—দু'পাঁচ টাকা আয় করতে চাওয়া—অপরাধ,—স্ত্রীপুত্র বাপ মা—এদের সান্নিধ্য কামনা করা এদের পাপ। ছেলেমেয়ে কাছে রেখে তাদের মানুষ করতে চাওয়া—এদের অনধিকার।

প্রভাত পাশেই বসিয়াছিল সে অনুপমের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, কি বলে!...পাগল—বসো, বসে পড়।

নন্দবাবু বিপরীত দিক হইতে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি মুস্কিল—লেখাপড়া শিখেছেন, কথা বলতে শেখেন নি? তারপর সেক্রেটারীর দিকে তাকাইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমি আমাদের ত্রুটির জন্য মাপ চাইছি, সার।

সেক্রেটারী কোন উত্তর না দিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নন্দবাবু বলিলেন, আপনি যে সব নিয়ম কানুন করেছেন—সবই

স্কুলের ভালোর জন্যে—বুঝি, তবে আমরাও গরিব। দু'কূল রক্ষা হয় এমন কোন ব্যবস্থা যদি—

যেমন ?

টিউসন একবেলা বন্ধ রেখে অন্য বেলা যদি একাধিক করবার অধিকার দেন তা'হলে কিছুটা সুবিধা হয়।...আর ছেলেদের টাস্ক দেওয়া সম্বন্ধে যদি প্রতিদিন না হয়ে সপ্তাহের মাঝে একদিন দুদিন হয় তা হ'লে আমাদের খাতা দেখতে সুবিধা হয়। আর এ রকম টাস্ক প্রায়ই দেওয়া হয়—

আচ্ছা, কথাগুলি আমি কমিটিতে তুলবো, আমি নিজে কিছু বলতে পারছি'না এখন...আজ তবে এইখানেই থাক।

সেক্রেটারী চুরুট টানিতে টানিতে উঠিলেন। সত্যবাবু, নন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে কি যেন বলিতে লাগিলেন। টিচার্স কমনরুম হইতে শোনা গেল সেক্রেটারী বলিতেছেন,—দেখব 'খন। সকলের 'ইন্টারেষ্ট'ই দেখতে হবে বৈ কি !

প্রভাত অনুপমকে বলিল, কথাগুলি তোমার কড়া কড়া হয়ে গেছে।

তা একটু হয়েছে বৈ কি।

তা' হ'ক—এ সত্যি কথা। টিউসন বন্ধ করতে চায় ত গ্রেড্ বেঁধে গভর্ণমেণ্ট স্কুলের মত করে দিক না !

—কিন্তু এ নিয়ে তোমার একটু মুস্কিলে পড়তে হবে—মনে হচ্ছে।

হয় হবে,—অনুপম একটু হাসিল।

চার পাঁচদিন পর অনুপমের নামে স্কুল হইতে একখানা চিঠি আসিল—

You are asked to explain your conduct in the Executive

Committee meeting to be held on the last Sunday of this month.

অনুপম হিসাব করিয়া দেখিল মিটিংএর এখনও দিন পনের বাকি আছে। ব্যাপার বড় সুবিধার মনে হইতেছে না। ক্ষমা চাইলেই অবশ্য সব মিটিয়া যায়। কিন্তু ক্ষমা সে চাহিবে কেন—অন্যায় সে ত বলে নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চিন্তা করিল। সময় ত এখনও আছে যাহা হয় করা যাবে। ইহার মাঝে কালীশঙ্করের সঙ্গে সে একবার দেখা করিবে। তাহার সহিত আবার ব্যবসা সুরু করলে কেমন হয়? স্কুলের অভিনব তপোবনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহা তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এই তপোবনের ঋষি মহর্ষি, আরুনি উপমন্যুর নবরূপ তাহার মনশ্চক্ষুতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ইহার চেয়ে ব্যবসায়ে কি দোষ ছিল?

স্কুলের চিঠির কথা অনুপম কাহাকেও বলিল না। পরের দিন ছুটির পরই অনুপম কালীশঙ্করের ওখানে গেল। কালীশঙ্কর তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, এসেছিস। ভালই হ'ল। আমি ভাবছিলাম আজকালের মধ্যেই তোর ওখানে একবার যাব।

অনুপম একটু আশান্বিত হইল,—হয়ত বন্ধু ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু বলিবে। বলিলে এবার আর সে না করিবে না। কিন্তু কথাটা কালীশঙ্করের মুখ দিয়াই সে শুনিতে চায়। ব্যবসা নিশ্চয়ই ভাল চলিতেছে: কালীশঙ্করের টেবিলের দুই পাশে দুইখানা ছোট টেবিলের ধারে বসিয়া আরও দুইজন কাজ করিতেছে,—একজন তার ভাগ্নে অতুল—আর একজনকে সে চেনে না।

অনুপম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, কি—ব্যাপার কি বল দেখি!

বলছি দাঁড়া, হাতের কাজ সেরে নি।

হাতের কাজ সারা হইলে কালীশঙ্কর বলিল, চল বাসায় চল: স্কুল থেকে এসেছিস্।

আফিসের অতি নিকটেই কালীশঙ্করের বাসা। বাসায় গিয়া বন্ধুকে জলযোগ করাইয়া কালীশঙ্কর বলিল—

ব্যাপারটা হচ্ছে—নিরুর একটা ভালো সম্বন্ধ ঠিক করেছি আমি—

কোথায় ?

ছেলে আমাদেরই দেশের, দেশের বৌদির খুড়তুতো ভাই, সুখেন্দু মিত্র! রেঙ্গুনে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস, দেড়শো টাকা মাইনে পায়, বয়স ছাব্বিশ সাতা'শ হবে। দেখতে শুনতে ভালোই। বাপও গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট, আর দু'তিন বৎসর বাদে পেনসন্ নেবেন। বাড়ীর অবস্থা বেশ ভালোই। বাপ ছেলে দু'জনেই ছুটি নিয়ে এসেছেন, ছেলের বিয়ে হলে ফিরবেন। ওদের ইচ্ছে—দেশেরই একটি মেয়ে ধরে নেন।

অনুপম ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, বেশ ত দেখ না চেষ্টা করে।

এ প্রায় আমারই হাতের মধ্যে আছে, আসছে রবিবার ওদের নিয়ে তোর ওখানে যাচ্ছি।

বেশ ত !

কালীশঙ্কর নিরুর বিবাহের চেষ্টা করিয়া বন্ধুর কাজই করিয়াছে, কিন্তু অনুপম প্রভাতের কথা মনে করিয়া খুব বেশি উৎসাহ দেখাইল না। অন্য প্রসঙ্গে দুই একটি কথার পর সে কালীশঙ্করকে বলিল, তোর ব্যবসা তা হ'লে বেশ ভালই চলছে, অতুল এসেছে, আর একজনকেও দেখলাম !

হাঁ, কাজ বড় বেড়ে গিয়েছে,—না এনে আর পারলাম না।

অনুপম হাসিয়া বলিল, আমিও আসব নাকি ?···আজকাল সত্যি এক একবার মনে হয় ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ফিরে আসি।

কালীশঙ্কর গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল, কই আর এলে তুমি: আগে কত সেধেছি। তুমি এলে না বলেই ত ওদের দু'জনকে এনেছি। অতুলকে তুমি চেনই, আর ওটি হচ্ছে আমার সম্পর্কে শ্যালক,—বউয়ের খুড়তুতো ভাই। ওরা আবার মাইনেতে কাজ ক'রবেন না,—তিন আনা ক'রে ছ'আনা শেয়ার দিয়ে কাজ করাচ্ছি।

অনুপম কথায় রহস্যের সুর দিয়া হাসিয়া বলিল, তা'হ'লে আমায় নিবি না?

কালীশঙ্কর ডান হাত তুলিয়া বলিল, মারব চড়,—তখন কত সাধা-সাধি,—এলেন না,—এখন, আমায় নিবি না!

অনুপম আবার হাসিয়া উঠিল: ভয় নেই তোর, তোর ব্যবসার ভাগ নিতে আসছি না আমি, তোর ভালবাসার ভাগই আমার যথেষ্ট।

অনুপম বাড়ী আসিয়া পিসীমার কাছে নিরুর বিয়ের সম্বন্ধের কথা সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া পিসীমা কত খুশি: এ ত বেশ হয় রে! বোশেখের প্রথমেই তা হ'লে শুভ কাজ শেষ করে ফেলা যাক!

অনুপম মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি ত বলছ শুভ কাজ শেষ করে ফেলা যাক, কিন্তু এদিকে যে আবার গোলমাল বাধিয়ে রেখেছ!

গোলমাল আবার কোথায় বাধালাম?

নিরু রাজী হ'বে কি এ বিয়েতে?

ও মা! সে কি কথা!...নিরু আবার রাজী অরাজী কি, আমরা ভালো বুঝে যা ব্যবস্থা করবো তাই হবে ত!

অনুপম এ কাহাকে বুঝাইবে!...মৃদু হাসিয়া সে বলিল, নিরু এখন বড় হয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই প্রভাত এসে তাকে পড়িয়ে যাচ্ছে। তোমরা মনে মনে ওদের দুইজনার সম্বন্ধে যে কথা ঠিক

করে রেখেছিলে, সে কথা বুঝি ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি; এতুই হ্যাকা পেয়েছ ওদের ?

পিসীমা কিছুক্ষণ অনুপমের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, তা হ'লে ?

অনুপম স্থির কণ্ঠে বলিল, আমি সব কথাই ভেবে দেখেছি।

কি, বল্ ত!

প্রভাতকে আমাদের খুলে বলতে হ'বে—এই রকম আমাদের সম্বন্ধ এসেছে, তুমি যদি বোশেখেই রাজী হও ত ব্যবস্থা করে ফেলি,—নইলে এমন সম্বন্ধ আমাদের হাত ছাড়া হতে দেওয়া ঠিক না।

এমন সুন্দর সম্বন্ধটা হাত ছাড়া হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া পিসীমার মনটা দমিয়া গেল,—তিনি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, বেশ !

অনুপম বলিল,—আর ওদিকে ওঁদের আসতে বাধা দেব না,—ওঁরা যেমন আসছেন—এসে দেখে যান। মেয়ে পছন্দ হয়ে যায় যদি—আর প্রভাত যদি পেছিয়ে যায়,—তা হ'লে আসছে বোশেখে এদের সঙ্গেই লাগিয়ে দেব।

বেশ !

প্রভাত আজ পড়াতে আসলে তাকে থাকতে বলো, আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।

বলো।

সেদিন অনুপম ছাত্রী পড়াইয়া আসিয়া দেখে প্রভাত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অনুপম তাহার সহিত ষ্টেশনে আসিতে আসিতে সকল কথা খুলিয়া বলিল :

ঠিক এই রকম একটা ব্যাপার না হ'লে আমরা তোমাকে ত্যক্ত করতাম না।

না, না, তা কি হয়েছে—'ইউ হ্যাভ্ গট্ এভরি রাইট টু—'

...তা আমি তোমায় অল্প কয়েকদিনের মাঝেই বলব।

একটু শীগগির হ'লেই ভাল হয়, ভাই, ওঁরা আবার আস্‌ছে রবিবারে নিরুকে দেখতে আসতে চান কি না!

তা ওঁরা দেখে যা'ন না কেন,—তাতে কি হয়েছে।......আমি শীগগিরই জানিয়ে দেব।

ট্রেন আসিয়া গেল। অনুপম মিনতির সুরে বলিল,—কালীশঙ্কর সম্বন্ধ এনেছে ভাই, বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে।

না, না, আমি কি বুঝি না,—শীগগিরই বলব,—আচ্ছা—আচ্ছা—প্রভাত গাড়ীতে চাপিল।

বিবাহের প্রসঙ্গ উঠা অবধি—নিরু মুখ ভার করিয়া বেড়ায়। ও কি ভাবে কে জানে! প্রভাত কয়েকদিন আর পড়াতে আসে না। একদিন শুধু আধ ঘণ্টার জন্য আসিয়া নিরুর সঙ্গে কি বিড় বিড় করিয়া চলিয়া গেল।

নিরুর মুখের দিকে তাকানো যায় না।

রবিবারে উহারা আসিবেন। নিরুকে সাজিতে বলা হইল, সে কিছুতেই সাজিবে না।—একেবারে গোঁ ধরিয়া বসিয়া রহিল।

অনুপম রাগিয়া বলিল,—মারব চড়, যাও কাপড় চোপড় পরো। ওঁরা এলেই অমনি এদের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে—না? —এদের সামনে এসে না বসলে— কলীশঙ্কর কি মনে করবে,—আর ভদ্রলোকদের সামনে নাক কান কাটা যাবে।......প্রভাতকে বলেছি ত আমি সব—সে দু'একদিনের মাঝেই তার মত জানাবে। আর তার মত পেলেই চুকে গেল ল্যাঠা।...যা কাপড় পর গিয়ে—যা।

নিরু তবু উঠিতে চায় না। অনুপম ঠেলিয়া ঠেলিয়া শেষে উঠাইয়া দিল।

যথা সময়ে বরপক্ষ কালীশঙ্করের সঙ্গে আসিয়া নিরুকে দেখিয়া গেলেন। বরের বাপ নিরুকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নিরু শান্ত কণ্ঠে তাহার যথাযথ উত্তর দিল। গান গাইতে বলা হলো। কনক বৌদির কাছে শেখা নতুন গান নিরু শোনাইল। তারপর জলযোগ।

বরপক্ষদের আগাইতে গিয়া অনুপম এক ফাঁকে কালীশঙ্করের নিকট সংবাদ নিয়া জানিল—কন্যা ইহাদের পছন্দ হইয়াছে, দু'এক দিনের মধ্যে ছেলে আসিয়া দেখিয়া যাইবে।

সম্বন্ধ ক্রমেই পাকা হইয়া উঠিতেছে, প্রভাতের মতটা শীঘ্র জানা দরকার। নিরুর মুখের দিকে চাইলে মায়া লাগে। যাহা হউক সোমবারেই হয়ত প্রভাত আসিয়া তাহার মত বলিয়া যাইবে। তখন কালীশঙ্করকে বুঝাইয়া বলিলেই চলিবে।

স্কুলে গুড্ ফ্রাইডের ছুটি, সুতরাং সন্ধ্যার আগে প্রভাতের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, প্রভাত আসিল না।

পরদিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল—বিকালে সুখেন্দু তাহার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া নিরুকে দেখিতে আসিবে।

অনুপম ভাবিল,—যাহা হউক—স্কুলে প্রভাতের সঙ্গে দেখা হইলে তাহার মতটা পাকা করিয়া লইবে। তবুও কি হয়—না—হয়, একটা দুশ্চিন্তা লইয়া সে স্কুলে গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য প্রভাত সেদিন স্কুলে আসে নাই, আসিয়াছে অনুপমের নামে একখানা চিঠি। কম্পিত হস্তে অনুপম চিঠি খুলিল। প্রভাত লিখিয়াছে—

প্রীতিভাজনেষু,

বিশেষ জরুরী কাজে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া শ্রীরামপুর আসিয়াছি। যাইতে হয়ত আরও দু'এক দিন দেরী হইবে, তাই চিঠি লিখিতেছি। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—ক'দিন ধরিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছি। কিন্তু ভাবিয়া কোন কুল কিনারা পাই নাই। তুমি বোধ হয় জানো শ্যামবাজারে আমি মামার বাড়ীতে থাকি। অতি ছেলে বেলায় আমার মা বাবা মারা যান, আমার মামীমাই আমাকে মানুষ করেন, তাহাকেই আমি মা বলিয়া ডাকি। তাহার তিন ছেলে বড়টির বিবাহ হইয়াছে, ছোট দুইটির হয় নাই। তাহারাও আমার বড়। তাহাদের বিবাহ না হইলে আমার বিবাহের প্রশ্নই সেখানে আসে না। তাহা ছাড়া বউদিদিই সংসারের কর্ত্তা, মা একবারে বুড়ো হইয়া গিয়াছেন। মা যতদিন বাঁচিয়া আছেন ততদিন এই সংসার ছাড়িয়া আসা আমার চলে না। বউদিদি আমার বিবাহের কথা শুনিলে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিবেন—কারণ আমার উপার্জিত অর্থ তাহার হাতেই তুলিয়া দিতে হয়, আমার বিবাহ হইলে তাহাদের লোকসান। সংসারে সচ্ছলতাও বেশি নাই। কি যে বলিব বুঝিতেছি না।

আমি ভাবিয়াছিলাম নিরুকে তোমরা লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিবে, তাহাতে কয়েক বৎসর সময় যাইবে, ইহার মধ্যে হয়ত আমার অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইবে। মোট কথা মা বাঁচিয়া থাকিতে আমার এই সংসার হইতে পৃথক হইবার কোন উপায় নাই। তোমরা যদি ততদিন অপেক্ষা করিতে পার তবে আমি কথা দিতেছি—নিরুকে আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু আগামী বৈশাখে উহা একবারেই অসম্ভব। আগামী বৎসর অথবা তাহার পর বৎসর যে সম্ভব হইবে একথাও বলিতে পারিনা। কারণ তোমরা ত বোঝ—বৃদ্ধ হইলেও

মানুষের জীবন কবে শেষ হইবে সে কথা সঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না; সুতরাং আমি তোমাদের পারিবারিক স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্ষতি করিতে চাই না।

তুমি যেন আমায় ভুল বুঝিও না। আমার কথাগুলি একটু সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়া ভাবিয়া দেখিলে তুমি বোধ হয় আর আমার উপর রাগ করিতে পারিবে না। আশা করি ইহা আমাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে না। ভালবাসা নিও। ইতি—

পত্র পড়িয়া অনুপম অবসন্ন হইয়া পড়িল। নিরুর ইহা কতটা বাজিবে সে তাহা জানে: সে একদিন নিরুর ডায়েরী দেখিয়াছে।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া অনুপম পিসীমাকে বাইরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, প্রভাত স্কুলে আসেনি, পিসীমা, শ্রীরামপুর থেকে চিঠি লিখেছে এই ত্মাখো—

আমার চশমা পরা নেই, তুই-ই পড়।

অনুপম তখন আদ্যোপান্ত চিঠি খানা পিসীমাকে পড়িয়া শুনাইল। পিসীমা বলিলেন, আমি অমনি করে মিশতে দিতাম না।...নিরুকে চিঠিখানা একবার দেখা, মনকে তবুও একটু প্রবোধ দিতে পারবে। এই রকর লোকের উপর ভরসা করে আমরা নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলাম। ভাগ্গিস কথাটা ঠিক সময়ে জানা গেল, নইলে একুল ওকুল দু'কুলই হারাতে হ'ত আমাদের। ও সম্বন্ধ যত শীগগির পারো পাকা করে ফেলো আর নিরুকে একবার চিঠিখানা দেখাও।

নিরু দরজার আড়ালে, দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল। এইবার অনুপম গিয়া তাহার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, এই ত্মাথ প্রভাত চিঠি লিখেছে। চিঠি লইতে গিয়া নিরুর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

বোনকে নিরালায় দুঃখ বরণ করিয়া লইতে সুযোগ দিয়া অনুপম বাজারে বাহির হইল : সুখেন্দু আবার তাহার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়াই নিরুকে দেখিতে আসিতেছে। তাহার আয়োজন করা চাই।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুখেন্দু ও তাহার বন্ধু আসিয়া হাজির হইল। নিরুকে এবার আর সাজিবার জন্য সাধ্য সাধনা করিতে হইল না। কনক আসিয়া তাহাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিল। সুখেন্দু ও তাহার বন্ধু মনের মত করিয়া নিরুকে দেখিল, কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, গান শুনিল।

সবই নির্বিবাদে হইয়া গেল। অনুপম এতটা আশা করে নাই।

পরদিন সংবাদ আসিল, বর পক্ষের কনে পছন্দ হইয়াছে। ২রা বৈশাখ বিবাহ। এখন পাকা দেখার পালা। ভাল জ্যোতিষীর কাছে গিয়া পাকা দেখার দিন সাব্যস্ত হইল।

দিন তিনেক পরের কথা। প্রভাত স্কুলে হাজিরা দিয়াছে, কিন্তু অনুপমের বাড়ীতে আর একবারও আসে নাই। নিরু যেন একেবারে কি হইয়া গিয়াছে : কাহারো সহিত কথা বলিতে চায় না, একটুও হাসে না,—কাঁদেও না। নড়িয়া বেড়ায়—তাই,—নইলে বলা যাইত পাথরের মূর্তি।

অনুপম যদি কখনও পিসীমাকে বলে, নিরুটা সত্যি কি হয়ে গেল, পি-মা, বড় কষ্ট হয়!

পিসীমা বলেন, ও সেরে যাবে, রে, তোরা ছেলে মানুষ বুঝিস না, বিয়ে হলেই ক্রমে ও সেরে যাবে।

যেদিন পাকা দেখা হবে তার আগের দিন নিরু সকাল সকাল শুইতে গেল—

পি-মা, আমি শুয়ে পড়ছি, আমায় ডেকো না, শরীরটা আমার ভাল লাগছে না আজ !

পিসীমা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, দেখি, জর-টর হয় নি ত ? ......না, না,—ষাঠ্‌ ষাঠ্‌......তা' তুই শুয়ে পড়। একটু দুধ গরম করে দিই ?

না, পি-মা, আমি কিছ্ছু খাব না।

সেদিন অনেক রাত্রি অবধি অনুপম ও তার পিসীমায় কথা হইল,—নিরুরই বিয়ের কথা। শুইতে রাত্রি হইয়া গেল।

পরদিন ভোরে সকলের আগেই পিসীমা দুর্গা দুর্গা করিয়া ঘুম থেকে উঠিলেন : আজ নিরুর পাকা দেখার দিন। পরম ভক্তিভরে তিনি দুর্গা, হরি, শিব,—সকলকেই অসংখ্য প্রণিপাত জানাইলেন। সর্বাঙ্গ তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—

এই নিরু ওঠ্‌,—নিরু—

পিসীমা এইবার নিরুর বিছানার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কই নিরু বিছানায় নেই : ওমা !—নিরু কই ?

পিসীমা বাহিরে আসিলেন, হাত মুখ ধুইতে নিরু কুয়োতলা আসিতে পারে,—কিন্তু কই কোথায়ও দেখি না ত !......মেয়ে কোথায় গেল ! বুকের ভিতর তাহার কেমন করিয়া উঠিল, সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট।

অনুপম তখনও ঘুমাইতেছিল, পিসীমা তাহার ঘরে গিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন : এই অনু,—অনু,—ওঠ্‌, নিরুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গার পর পিসীমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রথমে সে যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার পর ব্যাপার বুঝিয়া সে তাড়াতাড়ি

একটি জামা লইয়া বাহির হইল। তাহার মনে হইল—কনকদের ওখানে একবার খুঁজিয়া আসে, যদি কোথাও যায় ত ঐখানেই যাইতে পারে!

—কিন্তু যাইতে আর হইল না। পুকুরের অপর পারে যে সবজী-ওয়ালা বাস করে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, বাবু, বাবু, একবার এ দিকে আসুন,—দিদিমণি রেলে কাটা গেছেন।

সহসা যেন মহাপ্রলয় হইয়া গেল। অনুপম পাগলের মত ছুটিল, পিসীমা তাহার পিছু পিছু, ওমা নিরুরে,—নিরু—ও নিরু—বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে ছুটিলেন।

রেল লাইনে আগে থেকেই ভিড় জমিয়া গিয়াছে। অনুপম ও পিসীমা আসিলে সবাই একটু সরিয়া দাঁড়াইল। নিরুর সুন্দর দেহ দুই খণ্ড হইয়া রক্ত মাখিয়া কি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে!

পিসীমার কান্না দেখিয়া দর্শকের মাঝেও কয়েক জন চোখ মুছিল। অনুপমের দুই চোখে অশ্রুর বান ছুটিল। সংবাদ পাইয়া হরেনবাবুর সঙ্গে কনক আসিল। সে-ই শেষে কোন মতে পিসীমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল,—নইলে তিনি চলন্ত ট্রেনের নীচে মাথা দিতে যান।

ব্যাপার মিটিতে মিটিতে প্রায় বেলা তিনটে হয়ে গেল।

সংবাদ পাইয়া কালীশঙ্কর আসিয়াছিল, সে-ই শেষে জোর করিয়া অনুপম ও পিসীমাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে অনুপম একবার বৌদি কনকের ওখানে আসিয়াছিল।

অনুপম আসিয়া একটিও কথা কহিতে পারে নাই,—কনকও না। ঘরে আসিয়া অনুপম ডেকচেয়ারে শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল। কনক আসিয়া তাহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে একবার জিজ্ঞাসা করিল, বড়ই কষ্ট হচ্ছে—না?

অনুপম চোখও মেলিল না, কথাও বলিল না, তাহার দুই চোখ বাহিয়া দু'ফোটা জল শুধু গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে কাহার ওষ্ঠাধর অনুপমের ললাট স্পর্শ করিল। অনুপম চাহিয়া দেখে কনকের দুই গণ্ড বাহিয়া বড় বড় জলের ফোটা গড়াইয়া পড়িতেছে। অনুপম তাহার দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল।

পরদিন সন্ধ্যায় অনুপম আসে নাই। কনক ছটফট করিয়া কাটাইল: বোনকে হারাইয়া বেচারা কি কষ্টেই যে কাটাইতেছে। ভাবিতে গেলেই কনকের চোখে জল আসে।

তাহার পরদিন বিকাল তিনটায় কনক নিজের নামে এক চিঠি পাইল। কম্পিত হস্তে কনক খাম খুলিয়া পড়িল—

বৌ-দি,

আমার এই চিঠি তুমি যখন পাবে, তোমাদের ছেড়ে আমি তখন অনেক দূর চলে গেছি। ইচ্ছা ছিল একবার দেখা করেই যাব, কিন্তু তা' আর হয়ে উঠল না: পিসীমা আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইছেন না, নিরুর স্মৃতি এখানকার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে: নিরুর বিয়ের জন্য সামান্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই নিয়ে এখন আমরা কাশী যাচ্ছি। পিসীমা বলছেন তিনি আর বাড়ী ফিরবেন না। তাই যদি হয় তবে আমিও যে কি করব তার ঠিক নেই। আসছে রবিবার আমার কোন ব্যবহারের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করে কমিটি আমাকে তাদের মিটিং-এ হাজির হতে বলেছিলেন, তার আর প্রয়োজন হ'ল না,—এ চাকরি আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। মনে করেছিলাম কালীশঙ্করের সঙ্গে ব্যবসা করবো, কিন্তু তাও আমার হ'ল না, যেখানে একদিন তাদের প্রয়োজন মত সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছি সেখানে আজ তাদের প্রয়োজন শেষ হয়েছে

বলে কেবল প্রত্যাখ্যানের আভাস তাই জীবনে আর কোনও দিন দেখা হবে কিনা জানি না। অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু সুযোগ আর হ'ল না। অনেক আশা করে এখানে মাষ্টারী করতে এসেছিলাম। মনে করেছিলাম এখানে কত ঋষি, মহর্ষি, আরুনি, উপমন্যুর দেখা মিলবে। সে ভুল আমার কেমন করে ভেঙেছে সে কথা তুমি জানো। কিন্তু তাতে আমার কোন দুঃখ নাই,—আমার দুঃখ হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে থাকলে নিরুকে হারানোর বেদনাও বুঝি কিছু ভুলে থাকতে পারতাম। তুমি যে আমার কতখানি ছিলে আজ যাবার বেলায় আমি সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। পরলোক—পরজন্ম আছে বলে আমি কোন দিন বিশ্বাস করিনি,—কিন্তু এখন আমি মনে মনে বলি, পরজন্ম যেন থাকে—এবং যদি থাকে,—তবে জন্মে জন্মে তুমি যেন আমার—কি বলব—বৌদি—কি হয়ে তা জানি না—তুমি আমায় ঠিক এমনি করেই ভালবেসো।—ইতি